ভারতীয়

ন্যায়

সংহিতা

2023

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

সেপ্টেম্বর 2024

কার্তিক ১৯৪৬

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

৮৫.০০

প্রকাশনা বিভাগে প্রকাশিত সচিব, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়াদিল্লি 110016 এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত , বি - 3/1, ওখলা শিল্প এলাকা, ফেজ - ২, নয়াদিল্লি 110016

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 সংখ্যক পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক

4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা

5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ

6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা

7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান

8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম

9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া

10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া

11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়

12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)

13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া

14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

শিখন ফলাফল :

এই মডিউলটি পড়ার পর, তুমি সমর্থ হবে:

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইন কীভাবে ভারতের আইনি ব্যবস্থাকে আকার দিয়েছে তা বুঝতে
- স্বাধীনতার পর ভারতের আইনি ব্যবস্থার বিবর্তন জানতে
- সমাজে উদীয়মান সমস্যা এবং নতুন ধরনের অপরাধগুলির মোকাবেলা করার লক্ষে ধারাবাহিক আইনি সংস্কারের গুরুত্ব বুঝতে
- নতুন ফৌজদারী আইন – ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) – যে পরিবর্তনগুলি এনেছে তা জানতে

ভারতে ফৌজদারী আইনের বিবর্তন

ভারতে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা প্রাক-স্বাধীনতা সময়ের ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। 1860 সালে একটি ভারতীয় দন্ডবিধি (Indian Penal Code, IPC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করেছিল এবং উপযুক্ত শাস্তির বিধান দিয়েছিল। এটি ব্রিটিশ ফৌজদারী আইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছিল। ফৌজদারী প্রক্রিয়ার সংহিতা (Code of Criminal Procedure) 1861 সালে বিধিবদ্ধ করা হয়। এটি একটি ফৌজদারী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে যে নিয়মগুলি পালন করা হবে তা প্রতিষ্ঠিত করে। 2000 সালে আধুনিক সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য ভারত সরকার কেরল ও কর্ণাটকের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জে. এস. মলিমঠের নেতৃত্বে শতাব্দী প্রাচীন ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে।

2023 সালে সমসাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভারত গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলির সংশোধন করে। ভারতীয় দন্ডবিধি (1860) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) দ্বারা, ফৌজদারী প্রক্রিয়ার সংহিতা (1861) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) দ্বারা এবং ভারতীয় প্রমাণ আইন (1872) ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই নতুন আইনগুলি নারী এবং শিশু সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিধান সহ আধুনিক বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করে, এবং ভারতের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিবর্তন চিত্রিত করে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)

BNS 2023 সালের 25 ডিসেম্বর বিধিবদ্ধ করা হয় এবং এটি 1860 সালের ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC) প্রতিস্থাপন করে 2024 সালের 1 জুলাই বলবৎ হয়। আইন প্রণেতা এবং আইন বিশেষজ্ঞদের পুরনো সংহিতাকে আধুনিক প্রয়োজনের পক্ষে অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল এবং তাঁরা এটির সামগ্রিক আধুনিকীকরণ চাইছিলেন। সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্তন এবং অপরাধের উদীয়মান ধরনের কারণে নতুন BNS 2023 পুরনো IPC কে প্রতিস্থাপন করে।

BNS, 2023 র তাৎপর্য

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 কে ভারতীয়দের জন্য এবং ভারতীয়দের দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ মনে করা হয় কারণ এটি ঔপনিবেশিক কালে প্রণীত ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC) র সমাপ্তি চিহ্নিত করে। রাষ্ট্রদ্রোহের, যা ঔপনিবেশিক কালের সব থেকে বিতর্কিত আইন ছিল, BNS এ কোনও স্থান নেই এবং এটি সেই সব মানুষকে আশাবাদী করে যারা ভারতীয় আইন এবং শাস্তি ব্যবস্থায় এই ধরনের পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করছিলেন। BNS এর মধ্যে শাস্তির নতুন ধরন যেমন জনসেবা আর লঘু অপরাধের জন্য শাস্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আসামীদের লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিচারপ্রক্রিয়া এবং কারাবাস থেকে দূরে রাখবে। সময় পরিবর্তনের সাথে এবং প্রযুক্তির উন্নতির সাথে, সামাজিক প্রয়োজন এবং অপরাধের ধরন পালটে গেছে।

BNS এই উন্নতিগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে কিছু বিধান এনেছে , যেমন সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত শাস্তি, যা প্রথমে IPC তে ছিল না। সামাজিক রীতি এবং মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠা রেখে, নারীদের প্রতি অপরাধের ক্ষেত্রে BNS অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে শাস্তির পরিসর বিস্তৃত করেছে। তাছাড়া , ভারতীয় ন্যায় সংহিতা তার অন্তর্ভুক্তির বিস্তৃত পরিসরের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ যার মধ্যে রয়েছে বর্তমান ভারতবর্ষে বহুলাংশে বিদ্যমান অপরাধ যেমন ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণ, মানহানি এবং গণপ্রহার। BNS এ পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত শাস্তিও রয়েছে যা বর্তমান সময় ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বোঝায়। সুতরাং, বর্তমান সময়ের অপরাধের মোকাবেলা করতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- BNS এ 20টি অধ্যায়, 358টি ধারা রয়েছে (IPC তে 511টি ধারা আছে)।
- IPC র তুলনায় BNS এ বর্ধিত জরিমানা এবং বেশি পরিমাণে শাস্তি রয়েছে। এ ছাড়া, জনসেবার মত শাস্তির নতুন ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- এটি তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিন্যস্ত, যেমন নারী এবং শিশুদের প্রতি অপরাধ অধ্যায় 5 এ একত্রিত করা হয়েছে (IPC তে তা বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে)।
- ধারা 2(8) এ, 'নথি' র মধ্যে 'ইলেক্ট্রনিক ও ডিজিটাল রেকর্ড' ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ধারা 2(10) এ, 'লিঙ্গ' অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। এটি পুরুষ, মহিলা এবং উভলিঙ্গ বোঝায়।
- একইভাবে, ধারা 2(3) এ 'শিশু' বলতে বোঝায় 18 বছরের কম কোনও ব্যক্তি।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি এনেছে

নবপ্রবর্তিত BNS পূর্ববর্তী ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC) র মূল সারমর্ম এবং প্রয়োজনীয় বিধান বজায় রেখে তাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলঃ

1. **শাস্তির একটি ধরন হিসাবে জনসেবাঃ** IPC তে অনুপস্থিত এই ধারণাটি এখন লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার মধ্যে রয়েছে কোনও ঘোষণার সাড়ায় উপস্থিত না হওয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা, মদ্যপ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশ্যে অশোভন আচরণ, মানহানি ইত্যাদি। এই বিধার অপরাধীদের বিনা পারিশ্রমিকে এমন কাজ করতে হয় যা জনগণের কাজে লাগে। এইভাবে তারা তাদের কাজের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

2. **রাষ্ট্রদ্রোহঃ** ভারতীয় দন্ডবিধি (IPC) র ধারা 124 A বলে যে কোনও ব্যক্তি যদি এমন শব্দ ব্যবহার করে, তা মৌখিক, লিখিত অথবা ইশারা বা দৃশ্যমান উপস্থাপনা হোক না কেন, যা ভারত সরকারের প্রতি ঘৃণা, অবমাননা অথবা অসন্তোষ আনয়ন করে, তাকে আজীবন কারাদন্ড, অথবা জরিমানাসহ তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড, অথবা শুধু জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রদ্রোহ, যা ব্রিটিশ আমলে একটি কঠোর আইন হিসাবে দেখা হত, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভয় দেখাতে এবং দমন করতে ব্যবহার করা হত। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হল কলকাতা উচ্চ আদালতে 1891 সালে সম্রাজ্ঞী বনাম যোগেন্দ্র চন্দ্র বোস মামলা, যেখানে ব্রিটিশ সরকারের নীতির সমালোচনা প্রকাশিত করার জন্য ব্যক্তিদের বিচার করা হয় (পার্থসারথি, 2023)। 1897 সালে, বাল গঙ্গাধর তিলককে তাঁর ভাষণের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মহাত্মা গান্ধীকেও Young India Journal এ তাঁর লেখার জন্য 1922 সালে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে ছয় বছর কারাদন্ড দেওয়া হয়।

BNS IPC র ধারা 124 A রদ করে তার বদলে ধারা 152 প্রবর্তন করে। 'রাষ্ট্রদ্রোহ' শব্দটির বদলে BNS এর ধারা 152 এমন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত যা ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখন্ডতা বিপন্ন করে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)। এই পরিবর্তনটি BNS এর সমসাময়িক সমস্যার সাথে মানিয়ে নেওয়া এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের আওতায় আসা ধারণার প্রতি ব্যাপক দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত করে।

> **সক্রিয়তাঃ** ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার ঐতিহাসিক বিকাশ সংক্রান্ত সংবাদপত্রের কাটিং প্রদর্শন করতে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে।

3. বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে অপরাধ সংঘটনঃ ইন্টারনেট, সমাজ মাধ্যম মঞ্চ এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের কারণে এই উন্নতির সাহায্যে সংঘটিত অসৎ কাজ অথবা অপরাধের মোকাবেলা করার জন্য নতুন আইনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 2024 সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত, ভারতীয় নাগরিকদের সাইবার অপরাধের দৌলতে 1750 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, যেমনটা গৃহ মন্ত্রালয় পরিচালিত ন্যাশনাল সাইবারক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালে (National Cybercrime Reporting Portal, Ministry of Home Affairs, 2024) দায়ের করা 740,000 এরও বেশি অভিযোগের মাধ্যমে জানা যায়। এই সাম্প্রতিক অপরাধগুলি 1860 সালের IPC র আওতায় ছিল না।

এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য BNS এর ধারা 2 (39) প্রবর্তিত হয়েছে। এটি নির্দিষ্ট করে যে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মাধ্যম সংক্রান্ত সমস্ত শব্দের অর্থ যেমন তথ্য প্রযুক্তি আইন , 2000 এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023 (BNSS, 2023) দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়েছে, তাই হবে। তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000 ডাটা, কম্পিউটার সিস্টেম, সাইবার অপরাধ, সাইবার সুরক্ষা, ডিজিটাল স্বাক্ষর ইত্যাদি শব্দগুলি অধ্যায় I ভারত সরকারে সংজ্ঞায়িত করে (Government of India, 2000)। এই অপরাধগুলির শাস্তি আজীবন কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া, BNS এর ধারা 2 (8) বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'নথি' র সংজ্ঞা বিস্তৃত করেছে, এতে এগুলির সব ধরনের আইনি স্বীকৃতি বৃদ্ধি পায়।

> **সক্রিয়তাঃ** সাইবার অপরাধের বিভিন্ন ধরন এবং সেগুলি কীভাবে BNS এর আওতায় প্রশমিত করা যায় সে সম্পর্কে সচিত্র উপস্থাপনা করতে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে।

4. মানহানিঃ IPC র ধারা 499 অনুযায়ী, "যে কেউ, উচ্চারণ করা অথবা পাঠ করার উদ্দেশ্যে শব্দের দ্বারা, অথবা ইঙ্গিত কিংবা দৃশ্যমান উপস্থাপনা দ্বারা, কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে কোনও অভিযোগ করে অথবা প্রকাশিত করে, সেই ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে অথবা এটি জেনে কিংবা তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এই ধরনের অভিযোগ সেই ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করবে,তাহলে সে মানহানি সংঘটিত করে" (IPC, 1860)। যে কেউ অন্য ব্যক্তির মানহানি করলে, তাকে সাধারণ কারাবাস যা দু বছর সময় পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, অথবা জরিমানা, অথবা দুটোই দ্বারা দন্ডিত করা হবে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) র আওতায়, এখন এই শাস্তির মধ্যে রয়েছে দু বছর সময় পর্যন্ত কারাবাস, অথবা জরিমানা, অথবা দুটোই, এবং জনসেবার বিকল্প (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

> **সক্রিয়তাঃ** শ্রেণিকে দু ভাগে ভাগ করে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মানহানির প্রভাব নিয়ে একটি চরিত্রায়ন প্রস্তুত করতে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে।

5. আত্মহত্যা করার চেষ্টাঃ IPC র ধারা 309 আত্মহত্যার চেষ্টাকে ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, যা ইতিমধ্যে দুঃখী এবং মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করত (ভারতীয় দন্ডবিধি, 1860)। 2017 সালের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা আইন (Mental Healthcare Act, MHCA) আত্মহত্যার চেষ্টাকে অপরাধমূলকহীন করার প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু IPC র অপরাধীকরণের জন্য বিভ্রান্তি বজায় থাকছিল।

BNS বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছে এই বলে যে আত্মহত্যার চেষ্টা ততক্ষণ ফৌজদারী অপরাধ নয়, যতক্ষণ সেটি কোনও সরকারি কর্মচারীকে তাঁর দায়িত্বপালন থেকে নিবৃত্ত বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত না হয়। এই সব ক্ষেত্রে, শাস্তি হতে পারে এক বছর পর্যন্ত সাধারণ কারাবাস, অথবা জনসেবা, অথবা দুটিই।

> **সক্রিয়তাঃ** আত্মহত্যা প্রতিরোধের লক্ষে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করতে হবে। একটি পরামর্শদানের অধিবেশনও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

6. গণপ্রহারঃ গণপ্রহার গোষ্ঠীগত 'ন্যায়' এর আড়ালে একটি বর্বরোচিত কাজ যাতে আইনি প্রক্রিয়া এড়িয়ে একজন ব্যক্তিকে তথাকথিত অপরাধের জন্য মেরে ফেলা হয় (শ্রীবাস্তব, 2024)। IPC এই বিষয়ে কিছু বলেনি এখন BNS এ গণপ্রহার সম্পর্কে বিধান রয়েছে, এবং শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

7. অপ্রাপ্তবয়স্কর ধর্ষণঃ IPC র ধারা 376 র আওতায়, কেউ ধর্ষণ করলে তাকে দশ বছরের কম কারাবাসে দন্ডিত করা হত না। এটি বেড়ে আজীবন কারাবাসও হতে পারত এবং তা জরিমানাযোগ্যও ছিল। BNS এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত বাড়িয়ে একে আরও কঠোর করে তুলেছে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

8. সন্ত্রাসবাদঃ BNS, 2023 এর ধারা 111 সন্ত্রাসবাদী কাজের অপরাধ সম্পর্কে বলে।
"(1) একজন ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী কাজ সংঘটিত করে যদি সে ভারতে অথবা বিদেশে, ভারতের ঐক্য, অখন্ডতা এবং সুরক্ষা বিপন্ন করা, সাধারণ মানুষ অথবা তাদের একটি অংশকে ভয় দেখানো অথবা জনগণের শান্তি ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করে।" (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

BNS সন্ত্রাসবাদকে প্রথমবার সাধারণ আইনের অংশরূপে একটি পৃথক অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছে (খান, 2023)। এটি বলে যে কেউ যদি কোনও সন্ত্রাসবাদী কাজ করে, এই ধারার বিধান অনুযায়ী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে, যা হবে আজীবন কারাবাস অথবা মৃত্যুদন্ড, প্যারোল ছাড়া এবং দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানাও হতে পারে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)। BNS সাধারণ মানুষের কোনও অংশকে 'ভয় দেখানো' অথবা 'জনগণের শান্তি ব্যাহত করা' অন্তর্ভুক্ত করে এর পরিসর বর্ধিত করেছে।

> **সক্রিয়তাঃ** সন্ত্রাসবাদ এবং তার কারণ, ফলাফল এবং প্রতিরোধের উপর একটি দলগত আলোচনার আয়োজন করতে হবে।

9. সংগঠিত অপরাধঃ BNS ধারা 111 র আওতায় সংগঠিত অপরাধ প্রবর্তন করে বলছে যে, কোনও ধারাবাহিক কার্যাবলি যা প্রকৃতিগতভাবে বেআইনি এবং সমাজের ক্ষতি করে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড, কারাবাস এবং জরিমানা। এই ধারাটি উদ্ধৃত করেঃ

111. (1) যে কোনও ধারাবাহিক বেআইনি কার্যাবলি যেমন অপহরণ, চুরি, বাহন চুরি, বলপূর্বক অর্থ আদায়, জমি দখল, চুক্তিবদ্ধ হত্যা, অর্থনৈতিক অপরাধ, গুরুতর ফলাফলযুক্ত সাইবার অপরাধ, মানুষ, ড্রাগ, অস্ত্র অথবা পণ্য অথবা পরিষেবার পাচার, বেশ্যাবৃত্তি অথবা মুক্তিপণের জন্য মানুষ পাচারচক্র, যা একযোগে কাজ করা এক দল ব্যক্তির প্রচেষ্টা দ্বারা, একা অথবা একসাথে, হয় সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে অথবা এমন কোনও সিন্ডিকেটের হয়ে, সহিংসতা, সহিংসতার হুমকি, ভয় দেখানো, বলপ্রয়োগ, দুর্নীতি অথবা এই ধরনের কার্যাবলি অথবা অন্য বেআইনি সাধন ব্যবহার করে অর্থনৈতিক লাভ সহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ পার্থিব লাভ অর্জন করার জন্য ঘটে, সংগঠিত অপরাধের আওতায় পড়বে।

তাছাড়া, BNS আইন ধারা 110 এ 'তুচ্ছ অপরাধ' এর ধারণারও প্রবর্তন করেছে। এর অর্থ হল লঘু সংগঠিত অপরাধ অথবা সাধারণভাবে এমন অপরাধ যা এই দেশের নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি করে। এই ধরনের অপরাধের শাস্তি হবে এক বছরের কারাবাস যা বেড়ে সাত বছরও হতে পারে এবং সেই ব্যক্তির জরিমানাও হবে।

> **সক্রিয়তাঃ** মানুষ পাচার সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।

10. ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণঃ BNS এর আওতায় ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণ (hate speech) সম্পর্কে বিধান ভারতীয় দন্ডবিধির (IPC) ধারা 153 A, ধারা 295 A এবং ধারা 505 এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং এই ধরনের ভাষণের প্রচারে ডিজিটাল মঞ্চগুলির বর্ধিত ভূমিকা উপলব্ধি করে, BNS ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণের মোকাবেলা করার জন্য এটিকে একটি অপরাধ হিসাবে ধরে বিধানগুলিকে আরও ব্যাপক এবং আধুনিক করেছে, এটি IPC র আওতায় সংজ্ঞায়িত ছিল না। এই ধারায় শাস্তি হল আরও বেশি জরিমানা এবং তিন বছর পর্যন্ত কারাবাস (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

> **সক্রিয়তাঃ** গত পাঁচ বছরের ঘৃণা উদ্রেককারী ভাষণ সম্পর্কিত সংবাদপত্র কাটিং শিক্ষার্থীদের আনতে বলতে হবে।

11. পরিবেশ দূষণঃ বর্তমান পরিবেশ সংকট চিহ্নিত করে, আজকের সমাজে পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে পরিবেশগত সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য BNS নির্দিষ্ট বিধানের প্রবর্তন করে। এই বিধানগুলি সেই কাজগুলিকে শাস্তিযোগ্য করে, যেগুলি পরিবেশের ক্ষতি করে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের আরো কঠোর লাগু হওয়া নিশ্চিত করে, যেখানে শাস্তি দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)।

সক্রিয়তা

1. পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিবেশগত অবক্ষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে হবে।
2. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয়ের আশেপাশের জায়গায় একটি বৃক্ষরোপণ এবং স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

12. **প্রতারণামূলক উপায়ে যৌনমিলন:** BNS এর ধারা 69 এ ধর্ষণের আওতায় আসা প্রতারণামূলক উপায়ে যৌন মিলনের অপরাধটি মোকাবেলা করার বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে প্রতারণামূলক উপায়ের মধ্যে রয়েছে চাকরি অথবা পদোন্নতির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, পরিচয় গোপন করে বিবাহ করা অথবা প্রলোভন দেখানো (গৃহ মন্ত্রালয়, 2023)। এই অপরাধের শাস্তির মধ্যে রয়েছে 10 বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং এক্ষেত্রে জরিমানা করা যাবে।

কুইজ

1. নিম্নলিখিতর মধ্যে কোনটি ভারতের ন্যায় সংহিতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে?

(a) ফৌজদারী প্রক্রিয়ার সংহিতা
(b) ভারতীয় দন্ডবিধি
(c) প্রমাণ আইন
(d) শাস্তি সংহিতা

(উত্তরঃ b)

2. BNS কবে বিধিবদ্ধ হয়েছিল?

(a) 1 জুন 2020
(b) 1 জুলাই 2023
(c) 25 ডিসেম্বর 2023
(d) 25 ডিসেম্বর 2024

(উত্তরঃ c)

3. ভারতীয় দণ্ডবিধির খসড়া কে তৈরি করেছিল?

(a) ওয়ারেন হেস্টিংস
(b) টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে
(c) লর্ড মাউন্টব্যাটেন
(d) রানী এলিজাবেথ

(উত্তরঃ b)

4. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 124 A কী বিষয়ে?

(a) রাষ্ট্রদ্রোহ

(b) নারীদের প্রতি অপরাধ

(c) মানহানি

(d) অপ্রাপ্তবয়স্কর ধর্ষণ

(উত্তরঃ a)

5. নিচে দেওয়া ছবিগুলো থেকে তুমি কী বুঝতে পার?

(a) শাস্তি হিসাবে জনসেবা

(b) মানহানি

(c) গণপ্রহার

(d) সন্ত্রাসবাদ

(উত্তরঃ a)

6. নিচের কোনটি একটি সংগঠিত অপরাধ?

(a) ধর্ষণ

(b) সন্ত্রাসবাদ

(c) মানুষ পাচার

(d) মানহানি

(উত্তরঃ c)

বাবা মার জন্য বার্তা

শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ে তোলার ভিত্তি। আজ আমরা তাদের যা শেখাব তা অবশ্যই আগামীকাল তাদের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। আমরা আমাদের শিশুদের কী শেখাবো এবং তাদের উপর সেটার কী প্রভাব পড়বে সেই বিষয়ে যত্ন নেওয়া এবং সবাইকে সচেতন করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস অবশ্যই ভবিষ্যতে আমাদের শিশুদের সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করবে। শিশুরা প্রথমে তাদের বাবা মার কাছ থেকে শেখে এবং তারপরে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কথা পালন করে।

আমরা আপনাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি যে ঘরে এবং বাইরে ওদের ক্রিয়াকলাপ এবং শিখন সম্পর্কে সচেতন হয়ে আপনি আপনার শিশুকে লালন করতে আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা আপনাকে অনুরোধ করব যে ঘরে বাইরে আপনার শিশুর আচরণ এবং সমস্যা সম্মুখীন হওয়ার যে কোনও ইঙ্গিত সম্পর্কে সজাগ থাকবেন। তাদের শারীরিক, আবেগগত এবং মানসিক অস্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে এমন না বলা সমস্যার কারণে জন্মানো বিষন্নতা এবং আত্মহত্যার চিন্তা থেকে এই তথ্যগুলি অনেক জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারবে। আসুন আমরা একসাথে একটি সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তুলি যেখানে শিশুরা ঘরে এবং বাইরে তারা যে সমস্যা এবং সংগ্রামের মুখোমুখি হয় তার সম্পর্কে খোলাখুলি ভাবে বলতে পারে।

তথ্যসূত্র

Deeksha, N.D. Decolonisation of IPC: The Paradigm shift in India's criminal justice system with the idea of 'Nyaya' under Bharatiya Nyaay Sanhita. SCC Times. Retrieved on July 1, 2024.

Government of India. 2000. The Information Technology Act. www.indiacode.nic.in

Jois. J.M. 1984 (republish 2010). Legal and Constitutional History of India: Ancient Legal, Judicial and Constitutional System. Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.

Ministry of Home Affairs. 2023. Bharatiya Nyaay Sanhita. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250883_english_01042024.pdf

Ministry of Home Affairs. 1860. Indian Penal Code. https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2023-02/IPC1860_27022023.pdf

Ministry of Home Affairs. 2024. National Cybercrime Reporting Portal.

Mishra, A. 2023. Indian Criminal Reformation: A critical analysis. International Journal of Reviews and Research in Social Sciences. doi:10.52711/2454-2687.2023.00002.

Parthasarathy, M. 2022. Sedition Law in India: A Timeline. Supreme Court Observer.

Shrivastava, S. and A. Agarwal. 2024. Criminalisation of Mob Lynching under the Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita 2023. NUALS Law Journal. https://nualslawjournal.com/2024/04/22/criminalisation-of-mob-lynching-under-the-bharatiya-nyaay-second-sanhita-2023/

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয়

ন্যায়

সংহিতা

2023

মাধ্যমিক স্তরঃ পর্যায় ১
শ্রেণিঃ নবম এবং দশম

অক্টোবর 2024

কার্তিক ১৯৪৬

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

৮৫.০০

প্রকাশনা বিভাগে প্রকাশিত সচিব জাতীয় ,শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ শ্রী , অরবিন্দ মার্গনয়াদিল্লি , 110016 এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত , বি - 3/1ফেজ ,ওখলা শিল্প এলাকা , - ২ নয়াদিল্লি ,110016

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 সংখ্যক পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক
4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা
5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ
6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা
7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান
8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম
9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া
10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া
11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়
12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)
13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া
14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

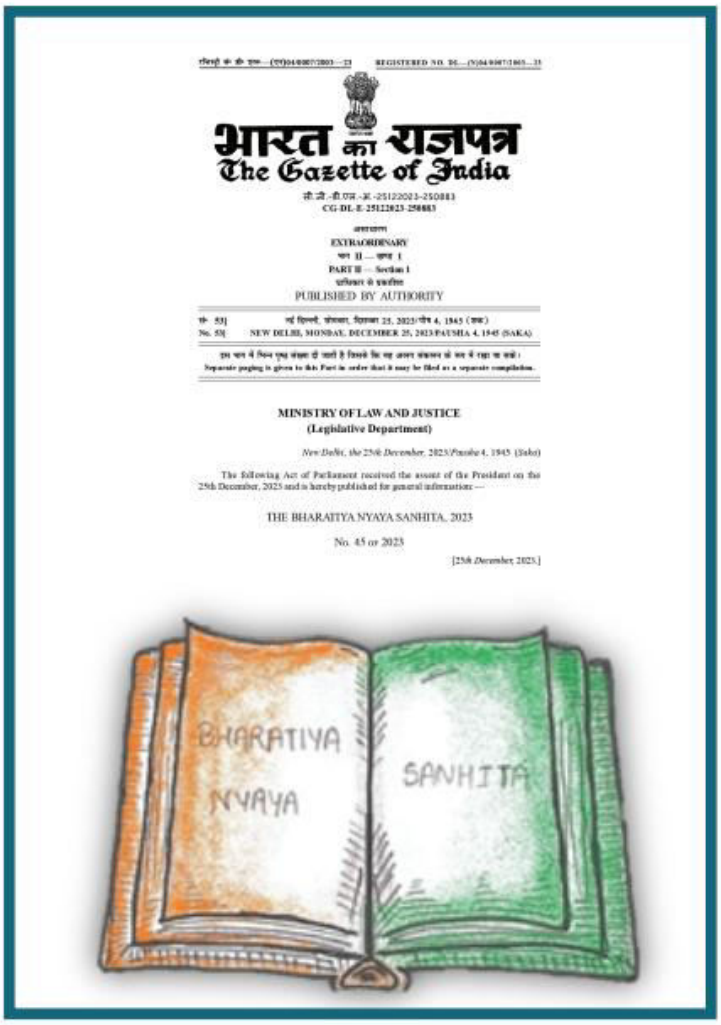

মাধ্যমিক স্তরঃ পর্যায় ১

শ্রেণি: নবম এবং দশম

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ,2023

শিখন ফলাফল :

এই মডিউলটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরাঃ

- ভারতের ফৌজদারি আইনের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023-এ করা পরিবর্তনগুলি শনাক্ত করতে পারবে।
- কিছু অপরাধ ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট শাস্তি চিহ্নিত করে টেবিল বা চিত্র তৈরি করতে পারবে।
- নতুন আইন প্রণয়নের পিছনে যুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হবে।
- ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা BNS সম্পর্কে বোধগম্যতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে।

ভূমিকা

ডিসেম্বর 12, 2023 লোকসভায় উপস্থাপন	**ডিসেম্বর 20, 2023 লোকসভায় পাস**	**ডিসেম্বর 21, 2023 রাজ্যসভায় পাস**	**ডিসেম্বর 25, 2023 রাষ্ট্রপতির সম্মতি আইন প্রণয়ন**	**জুলাই 01, 2024 আইন কার্যকর**

Source: https://prsindia.org/billtrack/the-bharatiya-nyaya-second-sanhita-2023

ভারতীয় দণ্ড বিধি (IPC), 1860 কে বাতিল করে, **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), 2023**, 25শে ডিসেম্বর 2023 সালে প্রণীত হয়, এবং দেশের নতুন দণ্ড বিধি হিসেবে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে। BNS, 1860 সালের ভারতীয় দণ্ড বিধি (IPC) কে প্রতিস্থাপন করে এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিধানগুলিকে একীভূত এবং সংশোধন করে।

এটি 1st জুলাই, 2024 সালে কার্যকর হয় এবং এটি একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ যা ভারতের পুরাতন ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য নেওয়া এটি একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ।

এটি প্রধানত ভারতীয় দণ্ড বিধির (IPC) বিধানগুলিকেই ধরে রেখেছে, সাথে কিছু নতুন অপরাধ যুক্ত করেছে, বিভিন্ন আদালত কর্তৃক বাতিল করা অপরাধগুলিকে অপসারন করেছে এবং এতে বেশ কয়েকটি অপরাধের জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই বিধি অপরাধের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা ও কঠোর শাস্তি প্রদান করে, যা জনগনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে এবং ঘৃণামূলক অপরাধকে (Hate Crime) আরও কঠোরভাবে মোকাবেলা করে। ঔপনিবেশিক যুগে উদ্ভুত হয়েও এখনও প্রচলিত সমসাময়িক সামাজিক, প্রযুক্তিগত ও আইন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য এই আইন সংহিতাকে উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে।

BNS এর বিবর্তন

ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ভারতীয় দণ্ড বিধি, 1860-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা এক শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে চলে আসছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে প্রণীত ভারতীয় দণ্ড বিধি বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিস্তৃত অর্থে আইনি শ্রেণিবিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করে। তবে, দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ভারতীয় দণ্ড বিধি (IPC) বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য পরিমার্জন ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে গেছে।

IPC তার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সংগঠিত অপরাধ (Organised Crime), সাইবার অপরাধ (Cyber Crime) এবং সন্ত্রাসবাদের (Terrorism) মতো আধুনিক সমস্যাগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অসুবিধায় পড়েছে।

আরও সমসাময়িক এবং কার্যকরী আইনি কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ছিল, এবং এই প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলা করার জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই নতুন আইনটি স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (Home Affairs Standing Committee or HASC) দ্বারা পর্যালোচনা সাপেক্ষ। নতুন অপরাধের প্রবর্তন, বিদ্যমান অপরাধের জন্য শাস্তি কঠোর করা এবং আগের বেশির ভাগ বিধানকে বজায় রেখে, এই নতুন আইনটি, আগের IPC-কে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করে।

BNS এর যৌক্তিকতাঃ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

আইনশৃঙ্খলা জোরদার করার জন্য এবং আইনি ব্যবস্থা কে সহজতর করার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার জন্য সরকার বর্তমান ফৌজদারি আইনের মূল্যায়ন করা উপযুক্ত বলে মনে করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করার জন্য এবং সাধারণ মানুষকে দ্রুত ন্যায় বিচারের সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকার বর্তমান আইন কে আপডেট করার কথাও ভেবেছিল। নাগরিক জীবন ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার জন্য এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি আইনি পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য, বিভিন্ন অংশীদারদের (Stakeholders) সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল যাতে করে আধুনিক জনগনের প্রয়োজনীয়তা এবং লক্ষ্যগুলি বজায় রাখা যায়।

BNS প্রবর্তনের পিছনে প্রাথমিক যুক্তি ছিল বিদ্যমান আইনি ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা, যা সেকেলে তথা অচল আইন, পদ্ধতিগত বাধা এবং যথা সময়ে ন্যায়বিচার প্রদানের উল্লেখযোগ্য বিলম্বের ভারে ভারাক্রান্ত ছিল।

একটি একক নিয়ম বিধির অধীনে বিভিন্ন আইনকে একত্রিত করে, সরকার সারা দেশের আইনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং লভ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করেছে।

এছাড়াও, নিয়ম বিধিটি সুবিন্যস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিচার সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মামলার জট কমাতে চায়। এই ব্যাপক আইনি সংস্কারের পিছনের যুক্তিটি বিভিন্ন মূল মাত্রায় অন্বেষণ করা যেতে পারে:

i. **সরলীকরণ এবং একত্রীকরণ:** একটি ঐক্যবদ্ধ নিয়ম বিধির অধীনে প্রাসঙ্গিক আইনগুলিকে একীভূত করে, BNS আইনি বিধানগুলিকে সুবিন্যস্ত করার, অস্পষ্টতা হ্রাস করার এবং পেশাদার আইনজীবি এবং জনসাধারণ উভয়ের জন্য স্পষ্টতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য রাখে।

ii. **ন্যায়বিচারে লভ্যতা বৃদ্ধি:** BNS আইনি প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, বকেয়া মামলা কমিয়ে এবং পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সরল করে ন্যায়বিচারের লভ্যতা উন্নত করার চেষ্টা করে। এর মধ্যে ডিজিটাল সমন্বয়ের বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মামলা দায়ের করাকে সহজতর করে, দূরবর্তী শুনানি এবং আইনি নথিকে অনলাইনে উপলব্ধ সহজতর করে, যার ফলে আইনি ব্যবস্থা সকল নাগরিকের চাহিদার প্রতি আরও সহজলভ্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়।

iii. **বিচার বিভাগীয় দক্ষতা বৃদ্ধি:** BNS সুবিন্যস্ত পদ্ধতি, নির্দিষ্ট শ্রেণির মামলার জন্য বিশেষায়িত আদালত এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (alternative dispute resolution or ADR) জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

iv. **প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া:** আইনি কাঠামোতে ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং প্ল্যাটফর্মের একীকরণ কেবল দক্ষতা বৃদ্ধি করে না বরং স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি করে। ইলেকট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম, অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা এবং ভার্চুয়াল আদালতের কার্যক্রম হল BNS দ্বারা প্রদত্ত কিছু প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, যার লক্ষ্য ভারতের আইনি অবকাঠামোকে বিশ্বব্যাপী মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং আধুনিক সমাজের ডিজিটাল চাহিদা পূরণ করা।

v. **সাংবিধানিক নীতি এবং অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা:** নতুন আইন বিধিতে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করে, আইনের সামনে সমতা প্রচার করে এবং আইনি কার্যক্রমে যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে। সাংবিধানিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে BNS এমন একটি আইনি পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্য রাখে যা সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা নাম কেন?

'ন্যায়' সামাজিক ন্যায়বিচারকে বোঝায়। বর্তমান BNS-এ শাস্তিমূলক ধারণা ন্যায় মূলক ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রতিরোধ মূলক দিকগুলিকে সীমাবদ্ধ করেছে, সাথে এমন আইনি বিধান প্রবর্তন করেছে যা সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের ন্যায়বিচার প্রদানের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ (focus) করে। ন্যায় মূলক ভাবনার দিকটি প্রতিশোধমূলক ভাবনা থেকে সংস্কারমূলক পদ্ধতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

BNS এর মূল পরিবর্তন সমূহ

ক্রম সংখ্যা	পরিবর্তন	বিশদ বিবরণ
1.	**গোষ্ঠী বা সমাজ সেবা ভিত্তিক পরিষেবা (Community Service)**	আইনটিতে শাস্তির একটি রূপ হিসাবে গোষ্ঠী বা সমাজ সেবা ভিত্তিক পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এইভাবে, কারাগারের ভিড় কমানো, অপরাধীদের করা কাজগুলির মাধ্যমে সমাজ বা গোষ্ঠীকে উপকৃত করার অনুমতি দেওয়া এবং তাদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ গড়ে তুলে সমাজে তাদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা যেতে পারে
2.	**সংগঠিত অপরাধ (Organized Crime)**	BNS-র 111 নং ধারা বিশদে সংগঠিত অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে, যার মধ্যে রয়েছে অপহরণ, ডাকাতি, যানবাহন চুরি, জোর পূর্বক চাঁদা/টাকা তোলা (extortion), জমি দখল, চুক্তি হত্যা (contract killing), অর্থ সংক্রান্ত অপরাধ, সাইবার অপরাধ, পাচার, মাদক ইত্যাদি, যা একটি গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত হয়।
3.	**সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)**	BNS আইনের 113 নং ধারা সন্ত্রাসবাদকে একটি অপরাধ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এটি এমন অপরাধ যা ভারতের একতা, অখণ্ডতা বা নিরাপত্তাকে হুমকির জন্য, জনসাধারণকে ভয় দেখানোর বা জনশৃঙ্খলা ব্যাহত করার অভিপ্রায়ে ভারতে বা বিদেশে সংঘটিত করা হয়

ক্রম সংখ্যা	পরিবর্তন	বিশদ বিবরণ
4.	**অন্তর্ভুক্তিমূলক ভাষার ব্যবহার**	(a) BNS ধারা 2(10)- এর অধীনে, "লিঙ্গ"-এর সংজ্ঞার অধীনে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এটি আগের IPC-তে অনুপস্থিত ছিল; (b) নাবালক (minor) শব্দটি 'শিশু' (child) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে; এবং (c) অস্থাবর সম্পত্তিতে (movable property) সমস্ত রকমের বর্ণনার সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
5.	**পৃথক অপরাধ হিসেবে 'ছিনতাই'**	BNS-র ধারা 304-এ তে 'ছিনতাই'কে (snatching) চুরি থেকে পৃথক অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।
6.	**নিম্নলিখিত বিধানগুলি বাতিল করা হয়েছেঃ** **(a) ব্যভিচার (Adultery)** **(b) আত্মহত্যার চেষ্টা (Attempt to commit suicide)** **(c) অস্বাভাবিক অপরাধ (Unnatural Offences)**	সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, BNS-এ এই বিধানগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।
7.	**হিট অ্যান্ড রান মামলা (Hit and Run Cases)**	যানবাহন দিয়ে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার ক্রমবর্ধমান ঘটনাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য একটি আইনি বিধান যুক্ত করা হয়েছে, যা BNS, 2023 এর ধারা 106(2) এর অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কোনও ব্যক্তি যদি বেপরোয়া, তাড়াহুড়ো বা অবহেলামূলক ভাবে গাড়ি চালিয়ে অন্য কোনও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় এবং ঘটনাটি কোনও পুলিশ অফিসার বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রকাশ না করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়; তাহলে তাকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা, উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।
8.	**অপরাধ সংঘটিত করার জন্য কোন শিশুকে ভাড়া নেওয়া, নিয়োগ করা বা জড়ানো**	যেকোন অপরাধ সংঘটিত করার জন্য কোন শিশুকে ভাড়াতে নেওয়া, নিয়োগ করা, বা জড়িত করার কাজটি BNS, 2023 এর ধারা 95 এর অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত করা হয়েছে, যার জন্য সর্বনিম্ন সাত বছরের কারাদণ্ডের কথা বলা হয়েছে, যা ক্ষেত্র বিশেষে দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।

ক্রম সংখ্যা	পরিবর্তন	বিশদ বিবরণ
9.	রাষ্ট্রদ্রোহ (Sedition)	BNS, ২০২৩-এ বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ (secession), সশস্ত্র বিদ্রোহ, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ (subversive activities) এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ (separarist activities) বা ভারতের সার্বভৌমত্ব বা ঐক্য ও অখণ্ডতা বিপন্ন করার মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের উপর একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে এবং ধারা ১৫২ এর অধীনে এগুলিকে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে।
10.	ইলেকট্রনিক প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা	এই সংক্রান্ত নথির সংজ্ঞায় 'ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল রেকর্ড' এর গ্রহণযোগ্যতার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
11.	Zero FIR (First Information Report)	Zero FIR (প্রথম তথ্য প্রতিবেদন) হল এমন একটি ধারণা যা চালু করা হয়েছে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ যে কোনও পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করা যেতে পারে এবং নথিভুক্ত করা যেতে পারে, এমনকি ঘটনাটি যদি সেই থানার আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে নাও পড়ে। Zero FIR-এর পিছনে ধারণা হল যে, কোনও বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত অভিযোগ নিবন্ধন করা, বিশেষ করে যেখানে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।

সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া

জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরো 'এনসিআরবি সংকলন অফ ক্রিমিনাল লজ' (*NCRB Sankalan of Criminal Laws*) নামে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনের সংকলন। এটি গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। নতুন আইন সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিতে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ভীষণ কার্যকর।

ডিজিটাল এর পথে !

অভিযোগকারীরা একটি নির্দিষ্ট ই-এফআইআর (E-FIR) পোর্টাল বা পুলিশের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করতে পারেন অথবা যেকোনো ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ/তথ্য পাঠাতে পারেন।

ZERO FIR

- যেখানে অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে মৌখিক বা ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটি মামলা নথিভুক্ত করা পুলিশের জন্য বাধ্যতামূলক, সেই স্থান ঐ থানার আওতাভুক্ত না হলেও তদন্ত শুরু করতে হবে। (ধারা 173 of BNSS)
- একবার ZERO FIR রেজিস্টার হয়ে গেলে, পুলিশ স্টেশন সেই মামলা তদন্তের জন্য ঐ এলাকা যে থানার আওতাভুক্ত সেই পুলিশ স্টেশনে FIR পাঠাতে পারে।

কার্যাবলী

1. আইনি নীতির উপর বিতর্ক

শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন এবং প্রতিটি দলের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 থেকে কোন একটি আইনি নীতি নির্ধারণ করুন (যেমন, সামাজিক ন্যায় বিচার, আইনি সাম্যতা, ইত্যাদি)। দলগুলিকে নীতির সমর্থনে বা নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে যুক্তি প্রস্তুত করতে বলুন। একটি বিতর্ক সভা পরিচালনা করুন যেখানে দলগুলি তাদের যুক্তিগুলি উপস্থাপন করতে এবং গঠনমূলক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

২. কেস স্টাডি বিশ্লেষণ

শিক্ষার্থীদের কেস স্টাডি প্রদান করুন যা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 এ সম্বোধিত বিষয়গুলির উদাহরণ দেয় (যেমন, বৈষম্যতা, ন্যায়বিচারের সুযোগ, ইত্যাদি)। শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয় বিশ্লেষণ করতে বলুন, প্রাসঙ্গিক আইনি নীতিগুলিকে শনাক্ত করতে ও এই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে তার সমাধান বা রায় প্রস্তাব করতে বলুন। শ্রেণীকক্ষে তাদের সিদ্ধান্ত ও রায় নিয়ে আলোচনা করুন।

3. চরিত্রায়নের (রোল প্লে) কার্যাবলী

শিক্ষার্থীদের বিচারক, আইনজীবী, বাদী এবং আসামীদের মতো চরিত্র অর্পণ করুন। তাদের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 এর আওতাভুক্ত এমন একটি আইনি সমস্যা সম্পর্কিত কোন মামলা তাদের প্রদান করুন। শ্রেণীকক্ষে আলোচিত আইনি নীতিগুলির প্রয়োগ করে ও মামলা পদ্ধতি অনুসরন করে শিক্ষার্থীদের একটি নকল বা কৃত্রিম বিচার (mock trial) পরিচালনা করতে বলুন। এরপর, ফলাফল, রায় দান ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করুন।

4. পোষ্টার তৈরী

শিক্ষার্থীদের 3-4 জনের দলে ভাগ করুন এবং তাদের এমন মিথস্ক্রিয়ামুলক (Interactive) পোষ্টার তৈরি করতে বলুন যা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে।

কুইজ

1. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023-এ 'সংহিতা' শব্দটির অর্থ হল:

(a) আইনি রায়

(b) আইন সংহিতা

(c) আইনি পণ্ডিত

(d) আইনি সংস্কার (উত্তরঃ b)

2. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 অনুসারে, কোন নতুন ধরনের শাস্তি সামাজিক দায়িত্ব এবং গোষ্ঠী বা সমাজ সেবার কাজে (community service) অংশগ্রহণ করাতে জোর দেয়?

(a) জরিমানা

(b) কারাবাস

(c) গোষ্ঠী বা সমাজ সেবা ভিত্তিক পরিষেবা

(d) জনসাধারনের কাছে ক্ষমা চাওয়া (উত্তরঃ c)

3. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 অনুসারে, লিঙ্গের সংজ্ঞায় এখন স্পষ্ট ভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

(a) কেবল পুরুষ এবং মহিলা

(b) পুরুষ, মহিলা এবং আন্তঃলিঙ্গ (intersex) ব্যক্তি

(c) পুরুষ, মহিলা এবং ট্রান্সজেন্ডার (transgender) ব্যক্তি

(d) পুরুষ, মহিলা এবং নন-বাইনারি (non-binary) ব্যক্তি (উত্তরঃ c)

4. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023-এর অধীনে Zero FIR বিধান কি অনুমোদন করে?

(a) তদন্ত ছাড়াই অভিযুক্তের তাৎক্ষনিক গ্রেপ্তার

(b) থানার আওতাভুক্ত ক্ষেত্র (jurisdiction) নির্বিশেষে যে কোন থানায় FIR দায়ের

(c) তদন্ত ছাড়াই FIR খারিজ

(d) একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক দ্বারা বিশেষ তদন্ত (উত্তরঃ b)

5. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 অনুসারে, রাষ্ট্রদ্রোহের সংশোধিত সংজ্ঞাতে এখন জোর দেওয়া হয়েছে:

(a) সরকারী নীতির সমালোচনা করা

(b) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সহিংসতার পক্ষ সমর্থন করা

(c) অনুমতি ছাড়া জনসাধারনের প্রতিবাদ করা

(d) জাতীয় প্রতীকের প্রতি অসম্মান (উত্তরঃ b)

আইন এবং আমরা

পর্যালোচনা (Reflection)

এই মডিউলটি পাঠ করার পর, শিক্ষার্থীরা:

(a) নতুন আইন এবং আইনে প্রদত্ত তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন করবে।

(b) সামাজিক রীতি-নীতি এবং আচরন গঠনে আইনের ভূমিকা অন্বেষণ করতে পারবে।

(c) আইন কিভাবে ব্যক্তিগত অধিকার, দায়িত্ব, গোষ্ঠী তথা সামাজের (community) কল্যাণকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারবে।

পিতা-মাতাদের জন্য বার্তা

এই মডিউলটির লক্ষ্য হল নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা ও শিক্ষার্থী সমাজের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া। এই মডিউল থেকে তারা যে জ্ঞানঅর্জন করবে, তা অমুল্য এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই জ্ঞান নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাদের ক্ষমতায়ন করবে। আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অপরাধ, তাদের নিজেদের আইনি অধিকার এবং আইন প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে মৌলিক ধারণার অধিকারী হবে।

তথ্যসূত্র

https://www.azbpartners.com/bank/overview-of-the-bharatiya-nyaya-sanhita-2023-penal-code/

https://www.foxmandal.in/changes-brought-forth-by-the-bharatiya-nyaya-sanhita-2023/

https://www.scconline.com/blog/post/2023/12/31/key-highlights-of-the-three-new-criminal-laws-introduced-in-2023/

https://www.taxmann.com/post/blog/analysis-bharatiya-nyaya-sanhita-bns-an-overview#1

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 2023

মাধ্যমিক স্তরঃ পর্যায় - ২
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

আগস্ট 2024
শ্রাবণ ১৯৪৬

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

প্রকাশনা বিভাগে প্রকাশিত সচিব, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়াদিল্লি 110016 এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত , বি - 3/1, ওখলা শিল্প এলাকা, ফেজ - ২, নয়াদিল্লি 110016

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 সংখ্যক পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক

4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা

5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ

6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা

7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান

8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম

9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া

10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া

11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়

12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)

13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া

14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

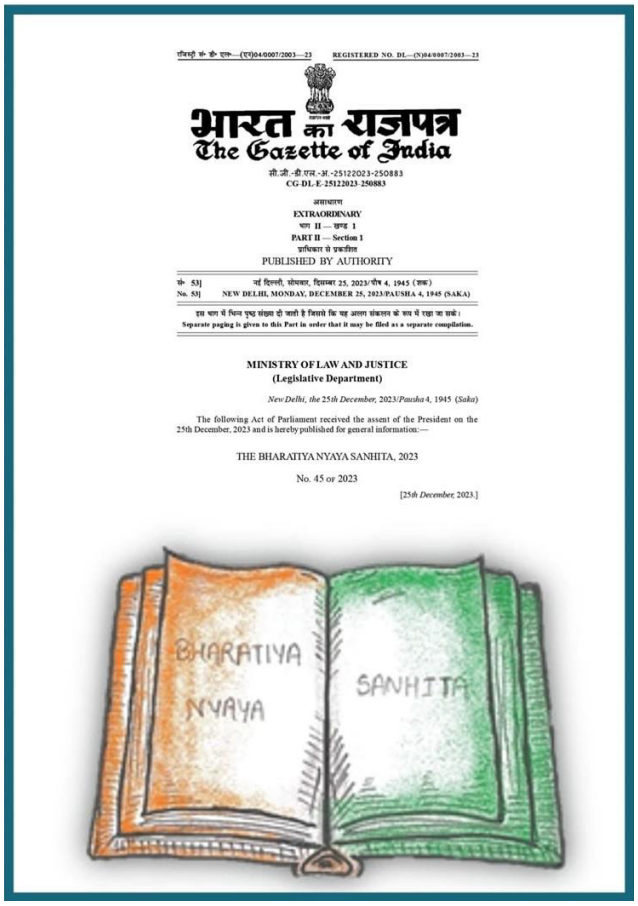

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250883
CG-DL-E-25122023-250883

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 53] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 25th December, 2023/*Pausha* 4, 1945 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

No. 45 OF 2023

[*25th December,* 2023.]

মাধ্যমিক স্তর: পর্যায় 2
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

সকলের জন্য ন্যায় সুনিশ্চিত করা

"কেউ কখনো অন্যায় সহ্য করবে না, সেটা নিজের সঙ্গে হোক বা অন্যের সঙ্গে।"
– মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে

এই কথাটি পড়ে তোমার কী মনে হয়? অবাক হবে শুনে, এই কথা বলা হয়েছিল বহু বছর আগে, যখন আজকের মতো বিশ্বায়ন ছিল না। এই উক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অন্যায় দেখলে চুপ থাকা উচিত নয়। কোন অন্যায় যেহেতু আমাকে প্রভাবিত করছে না সুতরাং আমার চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই এই ধারণা ঠিক নয়। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন কে পরিবর্তনশীল আধুনিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই হতে হবে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু আইন জানলেই হবে না, আমাদেরও সচেতন থাকতে হবে– আমাদের অধিকার, কর্তব্য ও বর্তমান আইন সম্পর্কে। এই অধ্যায়ে নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জানবে, যা তোমাকে দায়িত্বশীল নাগরিক হতে সাহায্য করবে। দেশের নাগরিক হিসেবে আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জানা তোমার কর্তব্য।

শিখন ফলাফল

তোমরা এই অধ্যায়টি পড়ে সক্ষম হবে

- নতুন ফৌজদারি আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে।
- কীভাবে এই আইন সমান সুযোগ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেটা ব্যাখ্যা করতে।
- ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে।
- আইনি সমস্যা চেনা এবং অভিযোগ জানানোর উপায় জানতে।
- নিজের ও অন্যের অধিকার রক্ষার বিষয়টি বুঝতে এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে মৌলিক কর্তব্য পালনে উৎসাহিত হতে।
- বিভিন্ন অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে জানতে।

ভারতে ফৌজদারি আইনের বিবর্তন

ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) তৈরি করেছিল প্রথম ভারতীয় আইন কমিশন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড ম্যাকলে, আর সদস্য ছিলেন মি. নিলিওড, অ্যাডারসন এবং মেলেট। তারা শুধু ব্রিটিশ ও ভারতীয় আইনই দেখেননি, নেপোলিয়নের কোড আর লিভিংস্টনের লুইজিয়ানা কোডও খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। পুরো খসড়া শেষ করেন 1850 সালে। এরপর 1856 সালে এটি আইন পরিষদে তোলা হয় এবং 6th অক্টোবর, 1860-এ অনুমোদন পায়। অবশেষে, 1st জানুয়ারি, 1862 থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধি কার্যকর হয়।

ভারতীয় দণ্ড বিধি আসলে দেশের ফৌজদারি আইনগুলোর সঙ্কেতিকরণ বা কোডিফিকেশন। এটি মূলত অপরাধের সংজ্ঞা ও শাস্তির দিকেই গুরুত্ব দেয়।

এরপর, 1882 সালে একটি অভিন্ন ফৌজদারি কার্য বিধি (Criminal Procedure Code) পাশ হয়। পরে আসে 1898 সালের অভিন্ন ফৌজদারি কার্য বিধি, যেটা অনেকদিন চালু ছিল। এরপর বর্তমান অভিন্ন ফৌজদারি কার্য বিধি 1973 (Criminal Procedure Code, 1973) তৈরি হয়। এই নতুন বিধি 25th জানুয়ারি, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং 1st এপ্রিল, 1974 থেকে কার্যকর হয়।

* https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html

ফৌজদারি আইন ও বিচারব্যবস্থা

ফৌজদারি আইন এমন এক ব্যবস্থা, যা এই নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি – রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভারত যে বিচারব্যবস্থা ব্যবহার করে, সেটিকে বলা হয় প্রতিপক্ষমূলক সাধারণ আইন পদ্ধতি । এই পদ্ধতিটি আমাদের দেশে এসেছে ব্রিটিশ শাসনের সময়। আমাদের বিচার ব্যবস্থার একটি মূল নীতি হলো – যে কেউ কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হলে, তাকে দোষী না ভেবে নির্দোষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যতক্ষণ না আদালতে প্রমাণ হয় যে সে সত্যিই অপরাধ করেছে।
অভিযুক্ত ব্যক্তি চাইলেই কিছু না বলার অধিকার রাখে – তাকে জোর করে উত্তর দিতে বাধ্য করা যায় না।

এই বিচারব্যবস্থার লক্ষ্য হলো –
👉 নির্দোষকে রক্ষা করা এবং
👉 প্রকৃত দোষীকে শাস্তি দেওয়া।

রাষ্ট্র এমন প্রতিপক্ষমূলক আইন তৈরি করে এবং প্রয়োগ করে যার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত প্রতিরোধ স্পৃহা কে রোধ করা - যাতে অপরাধ হওয়ার আগে তা ঠেকানো যায় এবং অপরাধ হলে তার যথাযথ শাস্তি দেওয়া যায়। এর ফলে সমাজে শান্তি, আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।এভাবে রাষ্ট্র নাগরিকের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করে। যখন কোনো মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয় দোষী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা, তার বিরুদ্ধে সঠিকভাবে মামলা করা, এবং যদি সে সত্যি দোষী প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে – শুধু আইন তৈরি করলেই হবে না, সেই আইন কীভাবে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আইন যদি সঠিকভাবে কার্যকর না হয়, তাহলে সে আইনকে কার্যকরী বলা যায় না।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

ভারতীয় দণ্ডবিধি, 1860, যা ব্রিটিশ সরকার প্রণয়ন করেছিল, সেটির পরিবর্তে এখন এসেছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), 2023। এই নতুন আইনটি 25th ডিসেম্বর 2023 তারিখে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে।

এই নতুন আইনটি তৈরি হয়েছে বর্তমান সময়ের অপরাধের ধরন ও প্রযুক্তির নির্ভরতার দিকে নজর রেখে। এখন অনেক অপরাধ আছে (যেমন ডিজিটাল বা সাইবার অপরাধ) যার তদন্তের সময় ও আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিটি ধাপে প্রযুক্তির ব্যবহার দরকার। নব প্রবর্তিত আইন মৌলিক অধিকার গুলি কে রক্ষা করে ।

এই আইনের অন্যতম লক্ষ্য হল – আক্রান্তদের (যাঁরা অপরাধের শিকার) অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া, অর্থাৎ একটি আক্রান্ত-কেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা।

এছাড়াও, নতুন আইনটি:

- পুলিশের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে চায়,
- মানুষের অধিকার রক্ষায় গুরুত্ব দেয়,
- এবং তদন্ত ও প্রমাণ সংগ্রহে স্বচ্ছতা আনার জন্য ই-এফআইআর (অনলাইনে অভিযোগ দায়ের) ও তল্লাশি/বাজেয়াপ্ত করার সময় ভিডিও রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা রাখে।

BNS নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে, সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমানাধিকার ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে।

এই নতুন সংহিতায় কিছু নতুন অপরাধ যোগ করা হয়েছে, আবার পুরনো ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারাও রাখা হয়েছে।

➤ কিছু ঘৃণ্য অপরাধের শাস্তি আরও বাড়ানো হয়েছে।
➤ যেসব অপরাধকে সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছিল, সেগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।
➤ এমন কিছু কাজকে এখন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা ভারতের স্বাধীনতা, ঐক্য ও অখণ্ডতা-র জন্য বিপজ্জনক।

এছাড়াও, নতুন একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে – কমিউনিটি সার্ভিস (সমাজ সেবা) – যা এখন শাস্তির একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো – যেমন:

- ফৌজদারি প্রতারণা,
- জালিয়াতি,
- আর্থিক দুর্নীতি
- অবৈধ বিনিয়োগ বা যোজনা (পঞ্জি স্কিম),
- বড় পরিসরের প্রতারণামূলক মার্কেটিং,
- সাইবার অপরাধ –
  এই ধরনের অপরাধগুলোকে এখন "সংগঠিত অপরাধ" (organized crime) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মানে, এসব অপরাধ করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

নতুন আইন তৈরির কারণ (Rationale)

নতুন ফৌজদারি আইনগুলির লক্ষ্য হলো – প্রযুক্তি ও ফরেনসিক বিজ্ঞানকে আইনের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতের বিচারব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করে তোলা, যেন এটি বিশ্বমানের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

এই নতুন আইনগুলো এমন কিছু নিয়ম তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় কাজ করা সংস্থাগুলোর দায়বদ্ধতা বাড়ানো যায়, তাদের মধ্যে স্বচ্ছতা (openness) এবং নিরপেক্ষতা (impartiality) বজায় রাখা যায়।

---

[1] *https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html*
[2] *https://www.mha.gov.in/sites/default/files/criminal_justice_system.pdf*

এই আইনগুলোর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যেমন :

- নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ,
- নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ,
- সরকারি নথি ও মুদ্রা নিয়ে জালিয়াতি বা কারচুপি।

সব মিলিয়ে, এই নতুন আইনগুলি বিচারব্যবস্থাকে আরও সুশৃঙ্খল, সঠিক এবং আধুনিক করার জন্য তৈরি করা হয়েছে – যাতে সাধারণ মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং অপরাধীদের যথাযথভাবে বিচার ও শাস্তি দেওয়া যায়।

BNS-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ -

- BNS-এ মোট 358 টি ধারা রয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)-তে ছিল 511 টি ধারা।

- একই অপরাধ সংক্রান্ত একাধিক বিধানকে একত্র করে একটি ধারার অধীনে আনা হয়েছে। যেমন:
👉 চুরি হওয়া সম্পত্তি নিয়ে IPC-এর ধারা 410 থেকে 414 পর্যন্ত ছিল, যেগুলিকে BNS-এ একত্র করে ধারা 317-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- সংহিতার ভাষা আগের চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও সরল করা হয়েছে, এবং ঔপনিবেশিক শব্দ ও তথ্যসূত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জানো কি?

আগে, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ-সংক্রান্ত ধারাগুলো ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)-এর বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিল। কিন্তু এখন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), 2023 -এ এই সব অপরাধের সবগুলো বিধান একত্র করে একটি আলাদা অধ্যায়ে রাখা হয়েছে — "অধ্যায় V (Chapter V)"।

- লিঙ্গ (Gender) এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– 'he' শব্দ ও এর থেকে উৎপন্ন শব্দগুলি যে কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, সে পুরুষ, মহিলা বা তৃতীয় লিঙ্গ (transgender) যেই হোক না কেন।
👉 তৃতীয় লিঙ্গের সংজ্ঞা নেওয়া হয়েছে Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019-এর ধারা 2(k) থেকে।

◆ শিশু (Child) বলতে বোঝানো হয়েছে – 18 বছরের নিচে যেকোনো ব্যক্তি।

◆ ভারতের ফৌজদারি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'কমিউনিটি সার্ভিস' বা সামাজিক সেবা-কে শাস্তির একটি রূপ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ধারা 4 অনুযায়ী) । এর পাশাপাশি, অন্যান্য প্রচলিত শাস্তি যেমন– মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (দৃঢ় বা সাধারণ), সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও জরিমানাও থাকবে।
👉 একই সঙ্গে, কারাদণ্ডের মেয়াদ ও জরিমানার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জানো কি?

BNS 2023-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে – ধারা **76** ও **77** অনুযায়ী, যারা অপরাধ করে (অপরাধী), তাদের ক্ষেত্রে পুরুষ, নারী বা তৃতীয় লিঙ্গ – যেই হোক না কেন, সবার জন্য একইভাবে আইন প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, শাস্তির ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গভেদ থাকবে না। একইভাবে, ধারা **141** অনুযায়ী, আক্রান্ত (যিনি অপরাধের শিকার)-র ক্ষেত্রেও লিঙ্গভেদ করা হবে না। নারী, পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গ – যেই হোক না কেন, সবার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

◆ কমিউনিটি সার্ভিস এমন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হতে পারে, যেমনঃ

- সরকারি কর্মচারী অবৈধভাবে ব্যবসায় লিপ্ত হলে,
- কেউ আদালতে হাজিরা না দিলে,
- কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করে যাতে কোনো সরকারি কর্মচারী বাধ্য হয় কাজ বন্ধ করতে,
- Rs. 5000/- টাকার নিচে মূল্যের সম্পত্তি চুরি হলে,
- মদ্যপ অবস্থায় প্রকাশ্যে অশোভন আচরণ করলে,
- কিংবা কেউ মানহানিকর কিছু করলে।

◆ ধারা 69 অনুযায়ী, যদি প্রতারণা বা মিথ্যা বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, তবে তা ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর শাস্তি হতে পারে জরিমানা ও 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড (বিনাশ্রম বা সশ্রম) ।

◆ ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
👉 নারী ও শিশুর প্রতি অপরাধের জন্য 63 থেকে 78 নম্বর ধারা পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় যুক্ত হয়েছে।

◆ শিশুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অপরাধ যেমন– পরিত্যাগ করা, অপহরণ, পতিতাবৃত্তির জন্য কেনা-বেচা ইত্যাদি ধরা হয়েছে ধারা 91-97-এ।

- অস্থাবর সম্পত্তি বলতে এখন শুধু জিনিসপত্র নয়, পেটেন্ট, কপিরাইট ইত্যাদির মতো অদৃশ্য সম্পত্তিকেও বোঝানো হয়েছে।

- অর্থনৈতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে:

  - জালিয়াতি,
  - জাল নোট ও সরকারি স্ট্যাম্প তৈরি,
  - আস্থাভঙ্গ করে প্রতারণা,
  - প্রতারণামূলক বিনিয়োগ পরিকল্পনা,
  - হাওলা লেনদেন ইত্যাদি।

জানো কি?

এখন থেকে, 'ভিক্ষাবৃত্তি' কেবল দারিদ্র্যের কারণে সাহায্য চাওয়া নয় – বরং মানব পাচারের (**human trafficking**) উদ্দেশ্যে শোষণের (**exploitation**) একটি রূপ হিসেবেও বিবেচিত হবে।অর্থাৎ, কাউকে জোর করে বা প্রতারণা করে ভিক্ষা করানো হলে, সেটা এখন থেকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে ধরা হবে।

- গণপিটুনি (মব লিনচিং) – ধারা 101 (2) অনুযায়ী, যদি 05 জন বা তার বেশি ব্যক্তি মিলে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, মতবাদ বা অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করে, তাহলে প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, বা কমপক্ষে 7 বছরের জেল এবং জরিমানা দিতে হবে।

- চতুর্দশ অধ্যায় (Chapter XIV)-এ, জনস্বার্থবিরোধী অপরাধ যেমন:

  - অন্যায্য পাওনার জন্য আদালতের ডিক্রি নেওয়া,
  - অপরাধীদের আশ্রয় দেওয়া,
  - মিথ্যা সাক্ষ্য বা প্রমাণ সৃষ্টি করা – এসবের শাস্তির বিধান রয়েছে।

- পঞ্চদশ অধ্যায় (Chapter XV)-এ, সার্বজনীন স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সৌজন্য ও নৈতিকতা লঙ্ঘনকারী অপরাধ যেমন:

  - গণ উপদ্রব সৃষ্টিকারী কাজ,
  - অসতর্ক বা বিদ্বেষপূর্ণভাবে রোগ ছড়ানো,
  - খাবার বা মাদক দ্রব্যে ভেজাল,
  - বেপরোয়া গাড়ি চালানো ইত্যাদির শাস্তির বিধান আছে।

App to help roll out new criminal laws in capital

Hectic Meetings On With 15,000 Personnel Already Trained

A NEW ORDER TAKES SHAPE

সূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া, 13.06.2024

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ ও সংশ্লিষ্ট শাস্তি (BNS অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	অপরাধ	শাস্তি	BNS ধারা
1.	ধর্ষণ	কমপক্ষে 10 বছরের কারাদণ্ড (যাবজ্জীবন পর্যন্ত হতে পারে) এবং জরিমানা। যদি 18 বছরের কম বয়সী মেয়ে গণ ধর্ষণের শিকার হয় বা পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়, তাহলে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।	ধারা 65-73
2.	প্রতারণার মাধ্যমে নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন	সর্বোচ্চ 10 বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা।	ধারা 69
3.	বহুবিবাহ (একাধিক বিয়ে করা)	সর্বোচ্চ 7 বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা।	ধারা 81
4.	ভারতে থেকে ভারতের বাইরের অপরাধে বা ভারতের বাইরে থেকে ভারতের আভ্যন্তরীণ অপরাধে সহায়তা করে	যদি সহায়তার ফলে অপরাধ সংঘটিত হয় এবং তার জন্য আলাদা শাস্তির কথা সংহিতায় বলা না থাকে, তাহলে মূল অপরাধের শাস্তি অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।	ধারা 47-49
5.	দাঙ্গা	মারাত্মক অস্ত্রসহ দাঙ্গা করলে অথবা এমন কিছু যা মারণাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তা নিয়ে দাঙ্গা করলে সর্বোচ্চ 5 বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি।	ধারা 189
6.	সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ	মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (প্যারোলের সুবিধা ছাড়া) এবং কমপক্ষে 10 লক্ষ টাকা জরিমানা।	ধারা 113
7.	বাবা-মা অথবা অভিভাবক কর্তৃক ১২ বছরের কম বয়সী শিশুকে পরিত্যাগ করা	সর্বোচ্চ 7 বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি।	ধারা 91

8.	শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ	ধারা 95 অনুযায়ী, শিশুদের শোষণ নিষিদ্ধ এবং কেউ যদি শিশুদের অবৈধ কাজে নিয়োগ, যুক্ত বা ব্যবহার করে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তি– কমপক্ষে 3 বছর এবং সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। ধারা 96 – সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। ধারা 97 – সর্বোচ্চ 7 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। ধারা 98 – সর্বোচ্চ 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা। ধারা 99 – সর্বোচ্চ 14 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা।	ধারা 95-99
9.	ভারতের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড (জরিমানা সহ) অথবা সর্বোচ্চ 7 বছরের উভয় প্রকারের যেকোনো রূপ কারাদণ্ড ও জরিমানা, অথবা শুধু জরিমানা।	ধারা 151
10.	ছিনতাই	সর্বোচ্চ 3 বছরের উভয় প্রকারের যেকোনো রূপ কারাদণ্ড এবং জরিমানা।	ধারা 302
11.	আত্মরক্ষার অধিকার	BNS 2023 অনুযায়ী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকৃত।	ধারা 34-44
12.	বেপরোয়া ও অবহেলাজনিত গাড়ি চালানো	সর্বোচ্চ 10 বছরের উভয় প্রকারের যেকোনো রূপ কারাদণ্ড এবং জরিমানা।	ধারা 106

13.	সংগঠিত অপরাধ	সংগঠিত অপরাধ বলতে বোঝায়– এমন কোনো অব্যাহত অবৈধ কার্যকলাপ, যেমন অপহরণ, ডাকাতি, গাড়ি চুরি, চাঁদাবাজি, জমি দখল, চুক্তি অনুযায়ী হত্যা , আর্থিক অপরাধ, সাইবার অপরাধ, মানব পাচার– যা কোনো ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে পরিকল্পিতভাবে চালায়। সংগঠিত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।	ধারা 111

ক্যুইজ

1. ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023-এর লক্ষ্য কী?
(ক) শিক্ষার মান বাড়ানো
(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন
(গ) ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা সংস্কার ও আধুনিকীকরণ
(ঘ)পরিকাঠামো উন্নয়ন

উত্তর: (গ)

2. BNS-এ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কোন ধারায় আছে?
(ক)ধারা 23
(খ)ধারা 113
(গ)ধারা 61
(ঘ)ধারা 69

উত্তর: (খ)

3. কোন আইনে IPC (1973) কে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে?
(ক) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023
(খ) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023
(গ) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 2023
(ঘ) ভারতীয় নাগরিক আইন, 2023

উত্তর: (খ)

4. 'নিজের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার' BNS-এর কোন ধারায় আছে?
(ক)ধারা 37
(খ)ধারা 35
(গ)ধারা 49
(ঘ)ধারা 69

উত্তর: (ক)

5. নতুন ফৌজদারি আইন ভারতে কবে থেকে কার্যকর হয়েছে?
(ক) 1 অক্টোবর 2024
(খ) 1 জুলাই 2024
(গ) 5 সেপ্টেম্বর 2024
(ঘ) 8 নভেম্বর 2024

উত্তর: (খ)

কেস স্টাডি

BNS-এ প্রথমবারের মতো কমিউনিটি সার্ভিসকে শাস্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিশেষত ছোটখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে সমাজসেবা বা কমিউনিটি সার্ভিস এই কারণে আনা যাতে বিশ্বব্যাপী বর্তমান প্রবণতার সাথে একাত্ম হয়ে পুনর্গঠনমূলক ও পুনর্বাসন মূলক বিচার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যায় ।

BNS-এ সংস্কারমূলক, পুনর্বাসনমূলক ও সমাজকেন্দ্রিক বিচারব্যবস্থা - কীভাবে এটি অভিযুক্তের মানসিকতা বদলাতে পারে?

কমিউনিটি সার্ভিস অভিযুক্তকে তার অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ করে তোলে এবং তাকে সমাজের উপকারে কিছু করতে বাধ্য করে। BNS-এ কিছু নির্দিষ্ট ছোটখাটো অপরাধের জন্য কমিউনিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন–

- প্রকাশ্যে বা পাবলিক প্লেসে মদ্যপান (ধারা 355, BNS)
- Rs.5000/- টাকার কম চুরি (ধারা 303, BNS)
- আইনি ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দেওয়ার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা (ধারা 226, BNS)
- মানহানি (ধারা 356, BNS)
- সরকারি কর্মচারীর অবৈধ ব্যবসায় জড়িত থাকা (ধারা 202, BNS)
- ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023-এর ধারা 84 অনুযায়ী ইস্তাহার পেয়ে আদালতে হাজির না হওয়া

ভাবো ও আলোচনা করো

1. কমিউনিটি সার্ভিস কী? তোমার মতে, এটি অভিযুক্তের মানসিকতায় কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে?
2. শ্রেণিতে আলোচনা করো– কমিউনিটি সার্ভিস কীভাবে অভিযুক্তের পুনর্বাসন ও সংশোধনে সাহায্য করতে পারে?
3. সংক্ষেপে লেখো– কোন কোন অপরাধে কমিউনিটি সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে ?

সক্রিয়তা

(ক) সব সম্প্রদায়ের (তাদের সদস্যসংখ্যা কম হলেও) কি সংবিধানে নির্ধারিত সমান অধিকার পাওয়া উচিত?

(খ) অন্যান্য লিঙ্গের অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে তা দেশের লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় কী ভূমিকা রাখে?

ভাবো ও আলোচনা করো

(ক) তোমাদের ক্লাসে একটি আলোচনা বা বিতর্কের আয়োজন করো–
নতুন চালু হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), 2023 নিয়ে আলোচনা করো, এবং কীভাবে এই আইন তোমাদের জীবনে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে মতামত দাও।

(খ) সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে পোস্টার ও বার্তা তৈরি করো–
BNS, 2023-এ ভুক্তভোগীদের (victims) যে অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পোস্টার ও বার্তা তৈরি কর।

(গ) দলগত কার্যক্রম–
লিঙ্গ সমতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত কিছু ছোট ছড়া বা জিঙ্গল লেখো এবং স্কুলে প্রচার করো।

(ঘ) স্কুলে একটি মক লিগ্যাল এইড ক্যাম্প আয়োজন করো–
তোমার বন্ধুদের বিভিন্ন অপরাধ ও তার প্রতিকার বা অভিযোগ জানানোর উপায় সম্পর্কে জানাও।

(ঙ) নিচের প্রদত্ত উদাহরণ অনুযায়ী একটি সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি করো–
নতুন ফৌজদারি আইনের কোনো একটি দিক নিয়ে সংবাদ শিরোনাম ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লেখো।

Source: https://www.thehindu.com/news/national/bar-council-of-delhi-office-bearers-cite-issues-urge-home-minister-to-not-implement-the-new-criminal-laws/article68010251.ece

আরও কিছু তথ্যাবলী !

নতুন আইন প্রণয়নের কারণসমূহ

নতুন আইন প্রণয়নের মূল কারনগুলো হলো আমাদের বিচারব্যবস্থার নানা সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ দূর করা এবং বিচারপ্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করা। নিচে সহজ ভাষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারন তুলে ধরা হলো–

- **আইন ও বিচারপ্রক্রিয়ার জটিলতা:** আগের আইন ও নিয়ম-কানুন এতটাই জটিল ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে নেওয়া ও কাজে লাগানো কঠিন ছিল।
- **বিচারালয়ে মামলার জট:** আদালতে প্রচুর মামলা বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকত, ফলে ন্যায়বিচারে দেরি হত।

- **দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার কম:** আগের আইনে অপরাধীদের শাস্তি হওয়ার হার অনেক কম ছিল, ফলে **অপরাধ দমন কার্যকর হচ্ছিল না। সুতরাং জরিমানা ধার্য করার কাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন জরুরী ছিল।**
- **অপরাধের তুলনায় জরিমানা কম:** অনেক অপরাধের জন্য জরিমানা খুবই কম ছিল, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না।
- **জেলে বিচারাধীন বন্দির সংখ্যা বেশি:** মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক মানুষ বছরের পর বছর বিচারাধীন অবস্থায় জেলে থাকতেন, এতে জেলগুলোতে ভিড় বাড়ত।
- **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কম:** আগের আইন ও বিচারব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কম ছিল, ফলে এর কার্যকারিতা এবং লভ্যতা দুইই বাধাপ্রাপ্ত হতো।
- **তদন্তে দেরি:** তদন্তে দেরি হলে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত এবং মামলার নিষ্পত্তি আরও পিছিয়ে যেত।
- **তদন্ত ও শুনানির জটিলতা:** তদন্ত ও শুনানির পদ্ধতি এতটাই জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী ছিল যে অনেক সময় তা আর কার্যকরী থাকত না,ফলে ন্যায্য বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে যেত।
- **ফরেনসিক প্রমাণের যথাযথ ব্যবহার না হওয়া:** আধুনিক ফরেনসিক প্রযুক্তি ও প্রমাণ যথাযথভাবে কাজে লাগানো হত না, ফলে মামলার সঠিক রায়ে প্রভাব পড়ত।
- **বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিচারপ্রাপ্তিতে দেরি:** সমাজের প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষরা আরও বেশি সমস্যার মুখে পড়তেন কারন বিচার ব্যবস্থা প্রক্রিয়া তাদের কাছে সুগম ছিলনা, ফলে তাদের ন্যায়বিচার পেতে অনেক দেরি হত।

Fig.1: নতুন আইন প্রণয়নের যুক্তিসমূহ

নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে, আমাদের বিচারব্যবস্থা এখন আরও সহজলভ্য, দক্ষ, ন্যায্য ও কার্যকর করার দিকে এগোচ্ছে ।

ভাবনা ও উপলব্ধি

এই অধ্যায় পড়ে তোমরা আইন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে পারবে, যার ফলে নিজের অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে আরও সচেতন হবে।

আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান তোমাদের দেশের নাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত ও সক্ষম করে তুলবে। এর ফলে তোমাদের মধ্যে এক ধরনের আইনি সংস্কৃতি গড়ে উঠবে– যেখানে শুধু নিজে আইন জানবে না, বরং অন্যদের মাঝেও এই আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে তথ্য ছড়িয়ে দিতে পারবে। এছাড়া, এই পাঠ শিক্ষকদের ও শিক্ষার্থীদের সকল লিঙ্গের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে এবং লিঙ্গ-ন্যায়বিচার ও সমতার জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

এভাবেই আমরা সবাই মিলে আরও ন্যায়ভিত্তিক, সমতাভিত্তিক ও সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

অভিভাবকদের জন্য বার্তা

আজকের দিনে প্রযুক্তি, আর্থিক সুযোগ সুবিধা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের সন্তানরা অনেক বেশি ভালো ও খারাপ প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে। বিশেষ করে, শিশুদের মধ্যে সাইবার বুলিং, ডিপফেক, প্রতারণা, ব্ল্যাকমেইল, মাদকাসক্তি ও পাচারের মতো ঘটনা বেড়ে গেছে।

এই কারণে, শিক্ষকদের পাশাপাশি আপনাদের–অভিভাবকদের–ও দায়িত্ব বেড়েছে। আপনাদের উচিত সন্তানদের তাদের অধিকার, নিরাপত্তা, এবং অপরাধ হলে কীভাবে সাহায্য পেতে পারে–এসব বিষয়ে সচেতন করা। নতুন আইনগুলো ভুক্তভোগী বা ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষায় আরও বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে দ্রুত ও কার্যকর বিচার পাওয়া যায়।

Source: https://blog.ipleaders.in/historical-development-criminal-justice-system/

তথ্যসূত্র (References)

- https://bprd.nic.in/uploads/pdf/Women,%20Children%20and%20the%20New%20Criminal%20Laws%20(1).pdf
- https://main.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-Sep-2018.pdf
- https://nishithdesai.com/NewsDetails/13888
- https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/may/doc2024522337701.pdf
- https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html
- https://www.mha.gov.in/sites/default/files/criminal_justice_system.pdf
- https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/forensic-services/revamping-indias-criminaljustice-system-bns-bnss-and-bsb.pdf
- https://www.scconline.com/blog/post/2023/12/31/key-highlights-of-the-three-newcriminal-laws-introduced-in-2023/
- Law Commission Reports
- Navtej Singh Johar v. Union of India judgment
- Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 - Act 45 of 2023

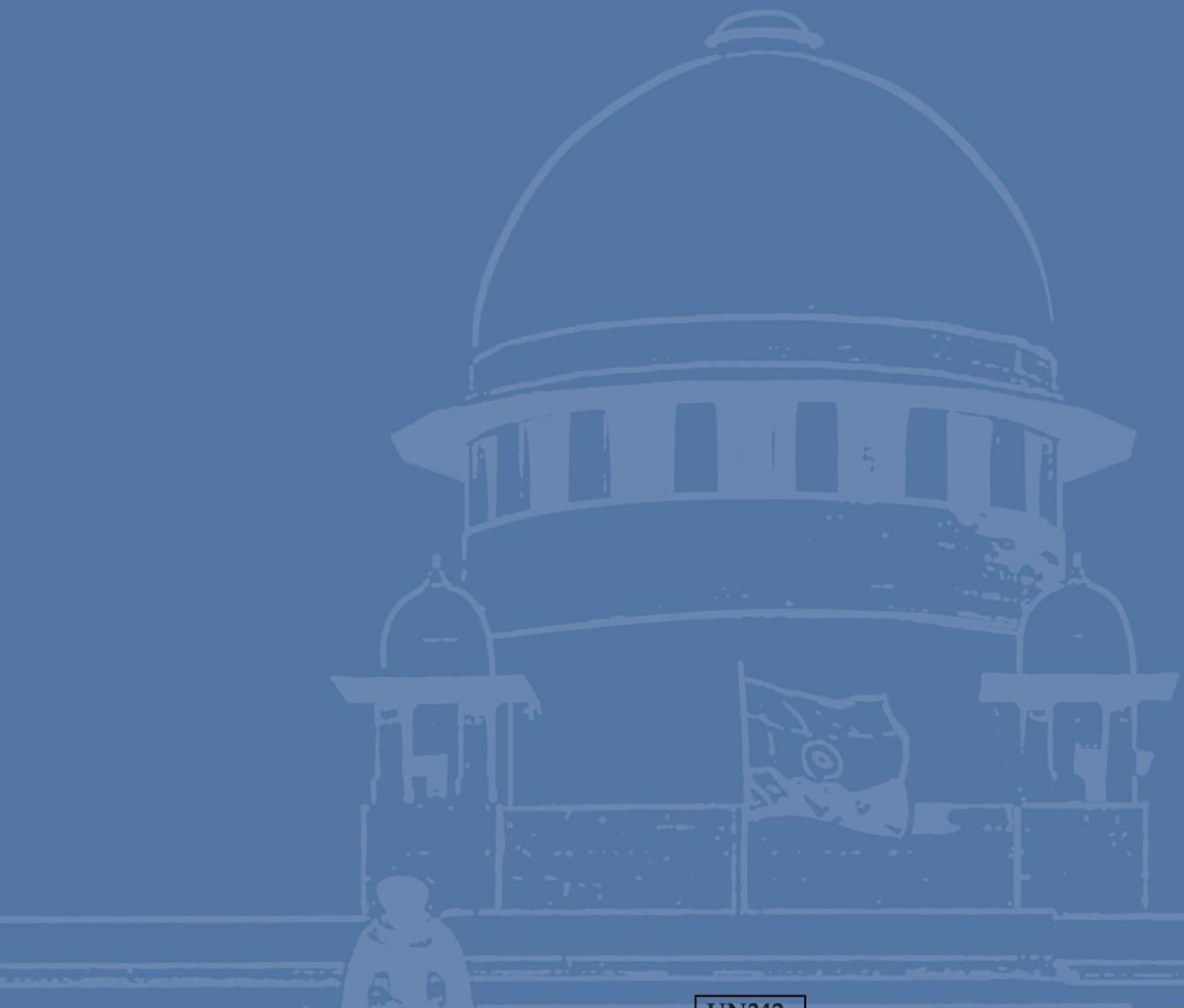

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

সেপ্টেম্বর 2024

কার্তিক ১৯৪৬

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

৮৫.০০

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সচিব কর্তৃক শ্রী অরবিন্দ মার্গ , নয়াদিল্লী - 110016 তে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, বি-3/1, অখলা ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নয়াদিল্লী - 110020 থেকে মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 নং পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক
4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা
5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ
6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা
7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান
8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম
9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া
10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া
11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়
12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)
13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া
14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023

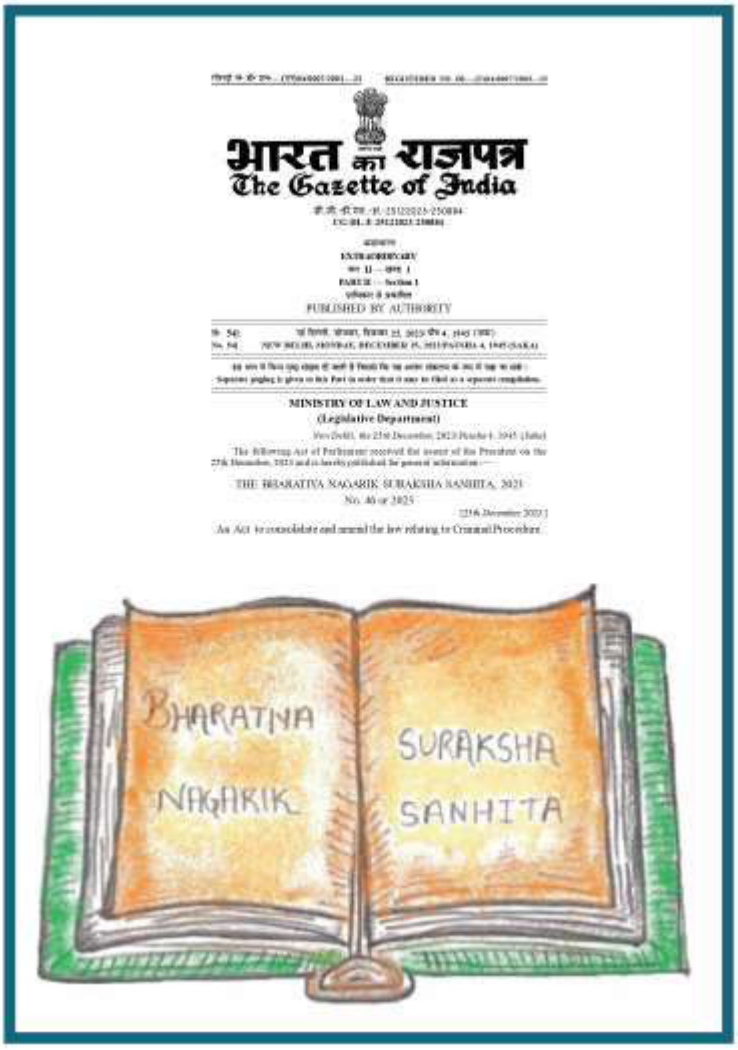

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)- 2023

শিখন ফলাফল :

এই মডিউল টি পড়ার পর শিক্ষার্থী সক্ষম হবে :

- ভারতীও নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) সম্পর্কে বুঝতে
- কিভাবে এটি দেশের নাগরিক দের ক্ষমতায়ন করে তা অন্বেষণ করতে
- সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করণের কার্যপ্রণালী গুলো বিশ্লেষণ করতে
- BNSS সংক্রান্ত আরও তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে
- নতুন ফৌজদারি আইন এর উপর সৃজনশীল উপস্হাপনার উপায় উদ্ভাবন করতে
- এটি কি করে ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক তা তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে

ভূমিকা

শিক্ষার্থী আগের কোনও শ্রেণিতে নিশ্চয়ই গণতন্ত্র সম্পর্কে পড়েছ। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য। মৌলিক অধিকারগুলি আইনি বিচার যোগ্য। মৌলিক কর্তব্যগুলি আইনি বিচার যোগ্য নয়। মৌলিক কর্তব্যগুলি নাগরিকদের সংবিধান মেনে চলতে এবং এর আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্মান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে। আইন হল সরকার কর্তৃক প্রণীত ও প্রয়োগকৃত নিয়মাবলী, যা ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
এটি হল সমাজের রীতিনীতি, প্রথা ও নিয়ম যা সমাজের সকলের মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আইন অপরাধের শিকার হওয়া মানুষকে সুরক্ষা দেয় এবং অপরাধীদের তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তির বিধান করে। আইন মানবাধিকার ন্যায় বিচার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। আইন সংবিধানের প্রস্তাবনার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে। তোমরা নিশ্চয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পড়েছো। এসো, এটি মনে করি।

আইন আমাদের সকল প্রকার বৈষম্য, অবিচার, অসমতা, হিংস্রতা থেকে রক্ষা করে এবং দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) -2023- এই নতুন ফৌজদারি আইন অপরাধেরতদন্ত, অভিযুক্তের গ্রেপ্তার, আদালতের বিচার এবং অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার নতুন ও কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। এটি বাড়ি, পাড়া, বিদ্যালয়, গণপরিবহন, বিভিন্ন বিনোদনের স্থান এবং সাইবারদুনিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘটা অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক।তুমি নিশ্চয়ই সোশ্যাল মিডিয়াতে এসব বিষয়েপড়েছো ও পরিবারের অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করেছো। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তুমি হয়তো কিছু অপরাধের শিকার হয়েছো অথবা অন্যকে শিকার হতে দেখেছো যেমন :

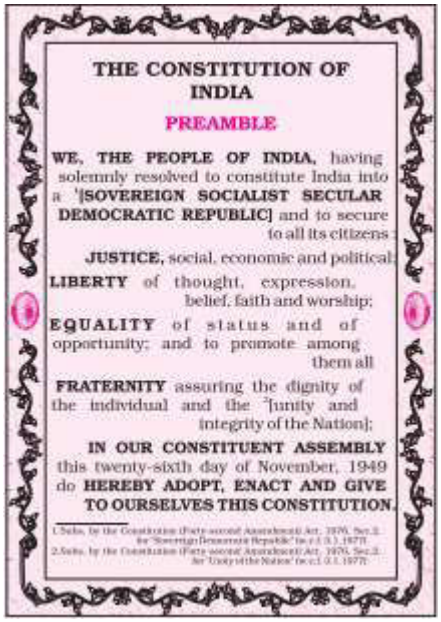
THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

- বুলিং (জোর করে অপমান / হয়রানি করা)
- মূল্যবান জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া
- নানা কারণে ঝগড়া যা মারামারিতে পরিণত হয়
- এছাড়াও ধাক্কাধাক্কি, চুরি, খারাপ ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি।

মনে করার চেষ্টা করো এসব ঘটনা তোমার বিদ্যালয়ে বা আশেপাশে কীভাবে সামলানো হয়। উদাহরণ হিসেবে এখানে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হল যা তোমাদের মনে পড়বে। এর সঙ্গে তুমি আরও ঘটনা যুক্ত করতে পারো। উদাহরণ স্বরূপ:-

- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক /শিক্ষিকা বিষয়টি অন্যান্য শিক্ষক / শিক্ষিকা ও অবিভাবক/ অবিভাবিকাদের সঙ্গে আলোচনা করেন।
- ক্লাস মনিটরের সাহায্যে শিক্ষক / শিক্ষিকারা শ্রেণিতে খারাপ আচরণ ও হিংস্রতা নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন।
- বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিষয়গুলি অভিভাবক- শিক্ষক সভা এবং এই জাতীয় অন্য সভাতে আলোচনা করা হয়।
- হিংস্রতার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শাস্তি দেওয়া হয়।
- বিদ্যালয় শুরুর সময় প্রার্থনা সভাতে ভালো চিন্তা ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের বানী আলোচনা করা হয়।
- শিশুদের দলবদ্ধ ভাবে কাজ করান হয় যাতে তারা একে অপরকে চিনতে ও পরস্পরের কাজের মূল্যায় ন করতে শেখে।

এই নতুন ফৌজদারি আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষে প। তুমি নিশ্চয়ই সংবাদপত্র ও সোশ্যা ল মিডিয়াতে পড়েছো এই আইন দেশের সকল নাগরিকের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক। এটি ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য, স্বচ্ছ ও দ্রুততর করতে চায়।BNSS আইনটি ন্যায়বিচার, পুনর্বাসন/ সংশোধন কে গুরুত্ব দেয় যা আগের ঔপনিবেশিক আইনের চেয়ে আলাদা ,কার ণ আগের আইনে মূলত শাস্তির ওপর জোর দেওয়া হত। আজকের যুগে সংঘটিত নানা অপরাধ যেমন সাইবার অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ, গণপিটুনি ও সংগঠিত অপরাধগুলির মতো বিষয়গুলি প্রতিকারেও BNSS কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

আমরা আমাদের পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে এই আইন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি, যাতে সবাই সচেতন, আত্মবিশ্বাসী, নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। BNSS নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সাহায্য করে।

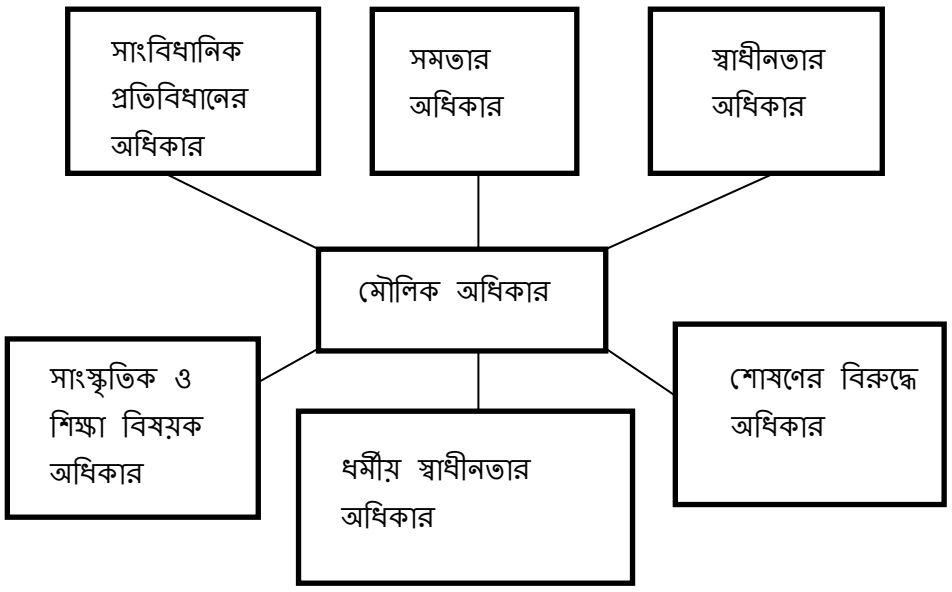

তোমরা কি জানো BNSS এরও ইতিহাস আছে? যদি তোমরা সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হও তাহলে এই বিষয়ে তোমরা আগ্রহী হবে। এই সম্পর্কে আমরা জেনে নিতে পারি।

ফৌজদারি কার্যবিধি (The code of criminal procedure (CrPc)) প্রথম তৈরি হয় 1861 সালে যেখানে ভারতের বিভিন্ন ধরনের আইনি ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানের কথা বলা হয়েছে। এই CrPc আইন পরিবর্তন করে নতুন CrPc আইন আনা হয় 1973 সালে যেখানে অগ্রিম জামিনের মতো নতুন ব্যবস্থা আনা হয়। 2005 সালে সংশোধনীর মাধ্যমে দোষীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচার ও গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি এই বিষয়গুলি যুক্ত করা হয়। 2013 সালে নির্ভয়া কাণ্ডের পরে যৌন হিংস্রতার বিরুদ্ধে কঠোর আইন দ্রুত বিচার ও ভুক্তভোগীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। 2018 সালের সংশোধনীতে যৌন অপরাধের শাস্তি আরও বাড়ানো হয় এবং শিশুদের সুরক্ষায় দ্রুত আদালত (Fast-track courts) চালুর ব্যবস্থা করা হয়।

তোমরা কি জানো কেন এই সংহিতা প্রণীত

এই সংহিতা ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ ও কার্যকারী করতে চালু হয়েছে। এটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহারের মাধ্যমে পুলিশি তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনার বিষয়ে নজর রাখে। এটি সাইবার অপরাধ সন্ত্রাসবাদ , সংগঠিত অপরাধ ইত্যাদি যেগুলি সম্পর্কে তোমরা আগে জেনেছো এটি সেই সব অপরাধ মোকাবিলার জন্য তৈরি । BNSS সময়মত ন্যায়বিচার পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPC) এর উত্তরসূরি BNSS 2023 দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদানের লক্ষ্যে আদালতে পড়ে থাকা মামলা, আইন ব্যাবস্থায় প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার, তদন্তে বিলম্ব হওয়া এই ধরনের সমস্যাগুলিকে কার্যকরী ভাবে মোকাবিলা করে । BNSS সমন্ধে আরো পড়লে জানতে পারবে যে এটি নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের শাস্তি কঠোরতর করেছে। অপরাধ সংক্রান্ত পরিবর্তন আনার জন্য প্রথমবারের মত এটি অগ্রণী পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অপরাধের জন্য শাস্তি না দিয়ে “কমিউনিটি সার্ভিস” বা “ জনসেবা” এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে সংশোধনমূলক প্রক্রিয়া জোরদার হয় এবং ব্যক্তির মনোভাব পরিবর্তন হয়।

সঠিক সময়ে ন্যায়বিচার প্রদানঃ

নতুন আইনে মানহানির মিথ্যা অভিযোগ, আত্মহত্যা চেষ্টার ঘটনা, আদালতের সামনে হাজির না হওয়া, সরকারি কর্মচারীর বেআইনি ব্যবসার মতো অপরাধের ক্ষেত্রে বিকল্প শাস্তি হিসাবে “কমিউনিটি সার্ভিস” চালু করা হয়েছে।

একটি অপরাধের তথ্য ই -মেল (email) এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে।

তদন্তকারী অফিসারকে 90 দিনের মধ্যে ভুক্তভোগীকে অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে।

জিরো (Zero) FIR - এর মাধ্যমে ভুক্তভোগী যেকোনো স্থান থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে অভিযোগ জানাতে পারেন। তিন দিনের মধ্যে স্বাক্ষর করে এটিকে সম্পূর্ণ FIR- এ পরিণত করতে হবে (ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) ধারা 173

তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার সময় পুলিশ অফিসারদের ফোন বা ক্যামেরায় ছবি ও ভিডিও তুলে প্রমাণ রেকর্ড করতে হবে। সবকিছু আইন মোতাবেক হয়েছে কিনা নিশ্চিত করার জন্য ছবিগুলি পরে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে ।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যাক্তির অধিকারঃ

- কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে পুলিশ অফিসারকে তাঁর নাম ও পদমর্যাদা সম্বলিত পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।
- গ্রেপ্তার হওয়া ব্যাক্তির আইনজীবী চাওয়ার অধিকার আছে।
- বিশেষ পরিস্থিতি না হলে একজন মহিলাকে একজন মহিলা পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার করতে পারবেন।
- গুরুতর অপরাধ বা দাগী অপরাধীদের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের সময় হাতকড়া ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- গ্রেপ্তার হওয়া ব্যাক্তিকে জানাতে হবে কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অপরাধ জামিনযোগ্য হলে তার জামিনের অধিকার আছে।
- পুলিশকে গ্রেপ্তারের বিষয় এবং তাকে কোথায় রাখা হয়েছে এই বিষয়ে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির আত্মীয় বা নির্ধারিত ব্যক্তিকে জানাতে হবে।
- গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
- গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি মহিলা হলে মহিলা ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
- পরোয়ানা (Warrant) ছাড়া গ্রেপ্তার হলে গ্রেপ্তারের 24 ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে।

তদন্ত শেষ হলে পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট :

তদন্তকারী অফিসারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট (চার্জশিট) জমা দিতে হবে যাতে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না হয়। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023 বা শিশুদের যৌন নির্যাতন সুরক্ষা আইন (The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012) -এর অধীনে নারী ও শিশুদের উপর সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে তথ্য নথিভুক্ত করার তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। তদন্তরিপোর্টে তদন্তের বিবরণ এবং সংগৃহীত প্রমাণ থাকবে যা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে পাঠানো হবে। এছাড়াও অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও রিপোর্টের একটি কপি দেওয়া হবে, যা তার অধিকার।

সঠিক সময়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পক্রিয়া

এই প্রক্রিয়াটি আমরা একটা কেস স্টাডির (Case Study) মাধ্যমে বুঝে নিই। ধরা যাক 'ক' বাবুর গাড়ী চুরি হয়েছে। এখন তিনি ভুক্তভোগী হিসেবে এই ঘটনাটির বিষয়ে অভিযোগ জানাবেন। এসো আমরা বৈদ্যুতিন পদ্ধতির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করার বিষয়ে পদ্ধতিগুলি দেখে নিই।

- 'ক' বাবু তাঁর গাড়ী চুরির ঘটনা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে অভিযোগ দায়ের করবেন। এজন্য তিনি মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহার করবেন।
- তাঁকে নিশ্চিত করতে হবে যে তথ্যটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। তিনি ভুলবেন না যে তাঁর স্বাক্ষর গুরুত্বপূর্ণ এবং তিন দিনের মধ্যে এই স্বাক্ষর করতে হবে।
- চুরি সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করার পর পুলিশ অফিসার 'ক' বাবুকে বিনামুল্যে FIR-এর একটি কপি দেবেন।
- পুলিশ গাড়ী চুরির FIR নিতে অস্বীকার করলে সেক্ষেত্রে পুলিশ সুপার বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করা যাবে।

কার্যকলাপ (ACTIVITY)
তুমি সচেতন নাগরিক হিসেবে তোমার আশেপাশে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা,2023 (BNSS) বোঝার পথে এগিয়ে চলতে আমরা এবার BNSS এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি জানবো।

মূল বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
বিচারাধীনদের আটক	ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা,2023 (BNSS) অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। (ক) আজীবন কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ। (খ) একাধিক অপরাধে যাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।
স্বাস্থ্য পরীক্ষা	BNSS অনুযায়ী যে কোন পুলিশ অফিসার এই পরীক্ষা চাইতে পারেন।
ফরেনসিক তদন্ত	BNSS অনুযায়ী 7 বছরের বেশি কারাবাসের সাজাযোগ্য অপরাধের ফরেনসিক তদন্ত বাধ্যতামূলক। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞেরা ঘটনা স্থলে গিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করবেন এবং মোবাইল বা অন্য কোন বৈদ্যুতিন যন্ত্রে রেকর্ড করবেন। রাজ্যে ফরেনসিক ব্যবস্থা না থাকলে অন্য রাজ্যের সুবিধা ব্যবহার করা যাবে।

মূল বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
স্বাক্ষর ও আঙ্গুলের ছাপ	BNSS-এ শুধুমাত্র স্বাক্ষর নয় আঙ্গুলের ছাপ ও কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়া যাবে এমনকি যদি কেউ গ্রেপ্তার না হয় তার ক্ষেত্রেও এই নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে।
সাক্ষীর সুরক্ষা	আদালতে মুল্যবান তথ্য দেওয়ার কারনে সাক্ষীরা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিরাপত্তা বা সম্ভাব্য ক্ষতি বা ভীতিপ্রদর্শনের হাত থেকে রক্ষা করতে BNSS " সাক্ষী সুরক্ষা প্রকল্প" চালু করেছে। রাজ্য সরকারকে এই প্রকল্প
দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিস অফিসার	প্রতিটি জেলা ও থানায় সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর (ASI) বা তার বেশি পদমর্যাদার একজন অফিসার দায়িত্বে থাকবেন। তাঁর দায়িত্ব হবে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তথ্য রাখা। এই তথ্য প্রতিটি থানায় ও জেলা সদর দপ্তরে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে, সম্ভব হলে ডিজিটাল মাধ্যমে।
অডিও ভিডিও বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও বৈদ্যুতিন যোগাযোগের সংজ্ঞা	BNSS 2023 - এ কিছু শব্দকে স্পষ্টীকরণ করতে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অডিও ভিডিও বৈদ্যুতিন মাধ্যম বলতে বোঝায় যেকোনো যোগাযোগ স্থাপনের যন্ত্র ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্স, শনাক্তকরণ, তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত, প্রমান রেকর্ডিং , বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য যা রাজ্য সরকারের অধীনে লিপিবদ্ধ থাকবে। বৈদ্যুতিন যোগাযোগ বলতে বোঝায় টেলিফোন, মোবাইল, কম্পিউটার, অডিও ভিত্তিক প্লেয়ার, ক্যামেরা ইত্যাদি বৈদ্যুতিন যন্ত্রের মাধ্যমে লিখিত, মৌখিক, চিত্র বা ভিডিও তথ্য আদান প্রদান।

মূল বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা	BNSS - সব আইনি কার্যক্রম বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পরিচালনার সুযোগ দেওয়া, এতে সমন ও গ্রেপ্তারির পরোয়ানা তৈরি , প্রদান ও কার্যকর করা, অভিযোগকারী ও সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ তদন্ত ও বিচারের প্রমাণ রেকর্ড , আপিল বা অন্যান্য কার্যক্রম বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা বা অডিও ভিডিও সম্বলিত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে করানো যাবে।
বৈদ্যুতিক মাধ্যমের সাহায্যে সমন প্রেরণ	BNSS 2023 অনুসারে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে সাংকেতিক উপায়ে বা যে কোন বৈদ্যুতিন যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাখ্যাকে কাজে লাগিয়ে সমন প্রেরন করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিন সমনের মধ্যে অবশ্যই আদালতের সিলের ছবি আথবা একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকবে যার সাহায্যে সেটির সত্যতা এবং আইনি বৈধতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
	নতুন আইনসমূহ ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা, যথার্থতা ও দায়বদ্ধতার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এটি কোন অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণের অধিকার এবং সম্প্রসারিত তথ্য প্রদানের অধিকার প্রদান করে। এই সমস্ত সংস্কারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চাহিদা এবং অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় তাদের কেন্দ্রীয় ভুমিকাকে স্বীকৃতি দেয় এবং অভূতপূ র্ব অধিকার ও সুযোগ প্রদান করে।

কার্যকলাপ : এখন কিছু আইনি শব্দের অর্থ আলোচনা করা যাক :

ক্রম সংখ্যা	শব্দ	ব্যাখ্যা
1	অপরাধ (offences)	
2	আমলযোগ্য / বিবেচনাযোগ্য(cognisable)	
3	আমল-অযোগ্য / বিবেচনা -অযোগ্য(non-cognisable)	
4	পরোয়ানা (warrant)	
5	জামিনযোগ্য (Bailable)	
6	জামিন-অযোগ্য (Non-bailable)	
7	এফ আই আর (FIR)	
8	জিরো এফ আই আর (Zero FIR)	

এই টেবিলে তোমরা আরও শব্দ যোগ করতে পারো।

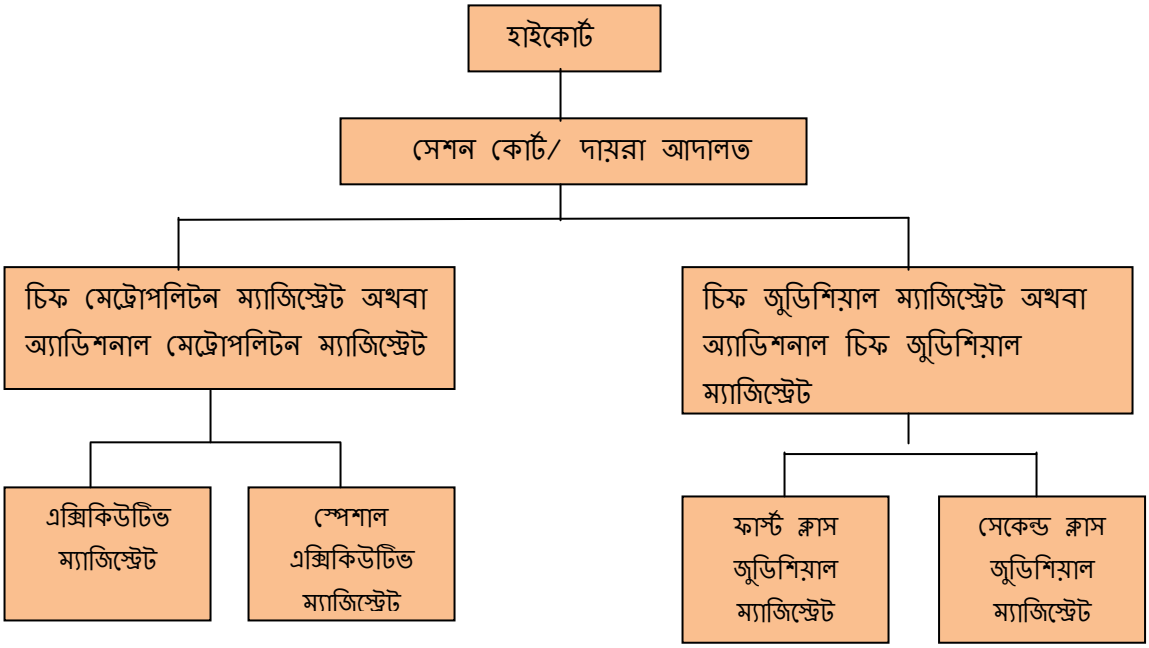

ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আদালতের সোপানসমূহ

কার্যকলাপ

1. আগের পৃষ্ঠার চার্টটি দেখে এবং তোমার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষে নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরের আদালতের কাঠামো সম্পর্কে লেখো।
2. নিম্নলিখিত হাইকোর্টগুলির প্রতিষ্ঠার সাল এবং প্রধান বিচারপতির নাম লেখো।

ক্রম সংখ্যা	হাইকোর্ট	প্রতিষ্ঠার সাল	প্রধান বিচারপতির নাম
1	জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্ট		
2	কলকাতা হাইকোর্ট		
3	দিল্লী হাইকোর্ট		
4	বম্বে হাইকোর্ট		
5	এলাহাবাদ হাইকোর্ট		

কার্যকলাপ : ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিষয়ে চার্ট, পোস্টার ও কোলাজ বানাও

ক্যুইজ

1. ভারতবর্ষে কবে থেকে 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' চালু হয় ?

(a) 11 আগস্ট 2023

(b) 13 সেপ্টেম্বর 2023

(c) 20 ডিসেম্বর 2023

(d) 1 আগস্ট 2023

(উত্তর - c)

2. FIR এর সম্পূর্ণ কথাটি কী ?

(a) Final Investigation Report

(b) First Information Report

(c) Forensic Investigation Report

(d) First Investigation Report

(উত্তর - b)

3. নতুন ফৌজদারি আইনের উদ্দেশ্য কী ?

(a) আরও ভালো শিক্ষা প্রদান করা

(b) জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করা ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা

(c) পরিকাঠামোর উন্নতি করা

(d) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে তুলে ধরা

(উত্তর - b)

4. E - FIR এর সম্পূর্ণ কথাটি হল

(a) Electronic First Information Report

(b) Electronic Forensic Investigation Report

(c) Enhanced First Information Report

(d) Electronic Final Investigation Report

(উত্তর - a)

5. Zero FIR বলতে কী বোঝায় ?

(a) কোন অভিযোগ ছাড়া FIR

(b) কোন অপরাধ ছাড়া FIR

(c) কোন তথ্যপ্রমান ছাড়া FIR

(d) যে কোন থানায় করা যায়, এমন FIR (উত্তর - d)

6. ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা অনুযায়ী বিবেচনাযোগ্য অপরাধ কোনটি ?

(a) কোন পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে, এ ধরনের অপরাধ

(b) কোন পরোয়ানা ছাড়া পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনা, এমন অপরাধ

(c) ভীতি প্রদর্শনমূলক অপরাধ

(d) হিংসাত্মক অপরাধ

(উত্তর - a)

7. ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা অনুযায়ী বিবেচনা অযোগ্য বা আমল-অযোগ্য অপরাধ কোনটি ?

(a) পুলিশের একটি পরোয়ানার প্রয়োজন হয়, এমন অপরাধ

(b) পুলিশের পরোয়ানার প্রয়োজন হয়না, এমন অপরাধ

(c) চুরি সংক্রান্ত অপরাধ

(d) শারীরিক আক্রমণ সংক্রান্ত অপরাধ

(উত্তর - a)

8. পরোয়ানা কী ?

(a) একজন সরকারি আধিকারিক

(b) একটি সরকারি শংসাপত্র

(c) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা একটি লেখ বা আদেশনামা

(d) উকিলের আবেদন

(উত্তর - c)

9. CrPc, 1973 কে কোন নতুন আইনটি প্রতিস্থাপিত করে ?

(a) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা

(b) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা

(c) ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম

(d) ভারতীয় নাগরিক সংহিতা

(উত্তর - b)

10. একটি পরোয়ানাকে কে কার্যকর করতে পারে ?

(a) আইনজীবী

(b) সাংবাদিক

(c) পুলিশ আধিকারিক

(d) যে কোন নাগরিক

(উত্তর - c)

অভিভাবকদের প্রতি বার্তা

একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে নতুন ফৌজদারি আইন বিষয়ে আমাদের নিজেদের আপডেট করা প্রয়োজন। এই আইনগুলি আমাদের আরও ভাল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। আপনাদের সন্তানদের ও প্রতিবেশীদের কাছে আইনগুলি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করুন, যাতে এর মূল বিধানগুলি সম্পর্কে আরও সচেতনতা গড়ে ওঠে। অভিভাবক হিসেবে আমাদের প্রতিরোধমূলক উপায়গুলি নিয়ে ভাবতে হবে। যাতে আমাদের সন্তানরা একটি শান্তিপূর্ণ ও বৈরিতাহীন পরিবেশে বড় হতে পারে। আপনাদের সন্তানের আচরণের ধরণ ও মনোভাবের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

তথ্যসূত্র

গেজেট অফ ইন্ডিয়া, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023, নং 46, 2023, নয়াদিল্লী, ডিসেম্বর

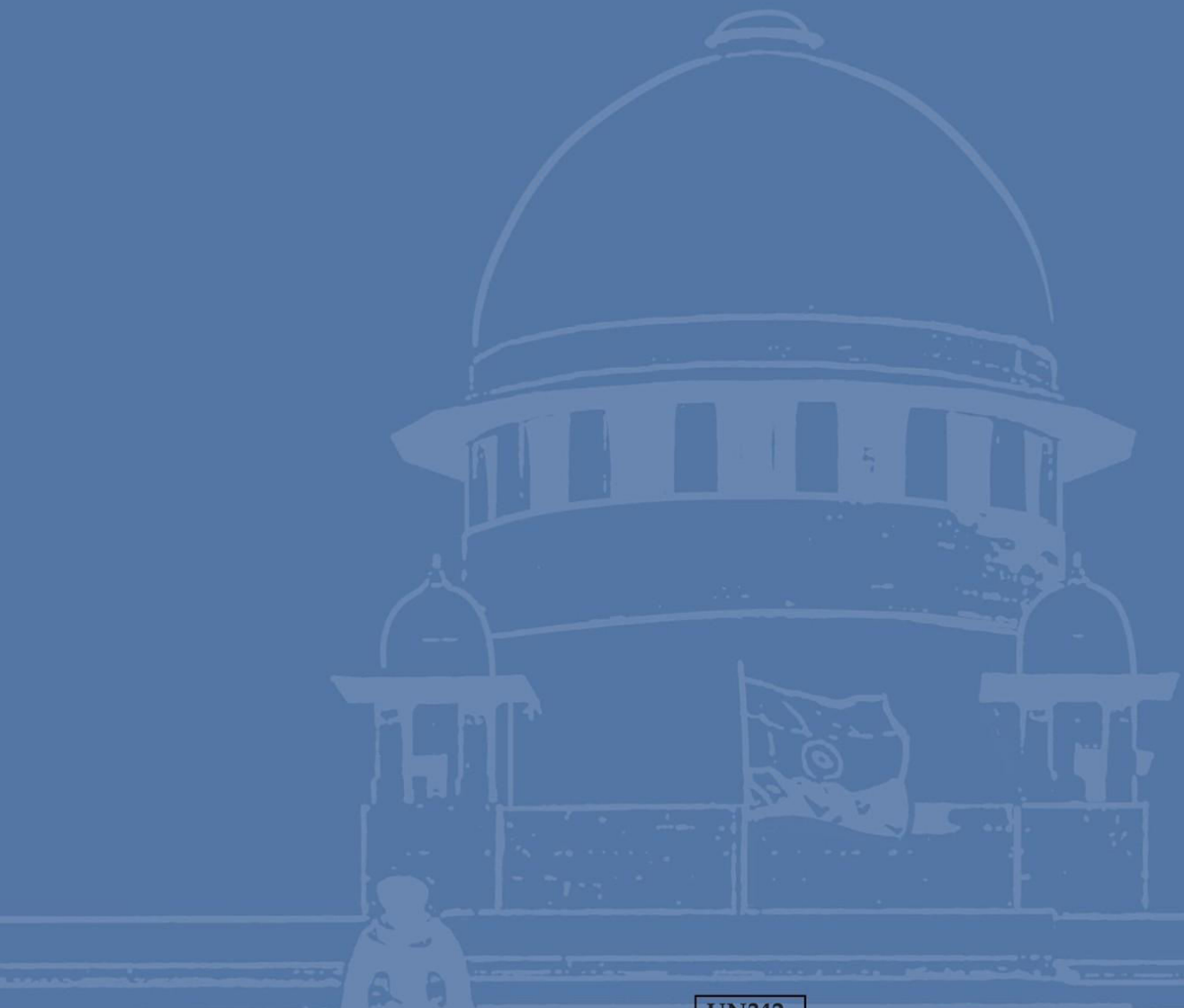

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023

মাধ্যমিক স্তরঃ পর্যায় - 1
ক্লাস - নবম এবং দশম

অক্টোবর২০২৪

কার্তিক ১৯৪৬

©জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ২০২৪

₹১১৫.০০

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সচিব কর্তৃক শ্রী অরবিন্দ মার্গ , নয়াদিল্লী - 110016 তে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, বি -3/1, অখলা ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নয়াদিল্লী - 110020 থেকে মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 নং পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক

3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক

4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা

5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভৌঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ

6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা

7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান

8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম

9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া

10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া

11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়

12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)

13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া

14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023

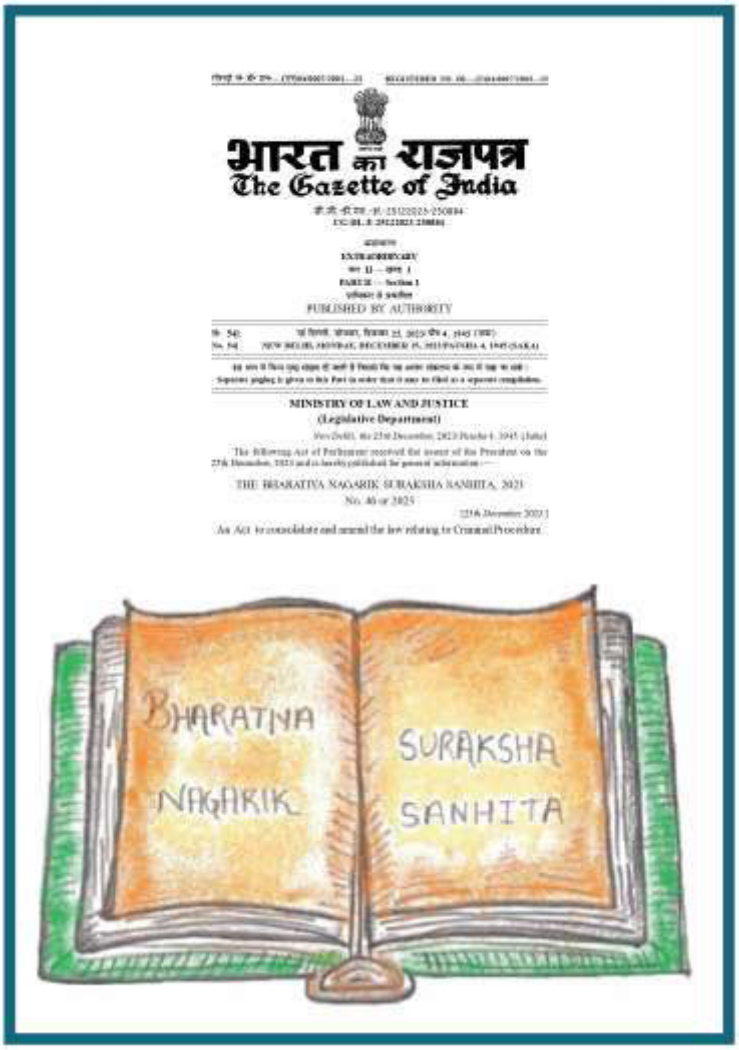

মাধ্যমিক স্তরঃ পর্যায় - ১

ক্লাস - নবম এবং দশম

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)- 2023

শিখন ফলাফল :

এই মডিউল টি পড়ার পর শিক্ষার্থী সক্ষম হবে :

- ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার গুরুত্বাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করতে
- ভারতে নতুন ফৌজদারি বিচারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে
- ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা উপর শিক্ষণ-শিক্ষা উপকরণ তৈরী করতে
- ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা গুরুত্বপূর্ণ উৎস সংগ্রহ এবং শ্রেণিবদ্ধ করতে

ভূমিকা

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS), 2023 - এর উপর এই মডিউলটি শিক্ষা ব্যবস্থার সকল অংশীদারদের BNSS প্রণয়নের উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করবে যা 1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধি (The Criminal Procedure Code, CrPc) প্রতিস্থাপনের জন্য প্রবর্তিত একটি আইনী সংস্কার। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা - এর লক্ষ্য ভারতে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা পরিচালনাকারী পদ্বতিগত আইনগুলিকে আধুনিকীকরণ এবং উন্নত করা এবং সমসাময়িক চাহিদার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলা। BNSS হল একটি পদ্বতিগত আইন যা ভারতে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত এবং বিচারের প্রক্রিয়ার রূপরেখা দেয়। এটি একটি বিস্তৃত আইন যা ফৌজদারি মামলা নিবন্ধনের দিক থেকে আদালাত কর্তৃক রায় প্রদান পর্যন্ত ফৌজদারি কার্যধারার সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে।

যুক্তি সংগত ব্যখ্যা

এই মডিউলের পরে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে যে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) - এর মূল লক্ষ্য হল ফৌজদারি মামলার তদন্ত এবং অপরাধীদের বিচারের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা প্রদান করা এবং অভিযুক্তদের অধিকার সুরক্ষিত করা।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ফৌজদারি অপরাধ তদন্তের জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা রূপরেখা দেয় যার মধ্যে রয়েছে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য, সন্দেহভাজন এবং সাক্ষীদের অধিকার এবং প্রমাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পদ্ধতি। শিক্ষার্থীরা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার নিম্নলিখিত যুক্তি বুঝতে সক্ষম হবেঃ

- সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং দ্রুত তদন্ত ও বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করা। BNSS ফৌজদারি অপরাধের তদন্তের জন্য স্পষ্ট নির্দেশিকা রূপরেখা দেয় যার মধ্যে রয়েছে তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য, সন্দেহভাজন এবং সাক্ষীদের অধিকার এবং প্রমান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পদ্ধতি
- শাস্তির চেয়ে ন্যায়বিচার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা।
- সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা যেমন আইনি সহায়তা প্রদান করা।
- সাইবার অপরাধের মতো নতুন অপরাধ মোকাবেলা করা এবং আদালতের কার্যক্ষমতার মধ্যে বৈদ্যুতিন প্রমান গ্রহনের অনুমতি দেওয়া। এটি বিচার, আপিলের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কা র্যক্রমের জন্য ভিডিও-কনফারেন্সিংয়ের (Video-Conferencing) - অনুমতি প্রদানকে উৎসাহিত করা।
- ঔপনিবেশিক যুগের আইন প্রতিস্থাপন করা।
- অন্যায়কারীদের শাস্তি দেওয়া।
- সমাজে আরও অপরাধ সংঘঠিত হওয়া রোধ করা।
- মানুষের, বিশেষ করে অপরাধীদের আচরণ নিয়ন্ত্রন করা।
- আক্রান্তের জন্য সহায়তা প্রদান করা।
- অপরাধীদের সঠিক পথে নিয়ে আসা এবং পুনর্বাসন দেওয়া।
- সাধারন মানুষের মনে কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত না হওয়ার জন্য নিরুৎসাহিত করা।
- BNSS - এর সবচেয়ে বড় লক্ষ হল বর্তমান ফৌজদারি কার্যবিধি ব্যবস্থার বিদ্যমান ফাঁকফোকরগুলির মাধ্যমে সম্ভাব্য পদ্ধতির অন্যান্য শোষণ থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করা।

তিনটি বিলের (Bills) - এর ধারণ

ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code (IPC) 1860 প্রতিস্থাপিত হয়েছে - ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (দ্বিতীয়) বিল 2023 - এর দ্বারা এতে ৩৫৮ টি ধারা থাকবে, (IPC - র ৫১১ টি ধারার পরিবর্তে)	ফৌজদারি কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure (CrPc) 1973 প্রতিস্থাপিত হয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা (দ্বিতীয়) সংহিতা 2023 ধারা এতে ৫৩১ টি ধারা থাকবে (CrPc - এর ৪৮৪ টি ধারার পরিবর্তে)	ভারতীয় প্রমাণ আইন (Indian Evidence Act) 1872 প্রতিস্থাপিত হয়েছে ভারতীয় সাক্ষ্য (দ্বিতীয়) বিল, 2023 দ্বারা, এতে 190 টি ধারা থাকবে (IEA -এর, ১৬৬ টি ধারার পরিবর্তে)

উৎস: https://www.iasgyan.in/rstv/perspective-special-biggest-reform-in-criminal-laws-a-game-changer

স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals (SDG)

স্থিতিশীল লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে শিক্ষার্থীর কল্যাণ এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ভারত এই লক্ষ্যগুলি আইনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি

- SDG 3: "সকল বয়সের সকলের জন্য সু স্থ জীবন নিশ্চিত করা এবং কল্যাণ প্রচার করা"।

- SDG 4: 'সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গুণ মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং আজীবন শিক্ষার প্রচার করা, মানবাধিকার সম্পর্কে জ্ঞান এবং দক্ষতার গুরুত্ব এবং শান্তি ও অহিংসার সংস্কৃতির প্রচার তুলে ধরা' এবং শিক্ষার্থী লিঙ্গ এবং প্রতিবন্ধ-সংবেদনশীল সুযোগ-সুবিধা এবং সকলের জন্য নিরাপদ , অহিংসা, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকরী শিক্ষার পরিবেশের ব্যবস্থা করা।
- SDG 16: SDG 16, যার লক্ষ্য "স্থিতিশীল উন্নয়েনের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অন্ত র্ভুক্তিমূলক সমাজকে উন্নীত করা, সকলের জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা প্রদান করা এবং সকল স্তরে কার্যকলাপ, জবাবদিহিমূলক এবং অন্ত র্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা"। SDG 16 অর্জনের জন্য বিশ্বব্যাপী ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার ও শক্তিশালীকরনের প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যাতে আয়, লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতা বা অন্য কোনও অবস্থা নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায্য, কার্যকর

  এবং প্রবেশ অধিকারের যোগ্যতা নিশ্চিত করা

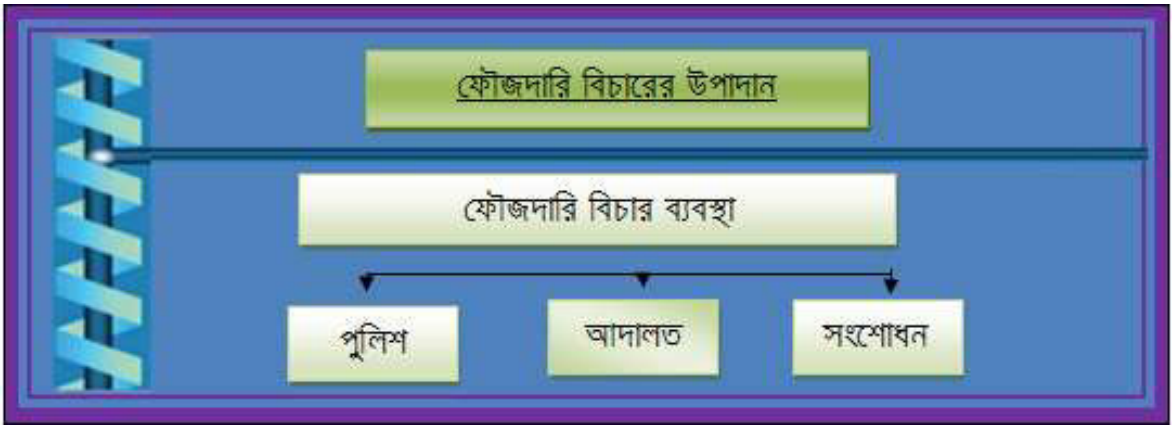

সূত্রঃ https://www.iasexpress.net/criminal-justice-system-india/

ভারতে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রসঙ্গিকতা

- ভারতীয় BNSS - এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ফৌজদারি অপরাধ নিয়ন্ত্রনকারী আইনের অধীনে প্রদত্ত অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার, তদন্ত এবং অপরাধের বিচারের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রন করা।
- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা হল আইন, প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি যা সকল মানুষের অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সাথে সাথে অপরাধ প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং শাস্তি প্রদান করে।
- এর মধ্যে পুলিশ বাহিনী , বিচার বিভাগ, আইনসভা এবং ফরেনসিক এবং তদন্ত সংস্থাগুলির মতো অন্যান্য সহায়ক সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ভারতীয় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার পরে এবং থানায় একটি FIR (First Information Report প্রথম তথ্য প্রতিবেদন) দায়ের করার পরে, বিচারের সাথে জড়িত পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ
  - ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।
  - বাদীপক্ষ প্রমাণ এবং সাক্ষী প্রদান করেন।
  - অভিযুক্তকে তার মামলা উপস্থাপনের সুযোগ দে ওয়া হয় এবং অভিযুক্তের বক্তব্য রেকর্ড করা হয় ।
  - অভিযুক্তের পক্ষ থেকে তার আইনজীবী প্রমাণ প্রদান করেন ।
  - আইনজীবী (বাদী ও বিবাদী) উভয়েই চূড়ান্ত যুক্তি পেশ করেন।
  - সমাপনী এবং চূড়ান্ত যুক্তি উপস্থাপনের পর শেষ ধাপ হল আদালতের রায় , যেখানে অভিযুক্তকে হয় খালাস করে দেওয়া হয় (যদি দোষী সাব্যস্ত না হয়) অথবা দোষী সাব্যস্ত করা হয় (যদি সে দোষী সাব্যস্ত হয়)।

ভারতের বর্তমান ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় নানা বিষয়	
বিষয়গুলি	ফলাফল
মামলার বিচারাধীনতা	ন্যাশানাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিড (National Judicial Data Grid (NJDG) অনুসারে, বিচার বিভাগের বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় আদালতে ৪.৭ কোটিরও বেশি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এর ফলে বিচার প্রদানে বিলম্ব হয়, দ্রুত বিচারের অধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং ব্যবস্থার উপর জনসাধারনের আস্থা নষ্ট হয়।

সম্পদ ও অবকাঠামোর অভাব	ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তহবিল, জনবল এবং সুযোগ-সুবিধা নেই। বিচারক, প্রসিকিউটার, পুলিশকর্মী, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং আইন সহায়তা প্রদানকারী আইনজীবীর অভাব রয়েছে যা ন্যায়বিচার প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে
তদন্ত ও বিচারের খারাপ মান	তদন্ত ও বিচার সংস্থাগুলি প্রায়শই পুঙ্খানুপুঙ্খ , নিরপেক্ষ এবং পেশাদার তদন্ত পরিচালনা করতে ব্যর্থ । তারা রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব, দুর্নীতি এবং জবাবদিহিতার অভাবের সম্মুখীন হয়।
মানবাধিকার লঙ্ঘন	ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা প্রায়শই অভিযুক্ত , ভুক্তভোগী, সাক্ষী এবং অন্যান্য অংশীদারদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত , হেফাজতে নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, অবৈধ আটক, জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি, অন্যায় বিচার ইত্যাদির ঘটনা রয়েছে।
পুরানো আইন ও পদ্ধতি	প্রযুক্তির উত্থান এবং অপরাধের ক্রমবর্ধমান জটিল প্রকৃতির সাথে সাথে, বিদ্যমান আইনগুলি অপরাধ মোকাবিলা করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ,সাইবার অপরাধের জন্য উদীয়মান প্রযুক্তি এবং অপরাধ সংঘটনে তাদের সম্ভাব্য ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে নতুন ব্যবস্থা বিধান করা প্রয়োজন ।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023 (BNSS)- এর প্রস্তাবিত সংস্কারের তাৎপর্যঃ যুক্তি

- এই সংস্কারের লক্ষ্য হল ফৌজদারি আইনগুলিকে আধুনিকীকর ণ এবং সরলীকরণ করা, যা পুরানো এবং জটিল, এই সংস্কার আইনগুলিকে ভারতীয় চেতনা এবং নীতির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে এবং অপরাধ এবং প্রযুক্তির পরিবর্তিত প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করবে ।

- এই সংস্কারগুলি তদন্ত, মামলা মোকদ্দমা এবং বিচারের সময় বৈদ্যুতিন প্রমাণ এবং ফরেনসিকের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
- এই সংস্কার নাগরিকদের সংবিধানিক অধিকার যেমন জীবন, স্বাধীনতা, মর্যাদা, গোপনীয়তা এবং ন্যায্য বিচারের অধিকারের কার্যকর সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

সূত্র: https://www.hindustantimes.com/india-news/understanding-the-significant-changes-in-3-criminal-law-bills-101702407120788.html

পদ্ধতি

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল 2023 - এর আইনী যাত্রা -

- 20 ডিসেম্বর,2023: ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা (দ্বিতীয়) সংহিতা বিল ,2023, লোকসভায় অনুমোদন পায়।
- 21 ডিসেম্বর,2023: ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা (দ্বিতীয়) সংহিতা বিল ,2023, রাজ্যসভায় বাধা দূর করে।
- 25 ডিসেম্বর,2023: ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা (দ্বিতীয়) সংহিতা বিল ,2023, মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় এবং আইনে পরিবর্তন হয়।

ফৌজদারি কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure (CrPc) এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা		
আইনের নাম	ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPc)	ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)
প্রবর্তনের বছর	1973	2023
উদ্দেশ্য	ভারতে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত, গ্রেপ্তার মামলা, বিচার এবং শাস্তির জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো প্রদান করা।	ফৌজদারি কার্যবিধি আধুনিকীকর ণ এবং সহজীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা জোরদার করা এবং আগামীতে অপরাধের মোকাবিলা করা
পরিধি	রাষ্ট্র, ব্যক্তি, সম্পত্তি, সুনাম এবং ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ সহ বিস্তৃত ফৌজদারি অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করে।	ফৌজদারি কার্যবিধি থেকে বেশিরভাগ অপরাধকে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধ এবং হত্যা বা নির্দিষ্ট কারণে একটি গোষ্ঠীর দ্বারা গুরুতর অপরাধের মতো নতুন অপরাধও যুক্ত করা হয়েছে
তদন্ত	পুলিশ প্রাথমিকভাবে তদন্ত পরিচালনার জন্য দায়ী।	গুরুতর অপরাধের জন্য ফরেনসিক তদন্ত বাধ্যতামূলক (৭+ বছরের শাস্তি)

সময়সীমাবদ্ধতা মূলক তদন্ত	তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য কোনও কঠোর সময়সীমা নেই।	সময়মত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং মামলার জট কমাতে তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা প্রবর্তন করা
প্রযুক্তির ব্যবহার	তদন্তে প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সীমিত বিধান	দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি জন্য প্রমান সংগ্রহ, মামলা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল (Digital) তথ্য সংগ্রহে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর জোর দেয়।
সাক্ষী সুরক্ষা	সাক্ষী সুরক্ষার জন্য সীমিত বিধান	সাক্ষীদের নিরাপত্তা ও নিশ্চিত করার জন্য সাক্ষী সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করে, অন্যের থেকে প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করে
আক্রান্তের ক্ষতিপূরণ	আক্রান্তের ক্ষতিপূরণের বিধান বিদ্যমান কিন্তু প্রায়শই অপর্যাপ্ত এবং অসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা হয়।	আক্রান্তের ক্ষতিপূরণ প্রকল্পগুলিকে শক্তিশালী করে এবং তাৎক্ষনিক এবং দীর্ঘ মেয়াদী সহায়তাসহ আরও ব্যাপক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ নিশ্চিত করে।
কিশোর বিচার	কিশোর অপরাধীদের জন্য পৃথক পদ্ধতি বিদ্যমান কিন্তু আধুনিকীকরণের প্রয়োজন	কিশোর অপরাধীদের সাথে সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলিকে সময়োপযোগী এবং শক্তিশালী করে, তাদের অধিকার নিশ্চিত করে এবং শাস্তির পরিবর্তে পুনর্বাসনের উপর মনোযোগ দেয়।

অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য	অপরাধগুলিকে আমলযোগ্য (গুরুতর) এবং আমলযোগ্য নয় (কম গুরুতর) অপরাধে শ্রেণীবদ্ধ করা, প্রাথমিক তদন্তের বিধান, ফৌজদারি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের ভূমিকা ইত্যাদি	নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের উপর নতুন অধ্যায়, বিকল্প শাস্তি হিসেবে গন সেবা, জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহের পরিবর্তে একটি নতুন অপরাধ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাবহার

1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধির উত্তরসূ রী হিসেবে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023 (BNSS)আদালতে বিচারাধীন মামলা, আইনি ব্যবস্থায় প্রযুক্তির সীমিত ব্য বহার, তদন্ত বিলম্ব এবং ফরেনসিক পদ্ধতির অপর্যাপ্ত ব্যবহারের মতো সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করে ন্যায়বিচার সরবরাহ ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করে, এই আইনের দ্বারা আনা পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

- তদন্ত ও বিচারে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং বৈদ্যুতিক উপায়ের ব্যবহার - পুরাতন উপায় থেকে এই পরিবর্তন ফৌজদারি কার্যধারায় বিলম্ব হ্রাস করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- জিরো এফ আই আর (Zero FIR)
- BNSS - এ স্পষ্ট সময়সীমা প্রবর্তন একটি কার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে। এটি বিচার ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছতা, গ্রহনযোগ্যতা এবং ন্যায্যতা বৃদ্ধি করে।
- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা - BNSS এখন নির্বাচন করে যে একজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। এছাড়াও তাদের মামলা-মোকদ্দমা দ্বারা নির্ভরযোগ্য নথি এবং উপকরণ পাওয়ায় অধিকার রয়েছে।
- সাক্ষী সুরক্ষা প্রকল্প
- BNSS ভারতে ফৌজদারি বিষয়গুলির বিচারের জন্য আদালতের একটি শ্রেণিবিন্যাস প্রতিষ্ঠা করে।
- BNSS ধর্ষণ, অ্যাসিড আক্রমণ, সংগঠিত অপরাধ, অর্থনৈতিক অপরাধ এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে বিপন্নকারী কার্যকলাপের মতো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের সময় হাতকড়া পড়ানোর ব্যবস্থা করে।
- ফরেনসিক এবং বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার কার্যধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।
- BNSS কর্তৃপক্ষকে তদন্তের সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল (Digital) তথ্যাদি বা প্রমানাবলীর সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিন যোগাযোগের ডিভাইস (Device) গুলিকে নিজেদের অধিকারে নিতে পারে।
- সমস্ত বিচার, তদন্ত এবং আদালতের কার্যক্রম বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

জিরোএফআইআর (Zero FIR) কি?

BNSS বিশেষভাবে যেকোনো থানায় FIR নথিভুক্ত করার অনুমতি দেয়, যতদূর পর্যন্ত আমলযোগ্য (গুরুতর) অপরাধের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অপরাধটি যে এলাকাতে সংঘঠিত হয়ে থাক না কোনো। এটি বাধ্যতামূলক ভাবে 15 দিনের মধ্যে সেই থানায় স্থানান্তর করা হবে যারএক্তিয়ার মধ্যে অপরাধটি সংঘঠিত হয়েছে।

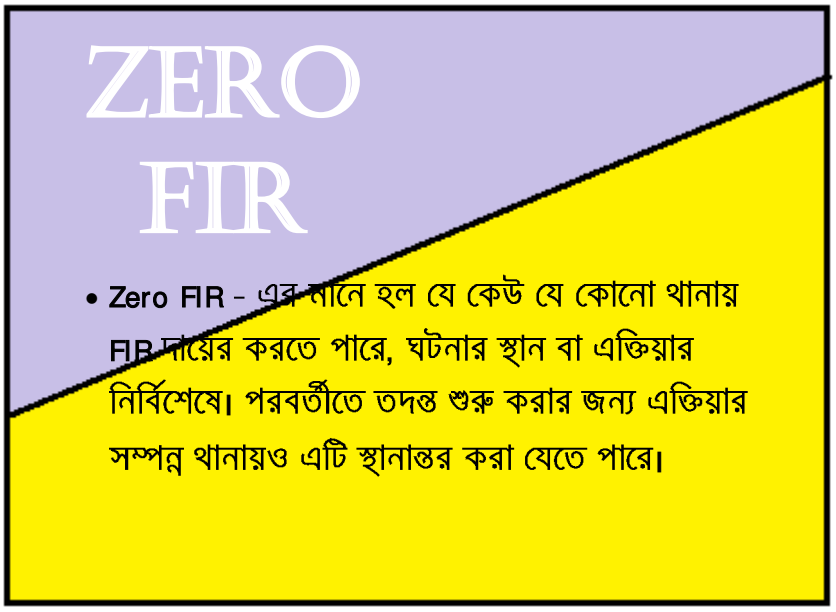

উৎসঃ https://x.com/lawlearners-status/1476057068645748739

এফ আই আর এবং জিরো এফ আই আর - এর মধ্যে পার্থক্য কী?

সাধারণত, অপরাধস্থলের এক্তিয়ার থানায় এফ আই আর দায়ের করতে হয়। তবে জরুরি এবং গুরুতর আমলযোগ্য অপরাধের (যেমন ধর্ষন, খুন ইত্যাদি) ক্ষেত্রে, সময় নষ্ট না করার জন্য, যে কেউ যে কোনো থানায়, যে কোনো এক্তিয়ার নির্বিশেষে, একটি জিরো এফ আই আর নথিভুক্ত করতে পারেন।

1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধি (Code of Criminal Procedure (CrPc) কী ছিল?

CrPc - তে গ্রেপ্তার, মামলা এবং জামিনের পদ্ধতির জন্য ব্যবস্থা করেছিল।1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPc) ছিল ভারতীয় দন্ডবিধি,1860 (IPC) পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি পদ্ধতিগত আইন। এটি অপরাধের তদন্ত; গ্রেপ্তার মামলা এবং জামিনের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতে আইনি ব্যবস্থায় বহুবিধতার সমস্যা সমাধানের জন্য CrPc, প্রথম 1861 সালে পাশ করা হয়েছিল।1973 সালে, আইনটি বাতিল করা হয়েছিল এবং সংশোধিত PC দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।2005 সালে নতুনভাবে পরিমার্জন করার জন্য এদিকে আবার সংশোধন করা হয়েছিল।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) - এর উদ্দেশ্য হল সুশাসন এবং দক্ষ বিচার ব্যবস্থা , নাগরিক কেন্দ্রিক নতুন ফৌজদারি কার্যবিধি, তদন্তে প্রযুক্তি এবং ফরেনসিক বিজ্ঞানের ব্যবহার ,আক্রান্তদের সহায়তার ব্যবস্থা করা এবং মানবাধিকার সুরক্ষা করা।

Curtains on IPC, CrPC as new criminal laws kick in

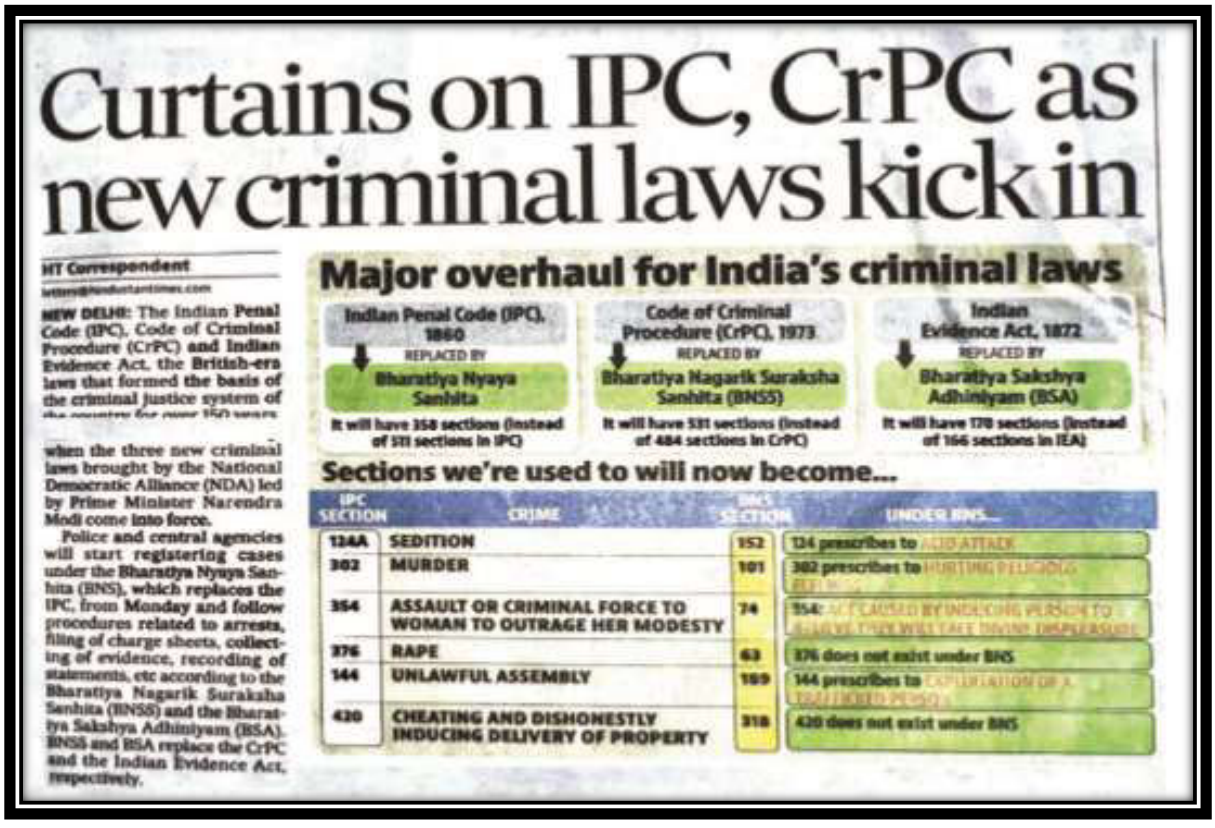

HT Correspondent

NEW DELHI: The Indian Penal Code (IPC), Code of Criminal Procedure (CrPC) and Indian Evidence Act, the British-era laws that formed the basis of the criminal justice system of the country for over 150 years

when the three new criminal laws brought by the National Democratic Alliance (NDA) led by Prime Minister Narendra Modi come into force.

Police and central agencies will start registering cases under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), which replaces the IPC, from Monday and follow procedures related to arrests, filing of charge sheets, collecting of evidence, recording of statements, etc according to the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA). BNSS and BSA replace the CrPC and the Indian Evidence Act, respectively.

Major overhaul for India's criminal laws

Indian Penal Code (IPC), 1860
REPLACED BY
Bharatiya Nyaya Sanhita
It will have 358 sections (instead of 511 sections in IPC)

Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973
REPLACED BY
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS)
It will have 531 sections (instead of 484 sections in CrPC)

Indian Evidence Act, 1872
REPLACED BY
Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA)
It will have 170 sections (instead of 166 sections in IEA)

Sections we're used to will now become...

IPC SECTION	CRIME	BNS SECTION	UNDER BNS...
124A	SEDITION	152	124 prescribes to ACID ATTACK
302	MURDER	101	302 prescribes to HURTING RELIGIOUS FEELINGS
354	ASSAULT OR CRIMINAL FORCE TO WOMAN TO OUTRAGE HER MODESTY	74	354: ACT CAUSED BY INDUCING PERSON TO BELIEVE THEY WILL FACE DIVINE DISPLEASURE
376	RAPE	63	376 does not exist under BNS
144	UNLAWFUL ASSEMBLY	189	144 prescribes to EXPLOITATION OF A TRAFFICKED PERSON
420	CHEATING AND DISHONESTLY INDUCING DELIVERY OF PROPERTY	318	420 does not exist under BNS

উৎসঃ Hindustan Times Newspaper

কার্যকলাপ

1.'অপরাধ' শব্দটির অর্থ কী?

শিক্ষাবিদ্যা: দলগত অনুশীলন

শিক্ষার লক্ষ্য: ফৌজদারি অপরাধ কী?

বিষয়টির উপর শ্রেণিগত আলোচনা - মানুষ কেন অপরাধ করে?

সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে অপরাধকে দন্ডবিধি লঙ্ঘন করে একটি ইতিবাচক বা নেতিবাচক কাজ যা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ব্রিটানিকা অনুসারে, অপরাধকে একটি ইচ্ছাকৃত বেআইনি কাজ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য উভয়ই।এর মধ্যে রয়েছে - হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, জোর পূর্বক অর্থ আদায় ইত্যাদি। বয়স , লিঙ্গ, বর্ণ, শ্রেনি, শিক্ষা, অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, এবং আর্থিক অবস্থা, অক্ষমতা এবং আয়ত্ত অনেক কিছুর মতো নানা পরস্পর সম্পর্কিত দুর্বলতার কারনে অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

উদ্দেশ্য (Objective) হল শিশুদের অপরাধী এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে সমাজকে রক্ষা করার গুরুত্ব বোঝানো এবং নাগরিকদের একটি মর্যাদাপূর্ণ , নিরাপদ এবং সুরক্ষিত জীবনযাপনের অধিকার প্রদান করা।

2. শিক্ষাবিজ্ঞান BNSS - এর উপর দলগত আলোচনা

উদ্দেশ্য:

- BNSS - এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা
- BNSS - এর সাথে CrPc - এর তুলনা করা।
- ভারতে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার উপর BNSS - এর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায় ন করা।
- BNSS - এর বাস্তবায়নের সমস্যা এবং সুযোগগুলি নিয়ে আলোচনা করা।

অংশগ্রহণ কারীরা:

- মডারেটর - আলোচনাকে সহজ করে, এটিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করে এবং এবং সকল অংশগ্রহণকারীর কথা বলার সুযোগ নিশ্চিত করে।
- অংশগ্রহণকারী : সুনির্দিষ্ট আলোচনার জন্য শিক্ষার্থী অথবা অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করা।

গঠন:

মোডারেটরের দ্বারা উপস্থাপিত ভূমিকা (5 মিনিট)

- BNSS এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরন
- দলগত আলোচনার উদ্দেশ্য
- আলোচনার বিন্যাস এবং নিয়মের রূপরেখা।

আইসব্রেকার (Icebreaker) -(5 মিনিট) - প্রতি অংশগ্রহণকারী নিজেদের পরিচয় দেবে এবং BNSS - সম্পর্কে তারা যা জানে বা শুনেছে তার সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করবে।

আলোচনায় মূল বিষয়বস্ত (30-45মিনিট)

বিষয় 1: আধুনিকীকরন এবং প্রাসঙ্গীকতা

- BNSS কীভাবে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরন এ বং প্রাসঙ্গিক করে তোলে CrPcতুলনায়?
- BNSS - সংযুক্ত নতুন বিষয়গুলি কী প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত ?

বিষয় 2: ক্ষতিগ্রস্তের অধিকার ও সুরক্ষাঃ

- BNSS - এর ক্ষতিগ্রস্তের অধিকার ও সুরক্ষায় ব্যপারে নতুন কী কী ধারা যুক্ত হয়েছে ?
- এর সাথে CrPc - এর তুলনা কীভাবে করা যায়? ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানে কি এগুলোকে কার্যকর করা যাবে?

বিষয় 3: প্রযুক্তির ব্যবহার ও তার নির্ভরযোগ্যতাঃ

- BNSS কি প্রক্রিয়াগুলিকে সহজতর করে সাধারন বিচার ব্যবস্থায় বিলম্ব কমায়?
- BNSS - এ প্রযুক্তির ভূমিকা এবং প্রক্রিয়ার দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা কর।

বিষয় 4: দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতা

- আইন প্রয়োগে বৃহত্তর দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য BNSS কী ব্যবস্থা গ্রহন করে?
- ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে কী কী পদক্ষেপ কার্যকর হতে পারে?

বিষয় 5: বাস্তবায়নের সমস্যা

- BNSS - এর বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সমস্যাগুলি কী কী?
- কীভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধানের মাধ্যমে CrPcথেকে BNSS - এ সহজে পরিবর্তিত করা যেতে পারে?
- প্রত্যেকটি গ্রুপ (কম সংখ্যায়) তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করবে এবং প্রধান / মূল বিষয়ে উপর আলোকপাত করবে।
- প্রশ্ন উত্তর ও প্রতিক্রিয়া (প্রত্যেক দল থেকে এবং মোডারেটর থেকে)

ওপেন ফ্লোর আলোচনা (Open Floor Discussion) (10 মিনিট)

অংশগ্রহনকারীরা BNSS সম্পর্কে অতিরিক্ত যে কোনো বিষয়, প্রশ্ন বা চিন্তাভাবনা উত্থাপন করতে পারেন যা মূল বিষয়গুলিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

মোডারেটরের দ্বারা উপসংহার (5 মিনিট)

- আলোচিত মূল বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষিপ্তকরণ।
- কোনো ঐক্যমত বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছানো হয়েছে তা তুলে ধরা ।
- অংশগ্রহনকারীদের BNSS - এর নতুন ধারণা সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করা ।

অনুসৃতআলোচনা

আধুনিকীকরন এবং প্রাসঙ্গিকতা

- BNSS - এ কোন নির্দিষ্ঠ আইন ও পদ্ধতি নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে ?

ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা

শিক্ষার্থীরা কি BNSS - এর মূল পরিবর্তনগুলি শনাক্ত করতে পারে যা ক্ষতিগ্রস্তদের কি BNSS অধিকার বৃদ্ধি করে?

- এই পরিবর্তনগুলি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিজ্ঞতাকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে ?

পদ্ধতিগত দক্ষতা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার

- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় প্রযুক্তি কীভাবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

দায়িত্ববোধ ও স্বচ্ছতা

- আইন প্রয়োগকারি সংস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা কীভাবে এই প্রক্রিয়াগুলি উন্নত করতে পারে ?

বাস্তবায়নের মোকাবিলা

- BNSS সফলভাবে বাস্তবায়নে কী ধরনের প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ প্রয়োজন হবে?

অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তুতি

- BNSS - এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সারসংক্ষেপ এবং CrPc - এর সাথে এর তুলনা করতে হবে।
- উদাহরন বা কেস স্টাডি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যেখানে বিসম্ব বা ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার অভাব গুরুত্বপূর্ন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে
- BNSS বাস্তবায়ন সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রশ্ন বা ধারণা বিবেচনা করতে হবে

এর লক্ষ হল BNSS - এর উপর একটি বিস্তৃত এবং আকর্ষনীয় আলোচনা প্রদান করা যা শিক্ষার্থীদের ভারতীয় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার উপর তাৎপর্য এবং সম্ভাব্য প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে

3. কিশোর ন্যায়বিচার কি? (বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে আইনের সাথে সংঘাতে যাওয়া শিশুদের উপর)

শিক্ষাবিদ্যা: প্রারম্ভিক প্রশ্ন

শিক্ষনের লক্ষ্য: কিশোর ন্যায়বিচারের ধারণা, কেন এবং কীভাবে শিশুদের সাথে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদা করা উচিত তা স্থির করা।

জিজ্ঞাসা - 'শৈশব' বলতে কোন শব্দগুলো মনে আসে?

তাদের তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিক্রিয়াগুলি বোর্ডে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

সাধারন প্রতিক্রিয়া: নির্দোষ, খেলাধুলা, স্বাধীনতা, দুষ্টুমি ইত্যাদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে একটি শিশুর কাছ থেকে প্রত্যাশা প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যাশার মতো নয়।

জিজ্ঞাসা করতে হবে - সে কি আজ এমন কিছু কাজ করেছে যা নিয়ে সে গর্বিত নাও হতে পারে ?

তাদের ভাবতে কয়েক মিনিট সময় দিতে হবে।

দু-একজন অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে বলতে হবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে আমরা সকলেই শিশুর মত ভুল করি, প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে যেগুলির পুনরাবৃত্তি করায় আশা করা হয় না। ভুল করা স্বাভাবিক এবং সম্ভবত কাম্য কারন ভুলগুলি জীবনের শিক্ষা যা আমাদের বেড়ে উঠতে এবং বিকাশে সাহায্য করে।

জিজ্ঞাসা করতে হবে সেই কাজের পরিণতি কী হয়েছিল?

সাধারন প্রতিক্রিয়াগুলি যেমন 'চড় মারা', তিরস্কার, সহায়তা দান ইত্যাদি সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলির তালিকা তৈরি করতে হবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে আমাদের শৈশবের করা ভুলের জন্য জেলে পাঠানো হয় না অথবা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় না। আমাদের দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া দরকার শেখার জন্য , ক্ষমার জন্য, কেবল শিশু হওয়ার কারনে।

জিজ্ঞাসা করতে হবে - শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে কীভাবে আলাদা?

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে শিশুরা মানসিক ও শারীরিক পরিপক্কতা, সীমিত জীবন অভিজ্ঞতা এবং বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদা যদিও আমরা প্রায়শই তাদের ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করতে পারি । প্রতিটি শিশু অনন্য এবং তাদের একটি অনন্য বৃদ্ধি এবং বিকাশের পথ রয়েছে ।

জিজ্ঞাসা করতে হবেপ্রাপ্তবয়স্কদেরথেকে আলাদা হওয়ায় শিশুদের কী কী সুরক্ষা এবং অনাক্রম্যতা (immunities) দেওয়া উচিত?

হাতকড়া বা জেলে না নিয়ে যাওয়া বা মিডিয়াতে কোনও খারাপ প্রচার না করার মত সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলিকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে তাদের বিকাশের সুযোগ বেড়ে ওঠার জন্য একটি অনু কূল পরিবেশ। জাতি গঠনে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম একজন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার থেকে ভালবাসা এবং যত্ন, শোষণ এবং নির্যাতন থেকে সুরক্ষা।

প্রত্যাশিত ফলাফল

মডিউলের শেষে, শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবেঃ

- এই ভারতের ফৌজদারি পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মূলনীতিগুলির পর্যাপ্ত ধারনা প্রদর্শন করতে ।
- বাস্তব জীবনে মামলার প্রাসঙ্গিক আইনগত বিধান এবং আইনি নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগ করতে।
- একটি সুশৃঙ্খল সমাজের সম্পূ র্ণ অস্তিত্ব নির্ভর করে তার ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় সুষ্ঠু এবং দক্ষ কার্যকারিতার উপর। দেশের আইনকে পরিবর্তনশীল সময়ের চাহিদা এবং অপরাধের জটিলতার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

পদের শব্দকোষ

Abbreviation	Full Form
BNSS	Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, 2023
BNS	Bharatiya Nyaya Samhita, 2023
BSA	Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
CrPc	Code of Criminal Procedure
FIR	First Information Report
IEA	Indian Evidence Act
IPC	Indian Penal Code
SC	Supreme Court
HC	High Court
NCERT	National Council of Educational Research and Training
NHRC	National Human Rights Commission
NEP	National Education Policy
SDG	Sustainable Development Goal

অভিভাবকদের জন্য বার্তা

এই মডিউলের উদ্দেশ্য হল অভিভাবক এবং সকল অংশীদারদের এই বিষয়ে সচেতন করা, যে আইনের কাজ হল সমাজে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিশ্চিত করা যে , মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে পারে এবং তাদের নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় BNSS দ্বারা প্রবর্তিত সংস্কারের গুরুত্ব বোঝে।

1. BNSS পুলিশকে একটি ফৌজদারি মামলা তদন্ত করার ক্ষমতা দেয় । তদন্ত BNSS এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় এবং তদন্ত পরিচালনা করার সময় পুলিশকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হয় ।
2. BNSS বিভিন্ন স্তরে, ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে যেমন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দায়রা আদালত এবং হাইকোর্ট। প্রতিটি আদালতের নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার রয়েছে এবং প্রতিক্রিয়ার অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়।
3. BNSS অভিযুক্তদের অধিকার প্রদান করে যেমন আইন প্রতিনিধিত্বের অধিকার , ন্যায্য বিচারের অধিকার এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অধিকার। এই অধিকারগুলি ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ন সুরক্ষা।
4. BNSSফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য পদ্ধতি প্রদান করে। অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় । আদালত কর্তৃক রায় ঘোষনার মাধ্যমে বিচার সম্পন্ন হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

CBSE (2019) Handbook for Teachers. Delhi: Secretary, CBSE.

NCERT (2020) Training and Resource Material. New Delhi: Secretary, NCERT.
https://prsindia.org/billtrack/the-bharatiya-nagarik-suraksha-second-sanhita-2023

The Code of Criminal procedure, 1973.

The Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2005.

AIR 1997 SC 610, D.K. Basu v. State of West Bengal, Supreme Court, December 18, 1996, 1979 AIR 1360, HussainaraKhatoon v. State of Bihar, Supreme Court, February 12, 1979.

Report No. 78, Law Commission of India, 1979.

Report No. 273, Law Commission of India, 2017.

Report No. 247, 'the BharatiyaNagarikSurakshaSanhita', Standing Committee on Home

Affairs,November10, 2023.

'Guidelines regarding Arrest', National Human Rights Commission.

PressInformationBureau,PressReleasefromtheMinistryofHomeAffairs,Dated-20-10-2023.

Availableat:https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1988913
http://www.scconline.com/DocumentLink/4ZL1JBY1

Criminal Manual, First Edition 2024, Eastern Book Company.

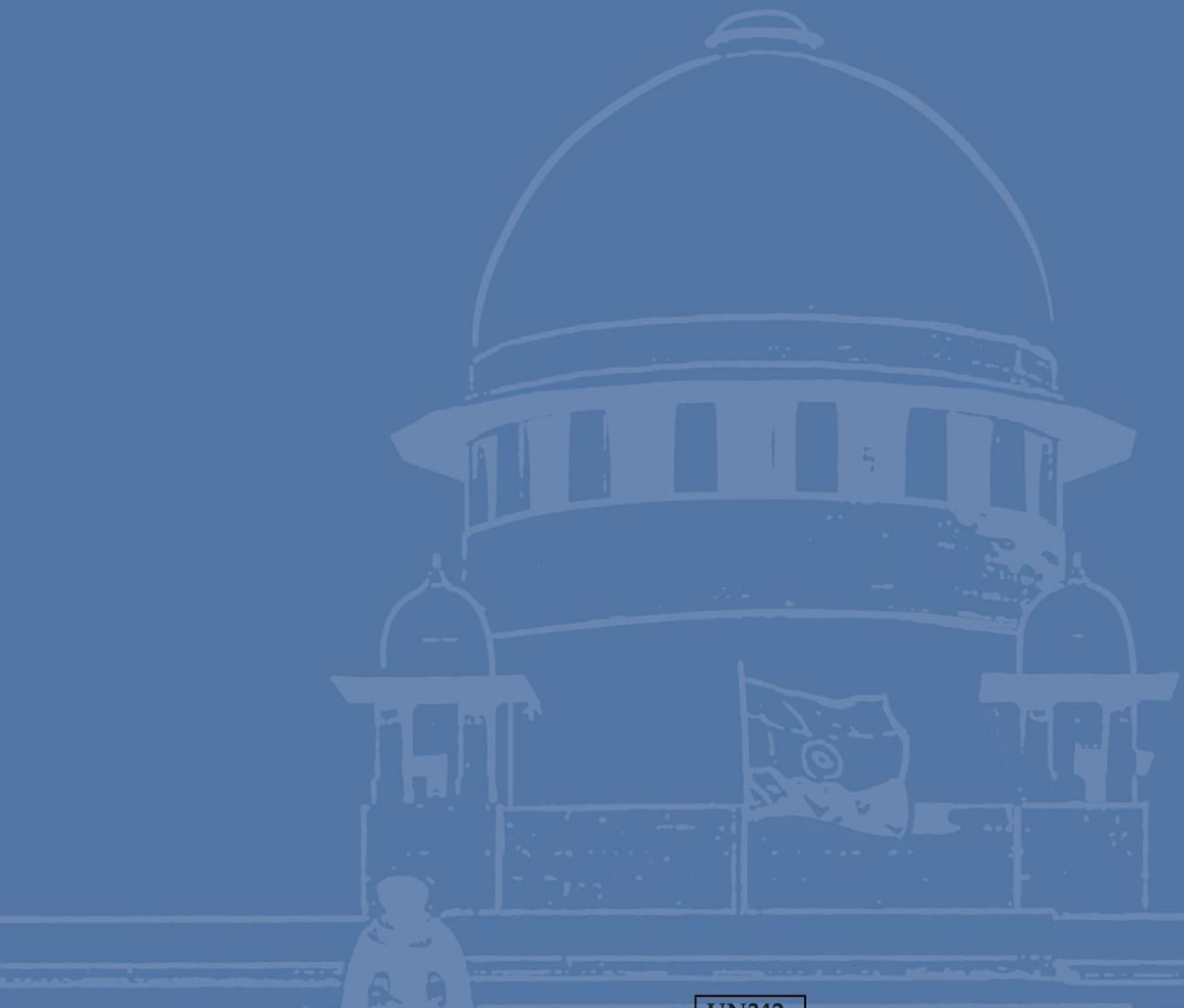

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023

মাধ্যমিক স্তর ; পর্যায় 2
শ্রেণি ; একাদশ এবং দ্বাদশ

আগস্ট 2024

অক্টোবর 1946

© জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, 2024

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সচিব কর্তৃক শ্রী অরবিন্দ মার্গ , নয়াদিল্লী - 110016 তে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, বি -3/1, অখলা ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নয়াদিল্লী - 110020 থেকে মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 নং পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক
4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা
5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ
6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা
7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান
8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম
9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া
10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া
11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়
12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)
13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া
14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা , 2023

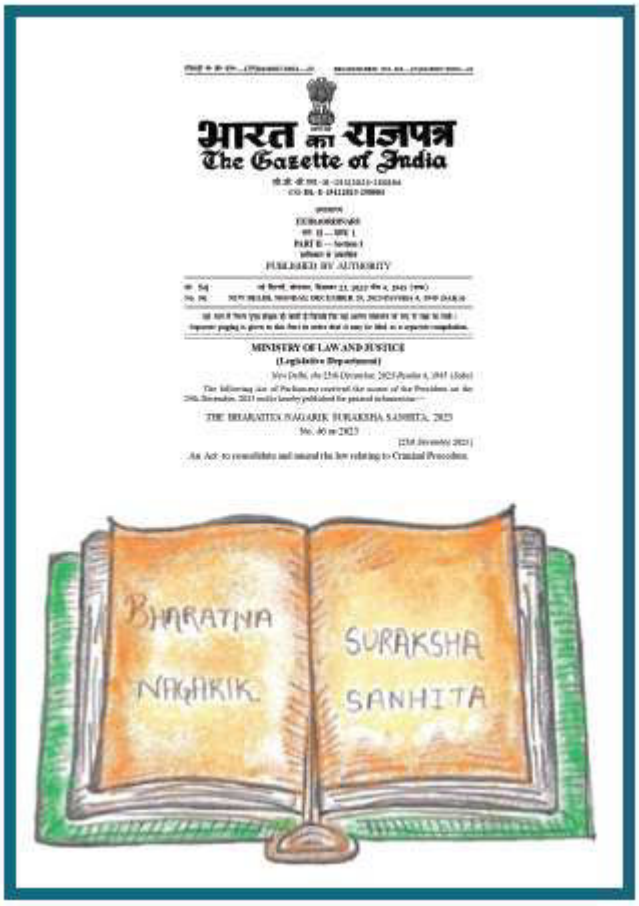

মাধ্যমিক স্তর : পর্যায় 2

শ্রেণি: একাদশ এবং দ্বাদশ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

নাগরিকদের ক্ষমতায়ন

এমন একটি পৃথিবী কল্পনা কর যেখানে নারী ও মেয়েরা নিগ্রহ ও উৎপীড়নের থেকে ভয়মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, গুরুত্বপূর্ণভাবে, যেখানে ন্যায়বিচার কোনো দূরাগত স্বপ্ন নয় বরঞ্চ সময়োচিত বাস্তবতা ; যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাম্য হল প্রথা। যা প্রয়োজন তা হল আশার আলো, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি এবং ন্যায়বিচারের দিশা। এমন কোনো আইন আছে কি যা এই গভীরভাবে প্রোথিত সমস্যাগুলিকে সম্বোধন করতে পারে যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজের উদ্বেগের কারণ ? তোমরা কি কোথাও এই ধরণের কোনো আইন সম্পর্কে পড়েছ? চল, আমরা সেই আশা ও বিশ্বাস রাখি যে এই ধরনের আইন প্রত্যেক নারী ও মেয়ে যে স্বাধীনতা ও সুরক্ষার অধিকারী সেই সংক্রান্ত সমস্ত আশঙ্কাকে সম্বোধন করবে। চলো আমরা এই মডিউলটিকে খুঁটিয়ে দেখি এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023 [**Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023**] সম্পর্কে আরও জানতে এখানে প্রদত্ত কার্যাবলীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি।

শিখন ফলাফল

এই নথিটিকে খুঁটিয়ে পড়ার পর, শিক্ষার্থী সক্ষম হবে-

- BNSS 2023 এবং তার প্রধান বৈশিষ্টাবলী বুঝতে।
- 1973 এর ফৌজদারি প্রক্রিয়া সংহিতার সাথে BNSS 2023-'র তুলনা ও পার্থক্যকীকরণ করতে।
- লিঙ্গ সংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে সংহিতাকে বিশ্লেষণ করতে।
- নাগরিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উপর সমর্পিত পদ্ধতিগত কাঠামোকে পরীক্ষা করতে।

ভারত সরকার সাম্প্রতিককালে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS), 2023 জারি করেছিল। এই সংহিতা সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের প্রতি দায়বদ্ধতাকে কার্যকরী করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও, এটি দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য সমতা ও বন্ধুত্বকে সুনিশ্চিত করতেও সহায়তা করবে।এই সংহিতা ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক কর্তব্যগুলির প্রচারেও সহায়তা করবে। মহিলাদের জন্য অমর্যাদাকর প্রথাগুলিকে পরিত্যাগ করে; ধার্মিক, ভাষাগত এবং ক্ষেত্রীয় ও শ্রেণীগত বিবিধতাকে পেরিয়ে, ভারতের আপামর জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের ভাবনা ছড়িয়ে দিতে এটি সহায়তা করবে।

চিত্র 1: ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, (BNSS), 2023 নতুন কি রয়েছে ?

ন্যায়শাস্ত্রের ক্ষেত্রে, ভারতে আইনপ্রণালীতে এটি একটি বড় সংস্কার। এটি ,মূলতঃ ভারতীয় ফৌজদারী আইন ব্যবস্থাকে সহজসাধ্য ও আধুনিক করতে এবং সমকালীন সমাজের প্রতি অধিক প্রতিক্রিয়াশীল করতে চেষ্টা করে।

এই সংহিতা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ কেননা এটি ঔপনিবেশিক প্রভাবকে কাটাতে চেষ্টা করে এবং সামাজিক আদান-প্রদানের বিভিন্ন ক্ষেত্র যথা পরিবার, সার্বজনিক স্থান, বিদ্যালয়গুলিতে ঘটে যাওয়া সমস্ত রকমের অপরাধকে কমাতে আইনকে নিবারক হিসাবে তৈরি করে। ফৌজদারী মামলায় প্রযুক্তির ব্যবহারে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থাকে শক্ত করতে এবং আইনি প্রক্রিগুলির সরলীকরণে BNSS সহায়তা কর। এই সংহিতা অভিযুক্তের অধিকারকে রক্ষা করতে চায়, যথা নির্দোষতার অনুমান এবং আইনি প্রতিনিধিত্বের অধিকার। এছাড়াও ক্ষতিপূরণ, এক ছাদের সঙ্কটকেন্দ্র, নিরাপত্তা আধিকারীক, পরামর্শদাতা, এবং আশ্রয়স্থলের মাধ্যমে পুনর্বাসনে BNSS গুরুত্ব আরোপ করে।

চিত্র ২: আন্তবিষয় পরিপ্রেক্ষিতে BNSS

BNSS- 2023 - এর বিবর্তন

- BNSS ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিকে (CrPC) প্রতিস্থাপন করে।

- ভারতে আইনি ব্যবস্থার বহুত্বের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮৬১ সালে প্রথমবার CrPC অনুমোদিত হয়। ১৯৭৩ সালে, পূর্বতন আইনটি বর্তমান CrPC দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন পরিবর্তন যথা, আগাম জামিন, প্রভৃতি, চালু করা হয়। ২০০৫ সালে আবেদনের দরকষাকষি (plea bargaining) এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের অধিকারের ব্যবস্থা, এই জাতীয় পরিবর্তনগুলি যোগ করার জন্য এটি সংশোধন করা হয়েছিল। নির্ভয়া মামলা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, ২০১৩ সালের সংশোধনী, যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইন প্রবর্তন করে, বিচারের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা উন্নত করে। ২০১৮ সালের সংশোধনীটি যৌন অপরাধের জন্য শাস্তি বৃদ্ধি এবং শিশুদের সুরক্ষার জন্য ব্যপক ব্যবস্থাপনা আন্তর্ভুক্ত করে এই বিধানগুলিকে আরও শক্তিশালী করেছে, যার মধ্যে এই ধরনের মামলাগুলির জন্য দ্রুত রায়দানের আদালত (Fast-Track Courts) তৈরী রয়েছে।

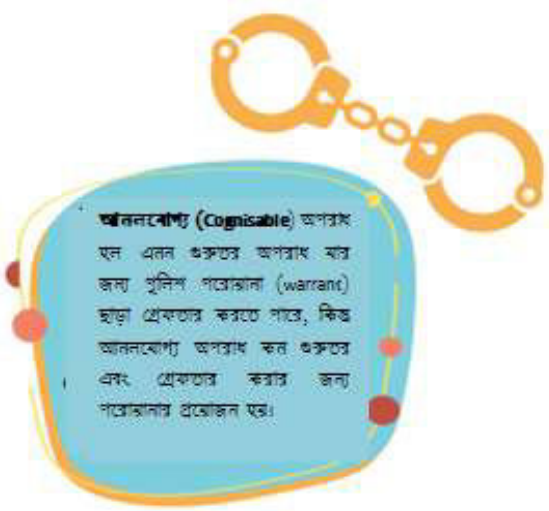

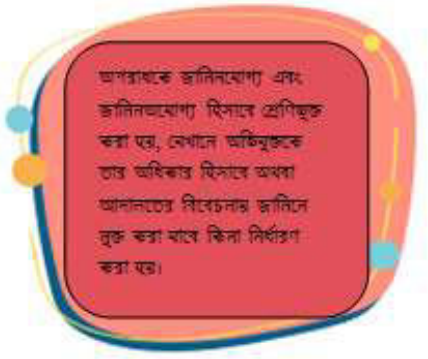

- BNSS হল ভারতে মূল ফৌজদারি আইনের প্রশাসন পদ্ধতির প্রধান আইন।
- BNSS CrPc র বিধানগুলিকে অনেকাংশেই সংরক্ষন করে, যদিও, এর লক্ষ্য হল ফৌজদারি প্রক্রিয়া সহজ করা, বিচারের সময়কাল হ্রাস করা, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য সময়সীমা বাস্তবায়ন করা, ইত্যাদি।
- এটির মধ্যে অপরাধগুলিকে আলাদা করার ব্যবস্থা আছে যথা বিবেচনাযোগ্য (cognizable) এবং বিবেচনা অযোগ্য (non cognizable)। উপরন্তু, অপরাধের প্রকৃতি যথা, জামিনযোগ্য এবং জামিন অযোগ্য।

যুক্তি

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষনায় বলা হয়েছে যে এই সংহিতা এমন প্রক্রিয়াগুলির প্রবর্তন করে যা নাগরিকদের স্বার্থকে বিবেচনা করে যারা পরিস্থিতির বৈচিত্রের কারনে
অপরাধের শিকার হয় যা কিনা ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা কে প্রভাবিত করে। এই সংহিতা উপস্থাপনের কারন হল সময়মতো ন্যায়বিচার প্রদান
করা যাকে বিলম্বিত বা অস্বীকৃত করা না যেতে পারে। এই প্রেক্ষিতে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে প্রেক্ষাপট হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

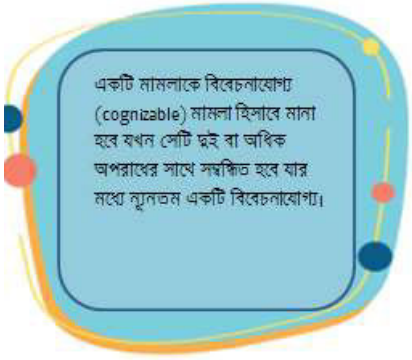

BNSS- এর মূখ্য বৈশিষ্ট্যাবলী

ক্রমিক নং	BNSS
1 বিচারাধীনের আটকাদেশ 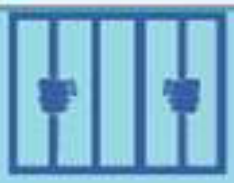	BNSS যোগ করেছে যে এই বিধানটি নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে না (ক) যাবজ্জীবন কারাদন্ডযোগ্য অপরাধসমূহ। (খ) যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের মামলা বিচারাধীন আছে।
2 ডাক্তারি পরীক্ষা	শর্ত দেয় যে যে কোনও পুলিশ আধিকারীক এই ধরনের পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
3 ফরেন্সিক তদন্ত	ন্যূনতম ৭ বছরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে BNSS ফরেনসিক তদন্তের নিদান দেয়। ফরেন্সিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে এবং সেই প্রক্রিয়াটি মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো বৈদ্যুতিন যন্ত্রে রেকর্ড করতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা অপরাধ স্থল পরিদর্শন করবেন।
4 হস্তাক্ষর এবং আঙুলের ছাপ	BNSS এটিকে প্রসারিত করে আঙুলের চাপ এবং কণ্ঠস্বরের নমুনা অর্ন্তভুক্ত করার জন্য; এটি এই নমুনাগুলিকে এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করার অনুমতি দেয় যাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

ক্রমিক নং	BNSS
5 সাক্ষীদের সুরক্ষা	সাক্ষীরা ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা আদালতকে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি বা ভয়ভীতি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য, BNSS একটি সাক্ষ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (Witness Protection Scheme) চালু করেছে। রাজ্য সরকারগুলিকে এই প্রকল্পের খসড়া তৈরি এবং তা অবহিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
6 মনোনীত পুলিশ আধিকারিক	প্রতিটি জেলা এবং থানায় ন্যূনতম উপ-পরিদর্শক পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিককে নিযুক্ত করা হবে। তাদের দায়িত্ব হবে গ্রেপ্তার হওয়া সকল ব্যক্তির নাম, ঠিকানা এবং অভিযোগের নথি রাখা। এই তথ্য সমস্ত পুলিশ থানা এবং জেলা সদরদফতরে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে, সম্ভবত ডিজিটাল মাধ্যমে।
7 অডিও-ভিডিও ইলেকট্রনিক মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক সঞ্চালের সংজ্ঞাসমূহ	নির্দিষ্ট কিছু শব্দ স্পষ্ট করার জন্য ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)-2023 এ নতুন সংজ্ঞা চালু করা হয়েছে। অডিও-ভিডিও ইলেকট্রনিক মাধ্যম এখন ইলেকট্রনিক যোগাযোগের প্রেরণ, এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য রাজ্য সরকারের নিয়ম দ্বারা চিহ্নিত ভিডিও কনফারেন্সিং, রেকর্ডিং পদ্ধতিগুলি যথা- সনাক্তকরণ, অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্তকরণ বা প্রমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে।
8 বিচার এবং কার্যধারা ইলেকট্রনিক প্রণালীতে আয়োজন করতে হবে	BNSS সমস্ত আইনি কার্যধারাকে ইলেকট্রনিকভাবে সঞ্চালিত করতে সক্ষম করে। এর মধ্যে রয়েছে সমন ও আদেশ জারি করা, পেশ করা, এবং সম্পাদন করা, অভিযোগকারী এবং সাক্ষীদের পরীক্ষা, তদন্ত ও বিচারের তথ্য সংরক্ষণ করা, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা অডিও-ভিডিও মাধ্যম উত্তরবিচারকারী (appellate) বা অন্যান্য কার্যধারাকে সম্পাদন করা।

S. No.	BNSS
9 সমনের ইলেকট্রনিক পেশ	ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)-2023 এর অধীনে, সমন ইলেকট্রনিক ভাবে পেশ করা যেতে পারে, হয় গুপ্তলিখন (ENCRYPTED) রূপে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সঞ্চালন পদ্ধতিতে। বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আইনি বৈধতা সুনিশ্চিত করতে, ইলেকট্রনিক সমনে বিচারালয়ের সীলমোহর বা ডিজিটাল সই অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
10 ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ	নতুন আইনগুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ বিচারব্যবস্থার দক্ষতা, সমতা, এবং দায়িত্ব বাড়ানোর উপর প্রবল জোর দেয়। অংশগ্রহণের অধিকার এবং তথ্যের বর্ধিত অধিকার প্রদান করে, এটি ফৌজদারী কার্যধারায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় অংশীদার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই সংস্কারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় অংশীদার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই সংস্কারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চাহিদা ও অধিকার ও সুযোগ সহ ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় চরিত্রে পরিণত হতে পারে।

BNSS- এর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিসমূহ

ক একটি অপরাধের তথ্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে BNSS একটি স্বীকৃত অপরাধের (একটি গুরুতর অপরাধ যার উপর পুলিশ কোনো আদেশ ছাড়াই কাজ করতে পারে) তথ্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানোর অনুমতি দেয়।

এখানে বলা হল যে এটি কিভাবে কাজ করেঃ

- ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তথ্য জমা: একটি অপরাধের বিষয়ে তথ্য পুলিশের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (যেমন ফোন বা ওয়েবসাইট) পাঠানো যেতে পারে।
- স্বাক্ষর : তথ্য যেখানে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়, সেটিকে ৩ দিনের মধ্যে সই করতে হবে।
- FIR - এর অনুলিপি (copy) : তথ্য নিবন্ধনের (reporting) পর, পুলিশ তথ্যদাতা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে FIR- 'র একটি অনুলিপি বিনামূল্যে প্রদান করবে।
- মহিলাদের জন্য বিশেষ মামলা : যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন মহিলা পুলিশ আধিকারিক বা যেকোনো মহিলা আধিকারিককে বয়ান নথিভুক্ত করতে হবে।
- পুলিশ প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে নালিশ : FIR নথিভুক্ত করতে একজন পুলিশ আধিকারিক অস্বীকার করলে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন করা যেতে পারে।

বেআইনী আটক রুখতে পুলিশ আধিকারিকদের গ্রেফতারিকৃত ব্যক্তিকে 24 ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে।

খ শূন্য FIR (জিরো FIR) :-

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বা BNSS এর অধীনে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার আছে আইনী সহায়তা পাওয়ার। এটি সুনিশ্চিত করে একটি নিরপেক্ষ বিচার।

একটি শূন্য FIR (জিরো FIR) হল সেই FIR যেটি অপরাধ সংঘটনের নির্দিষ্ট এলাকা নির্বিশেষে যে কোন পুলিশ স্টেশনে নথীভুক্ত করা যায়। এটি তারপরে অপরাধ সংঘটন ক্ষেত্রের বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ স্টেশনে স্থানান্তরিত করা হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের খবর পাওয়ার পর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে শূন্য FIR নথীভুক্ত করবেন। এটি সুনিশ্চিত করে যে তদন্ত প্রক্রিয়া বিলম্ব না করে শুরু হতে পারে।

গ ক্ষতিগ্রস্ত (ভিকটিম) কে তদন্তের অগ্রগতির প্রতিবেদন বা রিপোর্ট দেওয়া।

BNSS এর অধীনে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ না হয় তাহলে অভিযুক্ত বেল পাওয়ার অধিকারী হবে।

ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023 (BNSS-2023) অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থদের অধিকার আছে তাঁদের কেসের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত থাকার।

এর মধ্যে আছে প্রথম FIR নথীভুক্ত হওয়ার দিন থেকে 90 দিনের মধ্যে কেসের অগ্রগতির সমন্ধে একটি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট পাওয়ার অধিকার। এই রিপোর্টের মধ্যে থাকবে তদন্তের সমন্ধে তথ্যসমূহ, গ্রেফতারির তথ্য এবং অপরাধমূলক ঘটনা বা কেস সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অগ্রগতিমূলক বিবরণ। স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য এবং আইনি প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থদের বিশ্বাসকে সুনিশ্চিত করার জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের অবহিত রাখা প্রয়োজনীয়।

ঘ পুলিশের দ্বারা অনুসন্ধান এবং আটক-

BNSS অনুসারে যৌন অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থদের পরিচিতি গোপন রাখতে হয় যাতে দাগিয়ে দেওয়া না হয়।

BNSS এর অধীনে যখন পুলিশ অনুসন্ধান করেন অথবা কোনকিছুকে প্রামাণ্য রূপে গ্রহণ করেন তখন তাঁদের এটির ভিডিও রাখতে হয় এবং তাঁদের ফোন বা ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি তুলতে হয়।এর দ্বারা সুনিশ্চিত হয় যে প্রতিটি বিষয় ঠিকঠাকভাবে করা হচ্ছে এবং কোন কিছুই অলক্ষ্যে থেকে যাচ্ছে না। এই সমস্ত নথী বা রেকর্ডিং এবং ফোটো তারপরে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে যাচাই করার জন্য পাঠানো হয় এবং নিশ্চিত করা হয় যে প্রত্যেকটি বিষয় আইনানুযায়ী করা হয়েছে।

৪ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা,2023

ঙ গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির অধিকারসমূহ:-

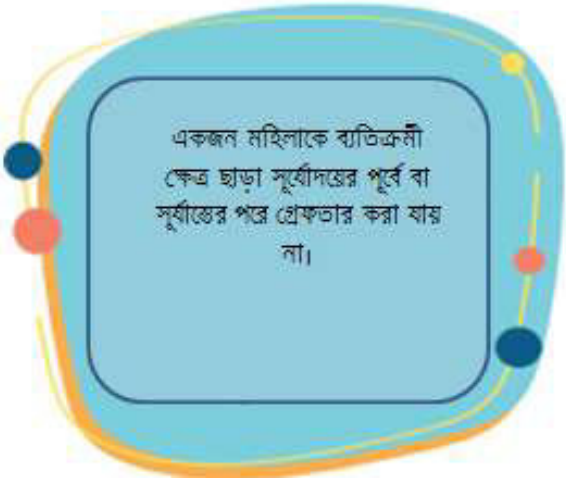

- গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির অধিকারসমূহকে BNSS প্রসারিত করে। নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ BNSS প্রদান করেছে:-

- যখন একজন পুলিশ কর্মকর্তা কাউকে গ্রেফতার করেন তখন তাঁর কাছে একটি পরিচয় পত্র থাকবে যার মধ্যে লেখা থাকবে তাঁর নাম এবং পদমর্যাদা।
- যাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর অধিকার আছে একজন উকিলকে পাওয়ার জন্য অনুরোধ করার।
- অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে একজন মহিলা পুলিশ অফিসারই একজন মহিলাকে গ্রেফতার করবেন।
- নিয়মিত অপরাধী বা গুরুতর অপরাধীদের গ্রেফতার করার সময় হাতে শিকল (হ্যান্ডকাফ) পরানো যেতে পারে।
- গ্রেফতার করা ব্যক্তিকে বলতে হবে কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হচ্ছে আর তাঁকে জানাতে হবে যে তাঁর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে তিনি বেল পেতে পারেন।
- গ্রেফতার করা ব্যক্তির মনোনীত কোন ব্যক্তিকে বা আত্মীয়কে পুলিশ গ্রেফতারী এবং কোথায় ঐ ব্যক্তিকে রাখা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন।
- গ্রেফতার করা ব্যক্তিকে একজন চিকিৎসা -বিভাগের প্রতিনিধিকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে।
- যদি গ্রেফতার করা ব্যক্তি একজন মহিলা হন তাহলে চিকিৎসা -বিভাগের মহিলা প্রতিনিধিকে দিয়ে ঐ মহিলাকে পরীক্ষা করাতে হবে।
- যদি সমন ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা হয় তাহলে তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 24 ঘন্টার মধ্যে উপস্থিত করাতে হবে।

চ তদন্ত শেষ হবার পর পুলিশ কর্মকর্তার (অফিসার) প্রতিবেদন (রিপোর্ট/চার্জশীট/চালান):-

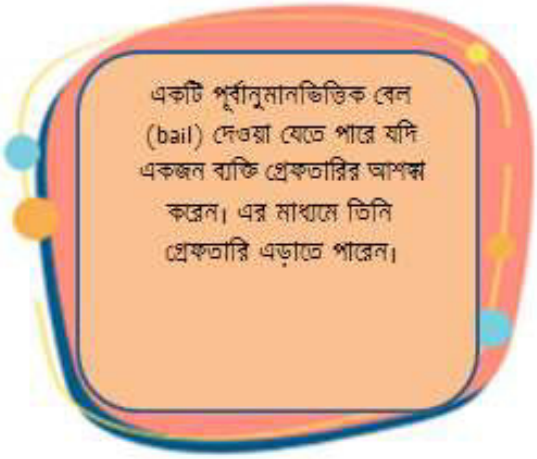

একটি অপরাধমূলক ঘটনার তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তাকে তাঁর তদন্তের প্রতিবেদন (রিপোর্ট) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেশ করতে হবে; এক্ষেত্রে কোন অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব যাতে না হয় সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023 অথবা যৌন অপরাধ থেকে শিশু সুরক্ষা আইন-2012 (প্রোটেকশন অফ চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট 2012) অনুযায়ী মেয়েদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধ নথীভুক্ত করার 60 দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পূর্ণ করতে হবে। এই রিপোর্ট বা প্রতিবেদনের মধ্যে তদন্ত কিভাবে করা হয়েছে, কী কী প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে এবং পুলিশ কর্মকর্তার কাছে প্রেরিত হয়েছে সবকিছুই অনুপুঙ্খভাবে লিখিত থাকবে। উপরন্তু প্রতিবেদন বা রিপোর্টের একটি অনুলিপি অভিযুক্তকে দিতে হবে, এটি তাঁর অধিকার।

ফৌজদারী অপরাধের ন্যায় বিচারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্হাপনা

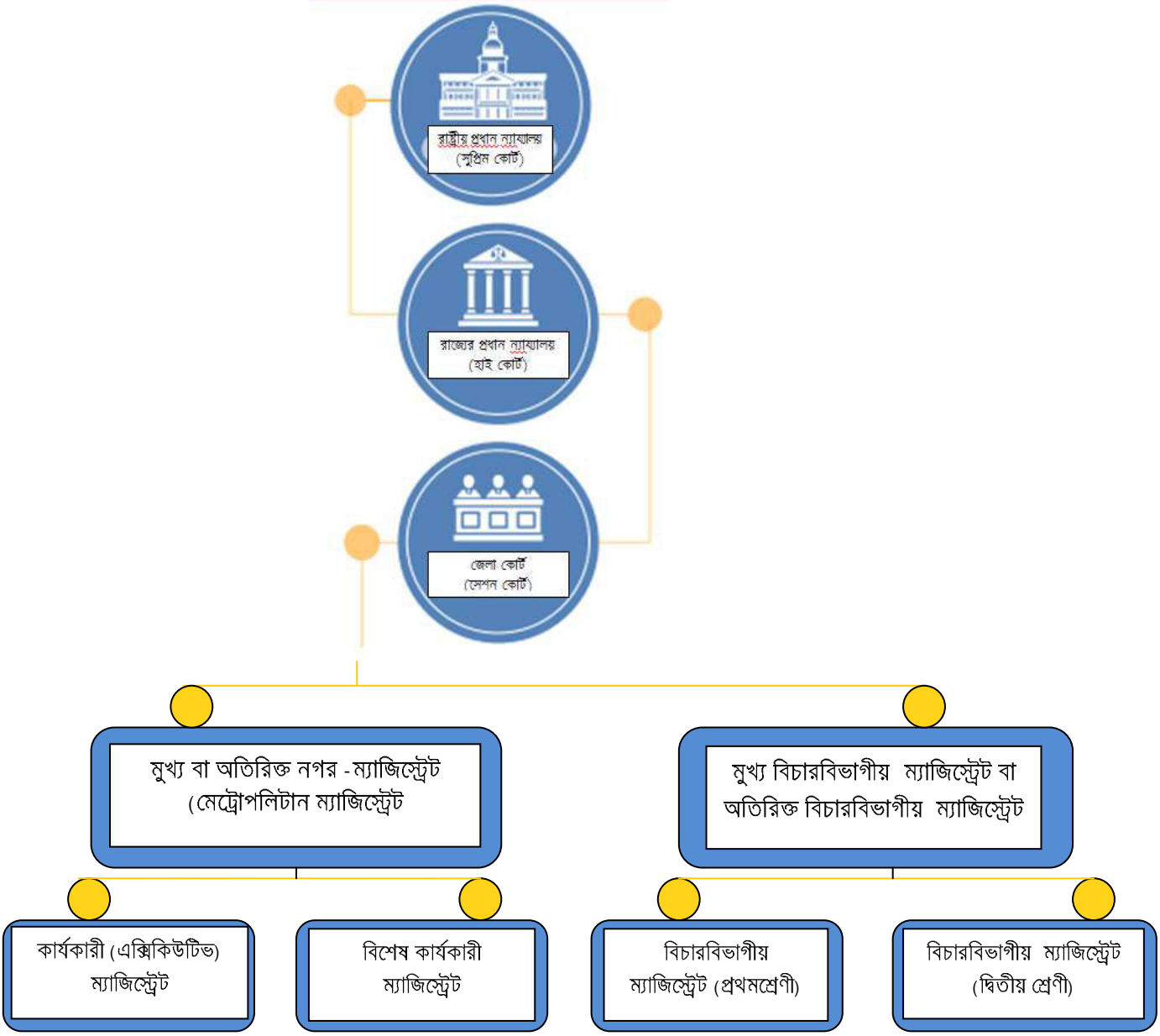

চিত্র:3 - অপরাধমূলক বিষয়গুলির/ঘটনাগুলির বিচারের জন্য ন্যায়ালয়গুলির পর্যায়ক্রম

ক্যুইজ :-

1. ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (BNSS), 2023 মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

(a) অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে বিকশিত করা,

(b) ব্যক্তি সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে বৃদ্ধি করা

(c) শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানো

(d) পরিকাঠামোর উন্নতি করা

(উঃ - b)

2. BNSS-2023 কে কার্যকরী করার জন্য কোন সরকারী সংস্থা দায়বদ্ধ?

(a) শিক্ষামন্ত্রক

(b) স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক

(c) আইন এবং বিচার মন্ত্রক

(d) প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (উঃ - c)

3. BNSS এর অধীনে সর্বাধিক কত সময় একজন অভিযুক্তকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত পুলিশ হেফাজতে রাখা যেতে পারে?

(a) 24 ঘন্টা

(b) 48 ঘন্টা

(c) 72 ঘন্টা

(d) 7 দিন

(উঃ - a)

4. BNSS এর অধীনে কে একটি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন?

(a) যে কোন ব্যক্তি

(b) শুধুমাত্র পুলিশ কর্মকর্তা বা অফিসারগণ

(c) শুধুমাত্র সরকারী কর্তাব্যক্তিগণ

(d) শুধুমাত্র অভিযুক্ত

(উঃ - a)

5. BNSS, 2023 কোন আইনকে প্রতিস্থাপিত করেছে ?

(a) ভারতীয় দণ্ডবিধি -1860

(b) ফৌজদারী প্রক্রিয়া বিধি(CrPC),1973

(c) ভারতীয় প্রামাণ্য আইন, 1872 (The Indian Evidence Act,1972)

(d) অনৈতিক পাচার (নিবারণকারী) আইন ,1956

[Immoral Traffic (Prevention) Act 1956]

(উঃ -b)

6. 'সমন' কী ?

(a) কোর্টে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ

(b) জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ

(c) গ্রেফতার করার নির্দেশ

(d) সম্পত্তি ক্রোক করার নির্দেশ

(উঃ -a)

কেস/ অপরাধ মূলক ঘটনা অনুশীলন (কেস স্টাডি)

নতুন ফৌজদারী আইনসমূহ মহিলাদের সুরক্ষা ও মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করার জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে। এর মধ্যে কয়েকটিকে তুমি সংবাদপত্রের নিবন্ধে ও বিজ্ঞাপনে পড়তে পারবে।

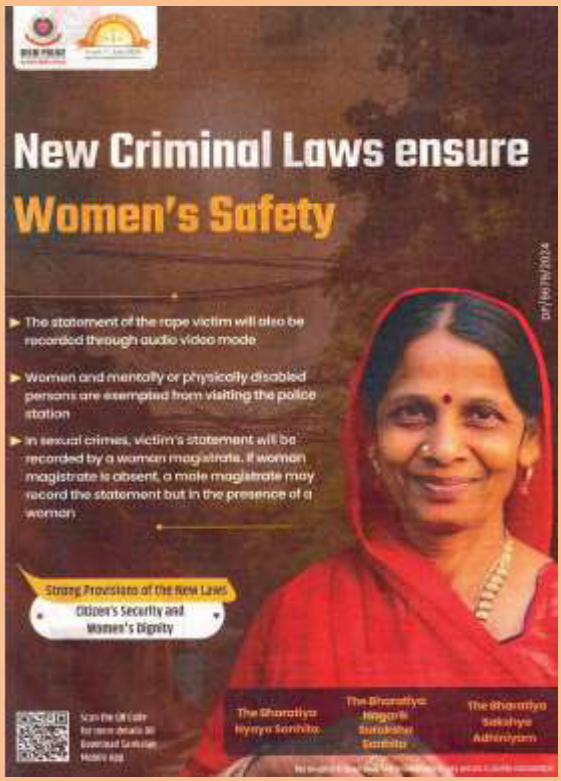

উৎস: টাইমস অফ ইন্ডিয়া 13 ই জুলাই, 2024

সংবাদপত্রের এই বিষয়টি পড়ার পর তুমি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির উপর আরো তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

ক) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় নারীদের জন্য কি কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?

খ) একটি e-FIR নথীভুক্ত করার পদ্ধতির উপর 1000 শব্দের একটি প্রবন্ধ লেখ।

গ) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি বাণী (Message) লেখ।

ঘ) নিজের ও সঙ্গীদের সুরক্ষাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য একটি 'যা করতে হবে' ও 'যা করা যাবে না' তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

ভারতে সংঘটিত অপরাধগুলি নীতি নির্ধারকদের বিদ্যমান আইনগুলিকে পর্যালোচনা করতে এবং যথাযথ কিছু পরিবর্তন আনতে প্ররোচিত করে- যাতে সকল নাগরিকের মর্যাদা আর ভালো থাকার অধিকার বিকশিত হয়। তোমার হয়তো জানতে ইচ্ছা করবে একটি কারণ যে কেন সংহিতা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্মাণে যাতে ব্যক্তি ও সমষ্টির মর্যাদা সুরক্ষিত থাকে।

সক্রিয়তাসমূহ

কেস -II

সংক্ষিপ্ত নির্যাস: মানব শরীরকে ক্ষতিগ্রস্থ করা অপরাধসমূহ:-

ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে নিবন্ধীকৃত মোট অপরাধের 32.5 শতাংশ হল (11,58,815) দৈহিক ক্ষতি করার অপরাধ। এটি হল 2022 সালের হিসাব। এর মধ্যে 6, 27, 676 টি কেস হল আঘাতের জন্য। সর্বাধিক - নথীভুক্ত কেস হল আঘাতজনিত 54.2 । এরপরেই হল অবহেলাজনিত মৃত্যুর জন্য কেস 1,59,096 (54.2%) আর তারপরে হল অপহরণ ও জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেস (1,07,588 টি কেস- 9.3%)। 2021 সালের থেকে 2022 সালে দৈহিক আঘাতজনিত কেসের বা নথীভুক্ত অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে 5.3%। 2021সালে ছিল 11,00,425 টি। এবং অপরাধের মাত্রা 2021 সালের থেকে 2022 সালে বৃদ্ধি পেয়েছে-80.5% থেকে 84%।

সক্রিয়তা:- অপরাধের মাত্রা বদ্ধি পাওয়ার কারণগুলি ব্যাখা করে তমি একটি লিখন প্রস্তুত করতে পারো।

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ:-

২০২২ সালে সর্বসমেত 4,45,256 টি মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কিত কেস নথীভুক্ত হয়। 2021 সালের তুলনায় এই ক্ষেত্রে 2022 সালে 4 শতাংশ (অর্থাৎ 4,28,278 টি কেস) বৃদ্ধি হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে নথীভুক্ত মহিলাদের বিরুদ্ধে হওয়া এই সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ হল স্বামী বা আত্মীয়দের নিষ্ঠুরতা (31.4%)। এরপরে ক্রমান্বয়ে আছে মহিলাদের অপহরণ এবং জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া (19.2%), শ্লীলতাহানির জন্য মহিলাদের উপর আক্রমণ (18.7%) এবং ধর্ষণ (7.1%)। 2022 সালে দেখা গেছে প্রতি 1 লক্ষ মহিলার মধ্যে 66.4% এর উপর অপরাধ নথীভুক্ত হয়েছে- যে হিসাব হল 2021 সালে 64.5% ।

সক্রিয়তা:-
একটি প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধের উপর এবং সেইগুলির নির্নায়ক বিষয়গুলির (ডায়াগনিস্টিক ফ্যাক্টরস) উপর।

সক্রিয়তা:-
সেই সমস্ত উদাহরণস্বরূপ মহিলা যাঁরা প্রতিবন্ধকতাসমূহের মোকাবিলা করেছেন এবং নিজেদের অবদানের দ্বারা ছাপ/ চিহ্ন রেখে গেছেন তাঁদের উপর স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের উপযোগী চিত্রনাট্য প্রস্তুত করা।

শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ:-

শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া মোট 1,62,449 টি অপরাধের কেস 2022 সালে নথীভুক্ত হয়েছিল; এক্ষেত্রে 2021 সালের (1,49,404 টি কেস নথীভুক্ত) তুলনায় 8.7% বৃদ্ধি দেখা গেছে। শতকরার হিসাবে শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রধান অপরাধগুলির ক্রমান্বয়ী পর্যায় ছিল - অপহরণ ও জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া (45.7%), যৌন অপরাধ থেকে শিশু সুরক্ষা আইন (2012) এর আওতাভুক্ত অপরাধ শিশু ধর্ষণ সহ (39.7%)। 2022 সালে প্রতি লক্ষ শিশুর সাপেক্ষে নথীভুক্ত অপরাধ ছিল 36.6% যা 2021 সালে ছিল 33.6%।

সক্রিয়তা
বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা শিশুরা যারা বড় হয়ে ওঠার দিনগুলিতে হিংস্রতার সম্মুখীন হয়েছে তাদের নিয়ে/উপরে তুমি কেস স্টাডি বা ঘটনাক্রমের পর্যালোচনা তৈরি করতে পারো। তুমি সামাজিকভাবে বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির (SDGs) শিশুদের, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (CWSNs) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের (Transgenders) শিশুদের এইক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে পারো।

আইনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নাবালকগণ

নাবালকদের দ্বারা সংঘটিত 2022 সালে মোট 30,555 টি অপরাধমূলক ঘটনা নথীভুক্ত হয়েছে। 2021 সালের 31,170 টি কেসের তুলনায় 2022 সালে এই ধরণের ঘটনা 2% কমেছে। অপরাধ সংঘটনের হার 2021 সালের তুলনায় 2022 সালে 7 থেকে 6.9 এ নেমে এসেছে।

30,555 টি কেসের প্রেক্ষিতে 37,780 জন নাবালককে গ্রেফতার করা হয়। 2022 সালে এর মধ্যে 33,261 জন নাবালককে ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC) এর অধীনে এবং 4519 নাবালককে SLL এর অধীনে আটক করা হয়।

2022 সালে আইনের সঙ্গে সংঘর্ষকারী বেশীরভাগ নাবালক (যারা IPC ও SLL এর অধীনে আটক হয়েছে) এর বয়স হল 16 থেকে 18 বৎসরের মধ্যে 78.6% (মোট আটক 37,780 জনের মধ্যে 29,690 জন)।

সক্রিয়তা:-
আইনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নাবালকগণ এবং তাদের সংশোধনের জন্য উপলব্ধ আইনী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তুমি একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখতে পারো।

অর্থনৈতিক অপরাধসমূহ

সর্বসমেত 1,93,385 অপরাধমূলক ঘটনা বা কেস অর্থনৈতিক অপরাধ রূপে 2022 সালে নথীভুক্ত হয়েছে যা 2021 সালের 1,74,013 কেসের তুলনায় 11.1% বেশী। তিন ধরণের নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত অর্থনৈতিক অপরাধের [ফৌজদারী বিশ্বাস ভঙ্গ, প্রতারণা-ঠকানো-জালিয়াতি (FCF) এবং অর্থ /নোট জাল করা] উল্লেখ বেশী পাওয়া যায়। FCF (প্রতারণা -ঠকানো-জালিয়াতি) র কেস সর্বাধিক -1,70,901 টি কেস । সংখ্যাগত দিক দিয়ে এরপরে আছে ফৌজদারী বিশ্বাস ভঙ্গের কেস-21,814 টি। আর সংখ্যাগতভাবে তারপরে আছে অর্থ /নোট জাল করার কেস - 670 টি কেস।

সক্রিয়তা:-
গত এক মাসে সংবাদপত্রে অর্থনৈতিক অপরাধের উপর যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি সংগ্রহ করতে পারো এবং সেইগুলি বিশ্লেষণ কর। এই বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে।

সাইবার অপরাধসমূহ:-

2022 সালে মোট 65,893 টি সাইবার অপরাধের কেস নথীভুক্ত হয়েছে। 2021 সালের নথীভুক্ত কেসের (52,974 টি কেস) তুলনায় 2022 সালে 24.4% বৃদ্ধি হয়েছে। এই শ্রেণীর অধীনে 2021 সালে মাত্রা যেখানে ছিল 3.9 সেখানে 2022 সালে মাত্রা হয়েছে 4.8 । 2022 সালের নথীভুক্ত সাইবার অপরাধগুলির মধ্যে প্রতারণার কেস ছিল 64.8% (মোট প্রতারণার কেস 65893 মধ্যে 42,710)। সংখ্যাগতভাবে এর পরে ছিল সাইবার মাধ্যমে জোর করে টাকা বা সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার কেস 3,648 কেস যা সাইবার অপরাধের 2022 সালের মোট কেসের 5.5% । সংখ্যাগতভাবে তৃতীয় স্থানে ছিল সাইবার মাধ্যমে যৌন নিগ্রহের কেস 5.2% (3,434 টি) ।

সক্রিয়তা:-
সাইবার অপরাধগুলি নির্দেশ করে তুমি একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারো। তোমার প্রতিবেশে এবং বিদ্যালয়ে এর প্রভাব কতটা উল্লেখ করতে পারো। সরকার এবং তোমার বিদ্যালয় কর্তৃক এর মোকাবিলা করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ হয়েছে?

তথ্যসূত্র:

Crime in India 2022, Statistics volume 1, National Crime Records Bureau (Ministry of Home Affairs) Govt. of India. National Highway-18, Mahipalpur, New Delhi-10037.

আইন ও আমরা

চিন্তন

(ক) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা -2023 হল ব্যক্তিদের মর্যাদার বিকাশের জন্য একটি স্তম্ভ - এর উপরে একটি গভীর অনুধাবনের অনুশীলনী বা কেস স্টাডি তৈরী কর।

(খ) সংহিতার মূল উপাদানগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পোস্টার, তালিকা বা চার্ট, দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ প্রস্তুত কর।

পিতা মাতাগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য

আপনারা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা - 2023 টি পড়তে পারেন এবং ঔপনিবেশিক আইনগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য বিষয়ে নিজেদের অবহিত করতে পারেন। আপনারা আপনাদের শিশুদের এই বিষয়গুলি জানাতে পারেন। তাদেরকে আপনারা অবহিত করাতে পারেন যে এই সংহিতা ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি নিবিষ্ট , প্রযুক্তি - বান্ধব। বেদনাহতরা যাতে অবিলম্বে বিচার পান তার প্রশাসনিক বাবস্থাপনা নির্মাণে এই সংহিতা জোর দেয়। আপনি এর মধ্যে থাকা প্রতিরোধমূলক প্রকৌশল বা উপায়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে পারেন যাতে আমাদের শিশুদের আমরা আইন-মান্যকারী নাগরিক হিসেবে শিক্ষিত করতে পারি এবং একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারি যেখানে শিশুরা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে এবং অন্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করবে। শিশুরা যেন অন্যদের মৌলিক অধিকারগুলিকে মান্য করে এবং সহমত নির্মাণে বিশ্বাসী হয়। তারা যেন অন্যদের অবদানকে মূল্য দেওয়ার মত সদর্থক কাজ করে।

তথ্যসুত্র:-

1. Srivastava, Gouri, et.al,2024-25, Legal Literacy Handbook for Curriculum Developers (Unpublished), NCERT, New Delhi, under Publication.
2. The Gazette of India, The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 No.46 of 2023.

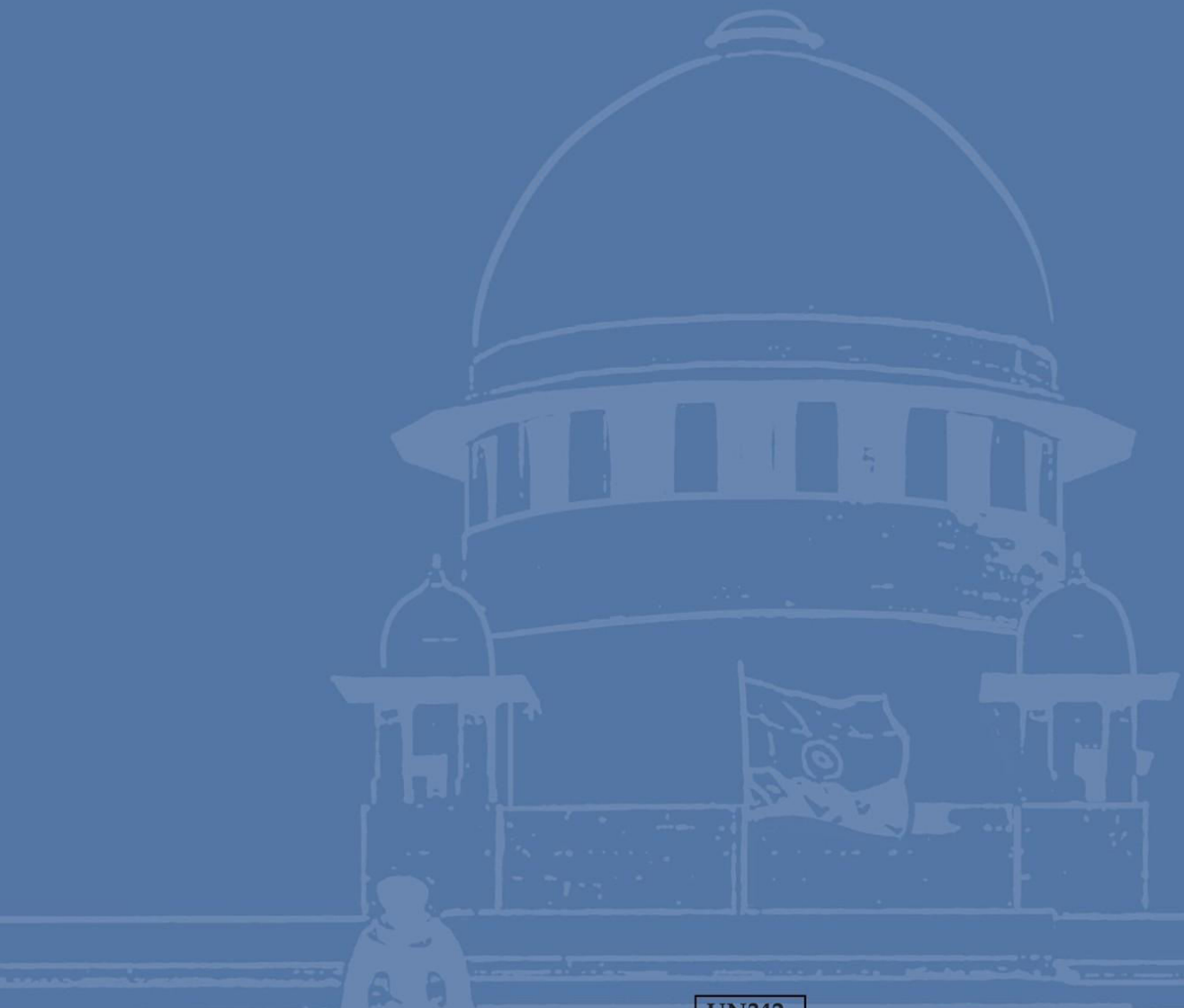

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

সেপ্টেম্বর 2024
কার্তিক ১৯৪৬
জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

৮৫.০০

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সচিব কর্তৃক শ্রী অরবিন্দ মার্গ , নয়াদিল্লী - 110016 তে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, বি -3/1, অখলা ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নয়াদিল্লী - 110020 থেকে মুদ্রিত।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023

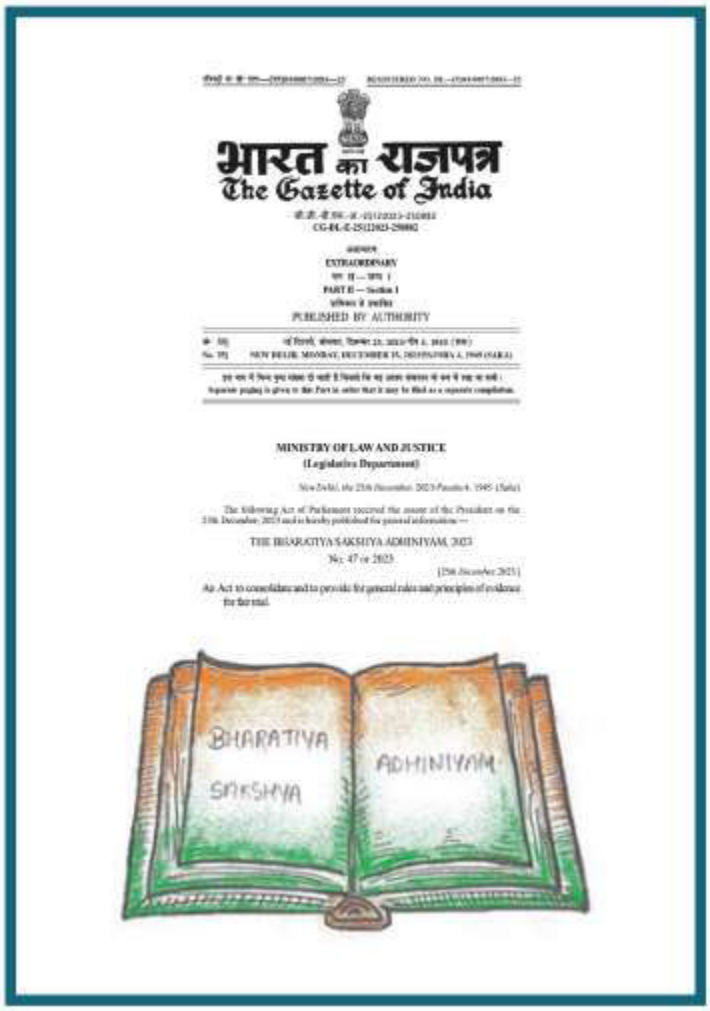

মধ্যবর্তী স্তর
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 নং পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক
4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা
5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ
6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা
7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান
8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম
9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া
10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া
11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়
12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)
13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া
14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম , 2023

শিখন ফলাফল :

এই মডিউলটি পড়ার পর শিক্ষার্থী সক্ষম হবে:

- ভারতীয় আদালতে সাক্ষ্য ও তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত সাধারণ আইনগুলি বোঝা।
- বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্য সনাক্ত এবং পার্থক্য করতে পারা।
- বাস্তব জীবনের পরিস্থিতিতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মের কিছু বিধান ব্যবহার করতে শেখা।
- আইন সম্পর্কে উপলব্ধি গড়ে তোলা এবং সৃজনশীল ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মনোভাবসহ সচেতন নাগরিক হওয়া।
- আইনি যুক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

ভূমিকা:

আপনারা নিশ্চয়ই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পড়েছেন, যা আপনার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত এবং 'ন্যায়'কে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে আলোচনা করে। আমাদের দেশের নাগরিকরা যাতে ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে ,সংবিধান আদালতের মাধ্যমে সেই ন্যায় বিচার প্রদান নিশ্চিত করে।বিচার বিভাগ বিভিন্ন আইন ও বিধান বজায় রাখে এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের আগে সমস্ত প্রাপ্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানের ব্যবহার আমাদের বিশ্বকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872 (এর পর থেকে I.E.A. ,1872 হিসেবে উল্লেখিত) ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক প্রমাণের (Evidence) ক্রমবর্ধমান পরিমাণকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে না পারায়, একটি নতুন কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। I.E.A. -র অধিকাংশ বিধান ব্রিটিশ শাসনকালে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং তাই সেগুলি বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। সমাজের পরিবর্তন এবং বিচারব্যবস্থার বিবর্তনের কারণে, সাক্ষ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে আরও আধুনিক ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 (এখন থেকে B.S.A., 2023) প্রণীত হয়।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023-এর বৃহত্তর লক্ষ্য হল পূর্ববর্তী আইনের শূন্যস্থান পূরণ করা এবং আধুনিক আইনগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের সাক্ষ্য কাঠামোকে উন্নত ও আধুনিক করা। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন অধ্যয়নের মাধ্যমে আইনি জ্ঞান লাভ হয় এবং বিভিন্ন বাস্তব আইনগত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার প্রস্তুতি তৈরি হয়।

I.E.A. ,1872-তে এমন কিছু শব্দ ও কাঠামো থাকতে পারে, যা বর্তমানে বোঝা কঠিন। নতুন আইনের লক্ষ্য হল সংজ্ঞাগুলি স্পষ্ট করা এবং আইনের উপলব্ধতা উন্নত করা। আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা আইনি প্রক্রিয়াগুলিকে সরল ও সংক্ষিপ্ত করে, সময় বাঁচায় এবং বিচারব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

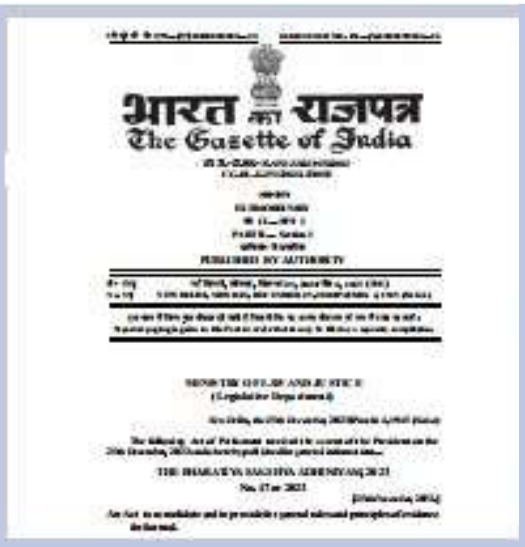

উৎস:https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250882_english_01042024.pdf

ভারতীয় সাক্ষ্য নিয়োগ **2023**
সাক্ষ্য (হিন্দিতে): प्रमाण
(ইংরেজিতে):Evidence
অধিনিয়ম (হিন্দিতে): विधान के अंतर्गत बनाया गया नियम
(ইংরেজিতে): Act
একটি বিল যখন লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাস হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়, তখন সেটি একটি আইনে পরিবর্তিত হয়।

চলো, এখন আমরা একটি সারণির মাধ্যমে ফৌজদারী আইন (Criminal Laws)-এর ধারণাটি বুঝে নিই।

পুরনো আইন (30 জুন 2024 পর্যন্ত)	নতুন আইন (1 জুলাই 2024 থেকে প্রযোজ্য)	আইনের মূল উদ্দেশ্য
ভারতীয় দণ্ড বিধি 1860 , (Indian Penal Code [IPC], 1860)	ভারতীয় দণ্ড বিধি, 2023 (Indian Penal Code [IPC],2023)	এই আইনের উদ্দেশ্য হল ভারতের জন্য একটি সাধারণ দণ্ডবিধি প্রদান। এটি আমাদের জানায় কি ধরণের কাজকে 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

ফৌজদারী কার্যবিধি সংহিতা 1973 (Code of Criminal Procedure [CrPC], 1973)	ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita,(BNSS) 2023	এটি একটি প্রক্রিয়াগত (procedural) আইন। ক্রিমিনাল কেসে সুবিচার ও সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করা, এবং অভিযুক্ত ও ভুক্তভোগীদের অধিকার রক্ষা করাই এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।
ভারতীয় সাক্ষ্য আইন - 1872 (Indian Evidence Act [IEA], 1872)	ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 [Bharatiya Saksya Adhiniyam (BSA),2023	এর মূল উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিচার প্রদানে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করা।

Curtains on old IPC, CrPC, Evidence law, new codes come into effect from today

2 THE SECOND PAGE

FROM PAGE ONE

New Sanhitas come into effect today

উৎস: দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সোমবার, 1 জুলাই 2024

বাস্তবায়নের তারিখ: 1 জুলাই 2024

যা প্রতিস্থাপিত হয়েছে: ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872

IEA কে প্রবর্তন করেছিলেন: স্যার জেমস ফিটজজেমস স্টিফেন, যিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি ছিলেন। এই আইনটি ভারতীয় আদালতগুলিতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে অভিন্নতা (uniformity) এনেছিল।

বাস্তবায়নের কারণ: এই আইনটি ব্রিটিশ শাসনে প্রণীত হয়েছিল। তাই এটি আধুনিক করে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল নথিপত্রগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

উৎস: দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সোমবার, 1 জুলাই 2024

কার্যকলাপ (Activity):

- ভারতীয় দণ্ড বিধি, 2023; ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023 এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 – এই নতুন আইনগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত পুরনো আইনগুলির নাম খুঁজে বের করো।
- ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023-এ প্রবর্তিত মূল পরিবর্তনগুলি একটি চার্টে লিখে প্রস্তুত করো।

উৎস: দিল্লি পুলিশ 1 জুলাই 2024-এ নতুন অপরাধ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি পোস্টার প্রদর্শন করেছেন। **ছবি সৌজন্যে:** পিটিআই (PTI)

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ব্যাখ্যা করার আগে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা বা পরিভাষা তোমাদের জানা উচিত, যেগুলি প্রায়শই ব্যবহৃত হবে। এই শব্দগুলিকে নিচে তুলে ধরা হয়েছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ:

- **দলিল (Document):** একটি লিখিত বা মুদ্রিত কাগজপত্র, চিঠি, চিহ্ন, সংখ্যা বা চিহ্নিত নিদর্শন–যার মধ্যে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল নথিও অন্তর্ভুক্ত–যা কোনো তথ্য বা প্রমাণ প্রদান করে।
- **সাক্ষ্য (প্রমাণ) (Evidence):** সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই করার জন্য তথ্য বা ঘটনার সংগ্রহ।
- **প্রত্যক্ষ (প্রাথমিক) সাক্ষ্য (Primary Evidence):** মূল দলিল বা উপাদান যা আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয় পরিদর্শনের জন্য।
- **পরোক্ষ (গৌণ) সাক্ষ্য (Secondary Evidence):** মূল দলিল বা উপাদানের অনুলিপি বা বিকল্প, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আদালতে গ্রহণযোগ্য।
- **আদালত (Court):** এতে সব বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট অন্তর্ভুক্ত, এবং এমন সব ব্যক্তি যারা আইনগতভাবে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন, তবে সালিশকারী (arbitrator) নয়।
- **বিতর্কাধীন তথ্য (Facts in Issue):** এমন যেকোনো তথ্য যা একা অথবা অন্যান্য তথ্যের সাথে মিলিয়ে, কোনো অধিকার, দায়িত্ব বা অক্ষমতার অস্তিত্ব, অস্তিত্বহীন, প্রকৃতি বা পরিমাণ নির্ধারণ করে–যা কোনো মামলায় দাবি বা অস্বীকার করা হয়েছে।
- **বুলিং (Bullying):** ইচ্ছাকৃত ও বারংবারভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর দ্বারা আরেকজন ব্যক্তির প্রতি প্রদর্শিত আক্রমণাত্মক শারীরিক বা সামাজিক আচরণ, যা ক্ষতি বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে।
- **সাইবার বুলিং (Cyber bullying):** এটি এমন বুলিং, যা মোবাইল ফোন, কম্পিউটার বা ট্যাবলেটের মতো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ঘটে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, টেক্সটিং, এসএমএস, অ্যাপ, গেমিং এবং শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।
- **সাইবার অপরাধ (Cybercrime):** ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করে সংঘটিত অপরাধ।
- **বৈদ্যুতিন/ডিজিটাল রেকর্ড (Electronic/Digital Records):** ইমেইল, সার্ভার লগ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনে সংরক্ষিত নথি, ওয়েবসাইট, অবস্থানগত তথ্য (location evidence) এবং ভয়েস মেসেজের মতো ডিজিটাল ডিভাইসে থাকা রেকর্ড।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 - এর তাৎপর্য

এই অধিনিয়ম বিচারব্যবস্থাকে প্রমাণ সংগ্রহ ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য একক ও বিস্তৃত নির্দেশিকা প্রদান করে, যা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। অধিনিয়মটি আদালতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (প্রাথমিক ও গৌণ) ইত্যাদি যেকোনো ধরনের সাক্ষ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। সাক্ষ্য তথাকথিত ঘটনার স্পষ্টতা প্রদান করে এবং দ্রুত ও কার্যকরভাবে বিচার প্রদান নিশ্চিত করে।

এই আইনটি যে সকল প্রশ্নগুলির জন্য সহজ পদ্ধতি প্রদান করে যেমন কে সাক্ষ্য সংগ্রহ করার অনুমতি পায়, সাক্ষ্য কীভাবে রেকর্ড করা উচিত, আদালতে কীভাবে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা উচিত এবং তা গ্রহণযোগ্য কিনা।

ভারতে পূর্বে নাবালকদের বিরুদ্ধে একাধিক সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। সেই কারণে, এই নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর হওয়ার আগে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার উদাহরণ বিশ্লেষণ করাও গুরুত্বপূর্ণ, তারপরে আমরা **ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023**-এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং কিভাবে এই আইন সম্পর্কে জ্ঞান সহায়তা করতে পারে তা জানব।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 - এর মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এই যুগে প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আমরা যে নতুন ডিজিটাল পরিবেশে বাস করছি, সেই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে এই অধিনিয়ম প্রণীত হয়েছে। নিচে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, **2023**-এর কিছু মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

- এই অধিনিয়মে মোট 4টি অংশ, 12টি অধ্যায়, একটি পরিশিষ্ট এবং 170টি ধারা রয়েছে।
- এই আইনটি ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872-এর পরিবর্তে কার্যকর হয়েছে।
- ইংরেজি "Act" শব্দের পরিবর্তে এখন "Adhiniyam" (অধিনিয়ম) ব্যবহৃত হয়েছে।
- ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, 1872(IEA,1872) সমগ্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য ছিল; তবে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 (BSA)-এ তেমন কোনও ভূখণ্ডভিত্তিক প্রয়োগের উল্লেখ নেই।
- "দলিল (Document)" শব্দটির সংজ্ঞা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তাতে ইমেইল, সার্ভার লগ, ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাবলেট, ক্লাউড, ভয়েস মেসেজ বা যেকোনো ডিজিটাল ডিভাইসে থাকা ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, কাগজে লেখা দলিল ছাড়াও এখন ইলেকট্রনিক নথিও দলিল হিসেবে গণ্য হবে।
- "সাক্ষ্য (Evidence)" শব্দের সংজ্ঞাও ইলেকট্রনিক তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে সম্প্রসারিত হয়েছে।

- একইভাবে, ধারা 57 অনুযায়ী প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এবং ধারা 58 অনুযায়ী পরোক্ষ সাক্ষ্য-র ক্ষেত্রেও এখন ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও ফাইল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- নতুন ইলেকট্রনিক প্রমাণের প্রমাণমূল্য এখন ঐতিহ্যবাহী কাগজ-ভিত্তিক দলিলের সমান হবে। অর্থাৎ, ইলেকট্রনিক প্রমাণের আইনি কার্যকারিতা, বলবৎযোগ্যতা ও বৈধতা কাগজের নথির মতোই হবে।
- ব্যারিস্টার(Barrister), প্লিডার (Pleader), অ্যাটর্নি (Attorney) বা উকিল(vakil)– এই শব্দগুলোর পরিবর্তে এখন শুধুমাত্র "অ্যাডভোকেট" (advocate)শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এই নতুন ফৌজদারি আইনটির লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণকে কীভাবে বোঝা এবং মূল্যায়ন করা হয়, সেই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা। এই আইনের আরও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও নতুন সংশোধনী আনা হয়েছে, বিশেষ করে প্রযুক্তি যেভাবে আমাদের জীবনে–বিশেষ করে শিশুদের জীবনে–প্রভাব ফেলছে, তা বিবেচনায় রেখে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো "দলিল (Document)" শব্দের নতুন সংজ্ঞা। এখন ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক রেকর্ডও প্রমাণ/সাক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত।

ফলে, এই আইন ডিজিটাল মাধ্যমে সহিংসতার শিকার হতে পারে এমন শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করে। এটি শিশুদের তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে অবগত করে, যদি তারা কোনো অপরাধের শিকার হয় এবং তাদেরকে অনৈতিক ও বেআইনি ওয়েব-ভিত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে সচেতন করে।

ডিজিটাল দুনিয়া : আশীর্বাদ না অভিশাপ ?

আজকের দিনে আমরা প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন বা শারীরিক পরিসর কল্পনাও করতে পারি না। প্রযুক্তি আমাদের আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রয়েছে–মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, ট্যাবলেট, বিভিন্ন ডিভাইস ও যন্ত্রপাতি আকারে। এইসব ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি–ফোন কল, ভিডিও কল, ইমেইল, চ্যাট, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে।এই প্রযুক্তি আমাদের জন্য একটি ডিজিটাল দুনিয়া সৃষ্টি করেছে, যাকে আমরা ভার্চুয়াল জগৎ বলি। মাত্র এক ক্লিকেই আমরা এই ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, চেয়ার ছেড়ে না উঠেই। ভার্চুয়াল জগতের যেমন সুবিধা আছে, তেমনি আছে অসুবিধাও। নিচে একটি সারণিতে এই দুই দিক তুলে ধরা হলো:

ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
এটি শেখা ও তথ্য জানার একটি উপায় হিসেবে কাজ করে।	পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট সময় না কাটানো এবং সমাজবিমুখ হয়ে পড়া।
শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও আকর্ষণীয় ও ইন্টারেক্টিভ করে তোলে।	শারীরিক কোনো কর্মকাণ্ডে অংশ না নেওয়ায় ওজন বৃদ্ধি, মনোযোগের ঘাটতি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।
সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা ও প্রান্তিক শিশুরাও তথ্য ও জ্ঞানে প্রবেশাধিকার পেতে পারে।	অতিরিক্ত বৈদ্যুতিন ডিভাইস ব্যবহারে ঘুমের ক্ষতি হয়, ফলে শিশু নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম ঘুমায়।
এটি সৃজনশীলতা ও কল্পনার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।	শিশুরা ডিজিটাল জালিয়াতি, সাইবার বুলিং, ফিশিং, সাইবার স্টকিং, হ্যাকিং, পরিচয় চুরি এবং শিশু যৌন নিপীড়নের মতো বিপজ্জনক বিষয়ে সহজেই সংস্পর্শে চলে আসে।

কেস স্টাডি – ব্লু হোয়েল গেম (Blue Whale Game)

ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ কী?

এটি একটি তথাকথিত সন্দেহজনক খেলা যেখানে যারা এটি পরিচালনা করে তারা সামাজিক মাধ্যমে মানসিকভাবে দুর্বল কিশোর-কিশোরীদের খুঁজে বের করে এবং তাদের 50 টি কাজের একটি তালিকা দেয়, যার শেষ কাজটি হলো নিজেকে হত্যা করা। ধারণা করা হয় এই খেলার উৎপত্তি রাশিয়াতে এবং এটি সাধারণত হতাশাগ্রস্ত অথবা খেলাটি সম্পর্কে আগ্রহী এমন ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে।

কাজগুলো কেমন?

এই কাজগুলো হতে পারে একেবারে সাধারণ, যেমন–হাতের ওপর ট্যাটু আঁকা, আবার হতে পারে অস্বাভাবিক, যেমন–দেহের বিভিন্ন অংশে কেটে রক্ত বের করা, কিংবা অদ্ভুত সময়ে উঠে সংগঠকদের পাঠানো গান শোনা। এইসব কাজের ভিডিও প্রমাণ সংগঠকদের পাঠাতে হয়। কেউ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলে আর কোনো কাজ দেওয়া হয় না।

এটির কি সত্যিই অস্তিত্ব আছে?

যদিও এই গেমের অস্তিত্ব পুরোপুরি প্রমাণিত নয়, মস্কো পুলিশ 2017 সালের জুন মাসে এক কথিত পরিচালনাকারীকে গ্রেপ্তার করে। 21 বছর বয়সী ফিলিপ বুডেইকিন পরবর্তীতে কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। এই চ্যালেঞ্জটি স্পেন, পর্তুগাল, ইউক্রেন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা যায়।

কে এই খেলায় অংশ নিতে পারে?

সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, এই খেলায় নিজে থেকে নাম লেখানো যায় না– তোমাকে আমন্ত্রিত হতে হয়।

পপ কালচার লিংক

ব্লু হোয়েল চ্যালেঞ্জ হলো সাম্প্রতিক সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত এক ঘটনা, যা নেটফ্লিক্সের "13 Reasons Why" সিরিজ মুক্তির পর ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে। এই সিরিজে এক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কিশোরীর আত্মহত্যার পেছনে কারণগুলি দেখানো হয়েছে, যা দর্শকদের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

উৎস:

https://www.thehindu.com/news/cities/bangalore/blue-whale-effect-helpline-sees-rise-in-calls-from-worried-parents/article19494206.ece

নিচের সংবাদ প্রতিবেদনটির ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

1. এই খেলার উৎপত্তি কোথায় এবং কে এটি আবিষ্কার করেছিল?
2. এই খেলায় শিশুদের কী কী কাজ করতে বলা হয়?
3. এখন যেহেতু "সাক্ষ্য"-র সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তুমি কী ধরনের সাক্ষ্য সনাক্ত করতে পারো?
4. এমন একটি খেলা খেলার কী কী ঝুঁকি থাকতে পারে?

তোমার পরিবারের সঙ্গে খেলা যায় এমন কিছু ইনডোর গেম চিহ্নিত করো এবং সেই গেমের একটি ছবি আঁকো।

শ্রেণির জন্য দলগত কার্যক্রম

- **সাক্ষ্য অনুসন্ধান খেলা (Evidence Scavenger Hunt):** একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে এমন একটি অনুসন্ধান খেলা তৈরি করো, যেখানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্যের উদাহরণ খুঁজে বের করতে হবে–যেমন তথ্যচিত্র, সাক্ষ্য, ছবি ইত্যাদি।
- **বিতর্ক (Debates):** ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA)-এর বিভিন্ন ধারার ওপর শিক্ষার্থীদের বিতর্কে অংশ নিতে দাও, যাতে তারা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও প্রমাণের যুক্তি অনুধাবন করতে শেখে।
- **আদালত কক্ষের অভিজ্ঞতা (Courtroom Experience):** শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভূমিকা দেওয়া হোক–যেমন প্রসিকিউটর (অভিযোগকারী পক্ষ), ডিফেন্স কাউন্সেল (প্রতিরক্ষা পক্ষ) ও বিচারক। একটি নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতি দেওয়া হোক যেখানে তারা প্রমাণ পেশ করবে এবং সেই ভিত্তিতে যুক্তি উপস্থাপন করবে।
- **অতিথি বক্তার সেশন (Guest Speaker Session):** একজন আইনজীবীকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে, যিনি ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মের বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করবেন।

উপসংহার

এই দ্রুতগামী ডিজিটাল দুনিয়ায়, যেখানে মাত্র এক ক্লিকে সব ধরনের তথ্য সহজলভ্য, সেখানে শিশুদের সেই তথ্য থেকে উদ্ভূত বিপদের হাত থেকে সুরক্ষিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-19 পরবর্তী সময়ে, ডিজিটাল দুনিয়ার প্রভাব বহুগুণে বেড়ে গেছে, যার ফলে শিশুরা আরও বেশি সাইবার অপরাধের ঝুঁকিতে পড়ছে।এই প্রেক্ষিতে, নতুন ফৌজদারি আইনসমূহের প্রবর্তন, বিশেষ করে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023, একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই আইন এখন "দলিল" শব্দের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক রেকর্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।এই বিধানের উদ্দেশ্য হল আইনগত পরিবেশের জটিলতা ও অসুবিধাগুলিকে সমাধান করা। এটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিবেচনা করে তৈরি, বর্তমান আইনি সংস্কারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দীর্ঘদিনের বিদ্যমান কাঠামোগত সমস্যার সমাধান করে।এই আইন সাক্ষ্য সংগ্রহ, রেকর্ডিং ও উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে সহজ করে, যাতে পুলিশ কর্তৃক শিশুদের কাছ থেকে প্রমাণ গ্রহণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহজ হয়। এই ধরণের সংযোজন অবশ্যই শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

অভিভাবকদের জন্য বার্তা

2023 সালে প্রবর্তিত তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন আপনাদের জন্য অবশ্যই আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে। এই সমস্ত আইন একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। তবে, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 আপনার সন্তানের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে।এই ডিজিটাল বিস্ফোরণের যুগে, অভিভাবকদের–একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো এটা নিশ্চিত করা যে, আপনার সন্তানরা ডিজিটাল তথ্য ও যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার করছে। আপনাদের সচেতন থাকতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, এই ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমে তারা যেন কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের শিশুদের নিরাপদ রাখা।

শিশুরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, এবং এটি আমাদের কর্তব্য যে আমরা তাদের জন্য একটি নিরাপদ দেশ ও বিশ্ব রেখে যাই–যেখানে তারা বেড়ে উঠতে পারবে এবং একজন বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠতে পারবে। ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023-এর মতো আইন এই নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

তথ্যসূত্র

https://ncpcr.gov.in/uploads/1702548255657ad31ff39b4_preventing-bullying-and-cyberbullying-guidelines-for-schools.pdf

https://risa.gov.in/pdf/Crime%20Against%20%20Children-RSLSA.pdf

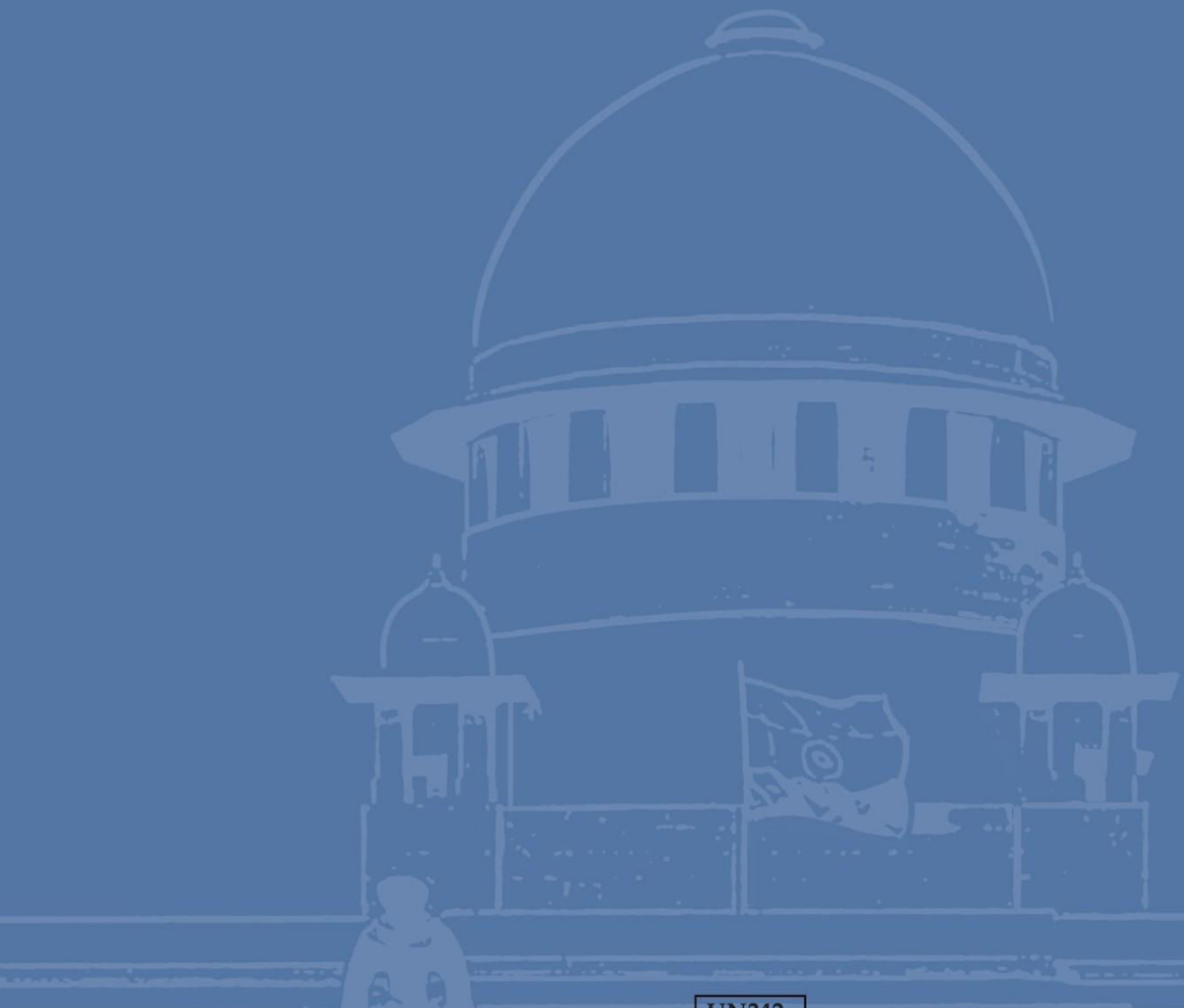

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023

মাধ্যমিক স্তর
নবম ও দশম শ্রেণি

সেপ্টেম্বর 2024

কার্তিক ১৯৪৬

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

৮৫.০০

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সচিব কর্তৃক শ্রী অরবিন্দ মার্গ , নয়াদিল্লী - 110016 তে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, বি -3/1, অখলা ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নয়াদিল্লী - 110020 থেকে মুদ্রিত।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023

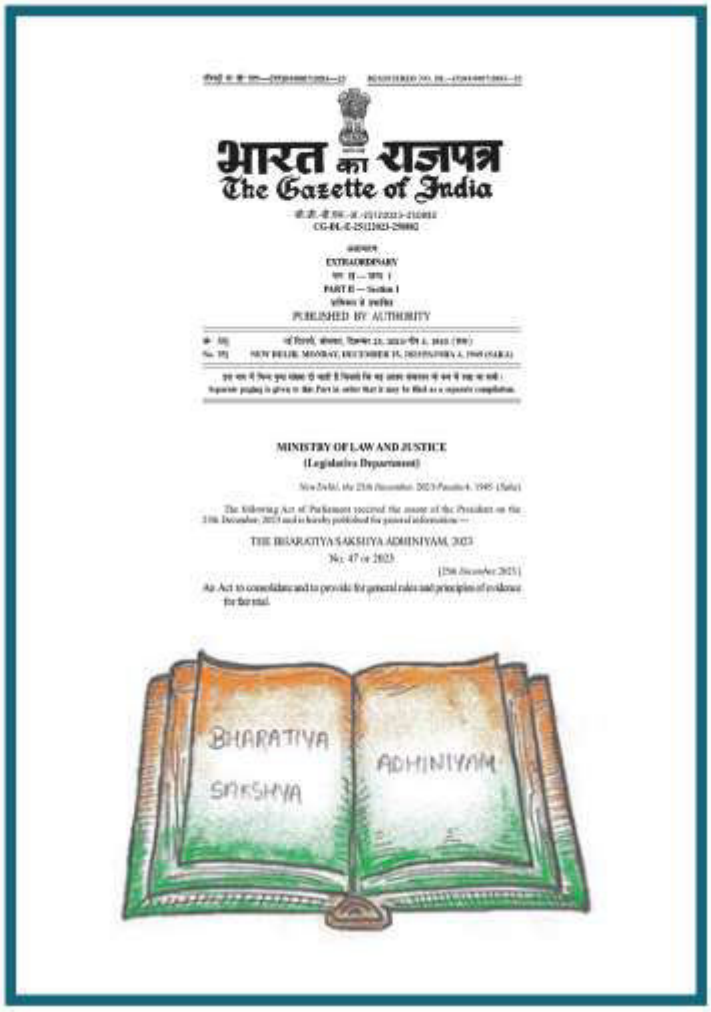

মাধ্যমিক স্তরঃ পর্যায় ১
শ্রেণি: নবম এবং দশম

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 নং পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক
4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা
5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভোঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ
6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা
7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান
8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম
9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া
10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া
11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়
12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)
13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া
14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ,2023

শিখন ফলাফল :

এই মডিউলটি পাঠের পরে শিক্ষার্থী সক্ষম হবেঃ

- BSA এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে
- এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত অঙ্কনে
- বর্তমান সময়ে সংঘাত এবং সহিংসতা মোকাবিলায় এর গুরুত্ব তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট সকলের (Stakeholders) জন্য সচেতনতামূলক বার্তা প্রস্তুতে
- BSA নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা সংঘটনে

ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা তার ইতিহাস জুড়ে বিভিন্ন শাসক এবং আইনি ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংহিতাকরণ ব্রিটিশ শাসনকালে ঘটেছিল, যা আধুনিক ভারতীয় ফৌজদারি আইনের ভিত্তি তৈরি করেছিল।

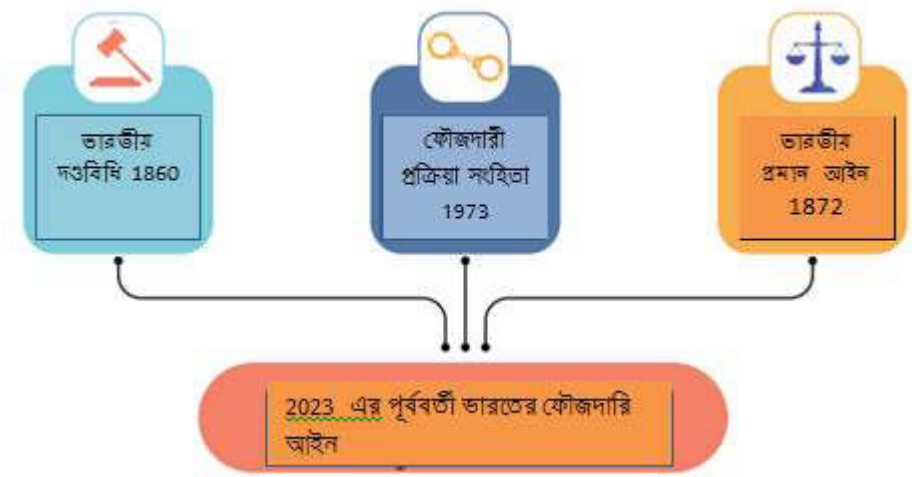

2023 এর পূর্ববর্তী ভারতের ফৌজদারি আইন

ব্রিটিশরা ভারতের ফৌজদারি আইন গুলিকে সংহিতাকরণের মাধ্যমে ,একটি কাঠামোগত আইনি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল যা সাম্প্রতিক কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত বহাল রয়েছে।

ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)	ফৌজদারি কার্যবিধি (CrPc)	ভারতীয় প্রমান আইন (IEA)
• আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রথম আইন কমিশন 1860 সালে খসড়া তৈরি করে। • 1st জানুয়ারি 1862 সালে কার্যকর হয়। • IPC ভারতের সরকারি ফৌজদারি কোড হিসেবে কাজ করে সংজ্ঞাস্হাপন, জরিমানা, এবং ফৌজদারি অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।	1st এপ্রিল 1974 সালে কার্যকর হয়। • CrPcফৌজদারি আইনের প্রয়োগের পদ্ধতি, তৎসহ অপরাধের তদন্ত, প্রমাণ সংগ্রহ, সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার এবং বিচার পরিচালনার রূপরেখা প্রদান করে।	• ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কর্তৃক 1872 সালে পাস করে। • ভারতীয় আদালতে প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ন্ত্রনকারী নিয়মের একটি বিস্তৃত সেট প্রদান করে।

2023 সালের ডিসেম্বরে সংসদ তিনটি ভিত্তিমূলক বিল পাস করে :

- ভারতীয় ন্যায় (দ্বিতীয়) সংহিতা, 2023: ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি (IPC) কে ঢেলে সাজায়
- ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা (দ্বিতীয়) সংহিতা , 2023 : ফৌজদারি কার্যবিধি কোডকে (CrPc) প্রতিস্থাপন করে।
- ভারতীয় সাক্ষ্য (দ্বিতীয়) অধিনিয়ম, ২০২৩: ভারতীয় প্রমাণ আইন (IEA) কে পরিমার্জন করে।

ভারতীয় প্রমাণ আইন , 1872

ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট নির্ধারণ করে কিভাবে বাস্তবিক ঘটনা প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত করা যায়। সাক্ষ্য আইন বিচারকদের " তুষ থেকে গম" আলাদা করতে সাহায্য করে এবং আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন সত্য প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমি কা পালন করে । কোন প্রমাণ গ্রহণ করা যেতে পারে , কিভাবে গ্রহণ করা যায়, কিভাবে প্রমাণের বোঝা পর্যালোচনা করতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি সাক্ষ্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মূল নীতিগুলি যা প্রমাণের আইনের ভিত্তি তৈরী করে সেগুলি হল :

1. প্রমাণ হাতে থাকা বিষয়ের মধ্যেই অবশ্যই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।
2. শ্রবণ প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত নয়।
3. সবক্ষেত্রে সেরা প্রমাণ দিতে হবে।

আইনের পরিভাষায় প্রমাণ বলতে আমরা কি বুঝি ?

আইনের প্রমাণ বলতে যে কোন বিষয় বস্তু বা সত্যের দাবিকে বোঝায় যা তদন্তাধীন কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণের জন্য একটি উপযুক্ত ট্রাইবুনালে উপস্থাপন করা যেতে পারে। আদালতগুলি শোনার জন্যে যথায থ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য দায়বদ্ধ এবং সেই সব প্রমাণ বিবেচনা করে যা সত্যের উপর ভিত্তি করে থাকে।

সাক্ষ্যের আইন সাক্ষীর সাক্ষ্য , নথি, ভৌত বস্তু বা বিদেশী আইন সহ তথ্যের প্রমাণ এবং উপস্থাপনের পদ্ধতিগত নিয়মগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই নিয়মগুলি অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন আইনি প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য এবং যথেষ্ট প্রমাণ গঠন করে।

আদালতে প্রমাণ বিভিন্ন রূপ নিতে পারে, প্রতিটি আইনি প্রক্রিয়ার তথ্য প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডন করতে পরিবেশন করে। প্রমাণের উদাহরণ গুলির মধ্যে রয়েছে

1. **প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য**: একজন ব্যক্তি যিনি একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ প্রদান করেন।
2. **চুক্তি** : দুটি পক্ষের মধ্যে লিখিত সম্মতি
3. **ইমেল এবং চিঠি** : আদান প্রদান যা চুক্তি বিরোধ বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য নির্দেশ করতে পারে।
4. **অফিসিয়াল নথি** : জন্ম শংসাপত্র, বিবাহ লাইসেন্স বা অন্যান্য সরকারি জারি করা নথি।
5. **অস্ত্র:** বন্দুক, ছুরি, বা অপরাধ সংগঠনে ব্য বহৃত অন্যান্য বস্তু।
6. **পোশাক** : একটি ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিধান করা আইটেম / বস্তু যাতে রক্ত বা বারুদের অবশিষ্টাংশের মতো প্রমাণের চিহ্ন থাকতে পারে।
7. **DNA প্রমাণ**: জৈবিক উপাদান যা একজন ব্যক্তিকে অপরাধের স্থলে, বা আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত ক রতে পারে।
8. **ফোটোগ্রাফ এবং ভিডিও** : অপরাধ স্থলের ঘটনার বা প্রাসঙ্গিক স্থানের দৃশ্যের রেকর্ডিং। ঘটনা দৃশ্যের , বিষয় বা প্রাসঙ্গিক অকুস্থলের ভিডিও চিত্র।
9. **নকশা এবং মডেল** :ভিজুয়াল এইড যা একটি ঘটনা কিভাবে ঘটেছে বা অপরাধের দৃশ্যের বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।
10. **আঙুলের ছাপ:**
    ব্যক্তিদের রেখে যাওয়া অন্যান্য নিদর্শন যা তাদের একটি অবস্থান বা বস্তুর সাথে সংযোগ করতে পারে।
11. **কম্পিউটার ফাইল:**
    কম্পিউটার বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস থেকে উদ্ধারকৃত তথ্য।
12. **নজরদারি ফুটেজ:**

নিরাপত্তা ক্যামেরা থেকে ভিডিও রেকর্ডিং যা প্রাসঙ্গিক কার্যকলাপ ধরে রাখে।

প্রতিটি ধরণের প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে এবং আদালতকে নিশ্চিত করতে হবে যে উপস্থাপিত প্রমাণগুলি প্রাসঙ্গিক, নির্ভরযোগ্য এবং অযৌক্তিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

কার্যক্রম 1

উপরে কিছু ধরণের প্রমাণের উদাহরণ দেওয়া হল যা আদালতের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। বই , সিনেমা এবং OTT সিরিজ থেকে মনে কর যেখানে তুমি এই প্রমাণগুলির ব্যবহার দেখেছ । গল্প বা সিরিজের নাম এবং প্রমাণের সাথে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি কর। তুমি উপরে উল্লেখিত নয় এমন অন্য কোনও প্রমাণও রেকর্ড করতে পারো।

কার্যক্রম 2

একটি ইঙ্কপ্যাড নাও এবং কালিতে ডুবানো তোমার হাতের একটি ছাপ নাও । তোমার পরিবারের সকল সদস্যের জন্য এটি কর। এখন, তোমার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কঠিন বস্তু স্পর্শ করতে বল। এটি বস্তুগুলিতে তাদের আঙুলের ছাপ রেখে যাবে।একটি আতসকাচের সাহায্যে , কঠিন বস্তুর ছাপের সাথে তোমার নেওয়া ছাপ মেলানোর চেষ্টা কর।

কেন আদালতের প্রমাণের প্রয়োজন?

ধর তোমার স্কুলের একজন ছাত্র অভিযোগ করে যে তার দামি ক্যালকুলেটর গণিত ক্লাসের সময় তার ব্যাকপ্যাক থেকে চুরি হয়ে গেছে এবং এটি চুরির প্রথম ঘটনা নয়। স্কুল প্রশাসন চুরির তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তোমার কি মনে হয় স্কুল প্রশাসন অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পারে এবং প্রমাণ করতে পারে যে সে চোর?

উত্তরটি সহজ, কর্তৃপক্ষের ক্লাসে চুরির ঘটনাটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু প্রমাণের প্রয়োজন হবে । তারা কীভাবে প্রমাণ খুঁজে পাবে?

- স্কুলের শ্রেণিকক্ষ এবং হলঘরের সামনের পথে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। প্রশাসন চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল এমন সময়ের ফুটেজ পর্যালোচনা করে।
- ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কয়েকজন ছাত্র বিরতির সময় শ্রেণিকক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন ছাত্রকে ভুক্তভোগীর ব্যাকপ্যাকের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে এবং তাতে হাত দিতে দেখা যাচ্ছে। এই ফুটেজটি চুরির প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সুতরাং, আইনের আদালতের সামনে অপরাধ প্রমাণ করার জন্য, আইনজীবীদের দোষীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

আইনি কার্যক্রমে প্রমাণ বেশ কয়েকটি মৌলিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

1. **কী ঘটেছে তা প্রমাণ করা:** প্রমাণ প্রকৃত ঘটনাগুলি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে, একটি মামলার বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে।

2. **মিথ্যা দাবি প্রতিরোধ করা:** এটি নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র বাস্তব এবং যাচাইযোগ্য তথ্য বিবেচনা করা হয়, যা মিথ্যা দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।

3. **অধিকার রক্ষা করা:** প্রমাণ-ভিত্তিক কার্যক্রম যাচাইকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করে জড়িত সকল পক্ষের অধিকার রক্ষা করা।

4. **উদ্দেশ্যমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** বিচারকরা নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রমাণের উপর নির্ভর করেন, পক্ষপাত এবং ব্যক্তিগত রায় এড়িয়ে যান।

5. **আইনি প্রয়োজনীয়তা:** প্রমাণের নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করে যে মামলা প্রমাণের জন্য আইনি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়। বিভিন্ন ধরণের মামলার প্রমাণের বিভিন্ন মান রয়েছে, যেমন দেওয়ানি মামলায় 'প্রমাণের প্রাধান্য' এবং ফৌজদারি মামলায় 'যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে'।

6. **আইনি ব্যবস্থার উপর আস্থা:** যখন সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ় প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, তখন এটি বিচার ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি করে।

7. **স্বচ্ছতা:** প্রমাণ সিদ্ধান্তের জন্য একটি স্বচ্ছ ভিত্তি প্রদান করে, কীভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তা বোঝা সহজ করে তোলে।

প্রমাণ আইনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে ভুল রোধ করা এবং আরও সঠিক এবং অভিন্ন অনুশীলনের নিয়ম প্রবর্তন করা।

ভারতীয় প্রমাণ আইন 1872 এর গুরুত্বপূর্ণ বিধান এবং পরবর্তী পরিবর্তনগুলি নিম্নলিখিত বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA), 2023-এ নতুন কী আছে ?

ভারতীয় প্রমাণ আইন, 1872-এ মোট 170টি ধারা ছিল, যার মধ্যে:

- 23 টি ধারা পরিবর্তন করা হয়েছে;
- 1টি নতুন ধারা যোগ করা হয়েছে ;
- 5টি ধারা বাতিল করা হয়েছে।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA), 2023 ভারতীয় প্রমাণ আইন (IEA), 1872-এর বেশিরভাগ বিধান বজায় রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

1. **গ্রহণযোগ্য প্রমাণ:** শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ একটি আইনি কার্যক্রমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

- গ্রহণযোগ্য প্রমাণের শ্রেণিবিভাগ:
  বিষয়ভিত্তিক তথ্য: এমন তথ্য যা আইনি কার্যক্রমে দাবি করা বা অস্বীকার করা কোনও অধিকার, দায়, বা অক্ষমতার অস্তিত্ব, প্রকৃতি বা ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে।

- প্রাসঙ্গিক তথ্য: প্রদত্ত একটি মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্য।

2. **প্রমাণের প্রকার:** ভারতীয় প্রমাণ আইন দুই ধরণের প্রমাণের উপস্থাপিত করে:

- প্রামাণিক প্রমাণ: যেসব নথি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

- মৌখিক প্রমাণ: মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

3 . **প্রমাণিত তথ্য:** একটি তথ্য তখনই প্রমাণিত বলে বিবেচিত হয় যখন, উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে, আদালত বিশ্বাস করে যে এটি:

- বিদ্যমান, অথবা

- অস্তিত্বের এতটাই সম্ভাবনাময় যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির তদনুযায়ী কাজ করা উচিত যেন এটি মামলার পরিস্থিতিতে বিদ্যমান ছিল।

4. **পুলিশ স্বীকারোক্তি:**

- একজন পুলিশ অফিসারের কাছে করা যেকোনো স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

- পুলিশ হেফাজতে করা যেকোনো স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয় যদি না একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নথিভূক্ত করা হয়।

- তবে, যদি হেফাজতে থাকা কোন আসামির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলে কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয়, তাহলে সেই তথ্য স্বীকৃত হতে পারে যদি তা আবিষ্কৃত তথ্যের সাথে স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত হয়

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA), 2023-এ অন্তর্ভুক্ত মূল পরিবর্তনগুলি

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA), 2023-ভারতীয় প্রমাণ আইন (IEA), 1872-এ বেশ কিছু আপডেট অন্তর্ভুক্ত করেছে , বিশেষ করে নথিভূক্তিকরণ এবং মৌখিক প্রমাণের ক্ষেত্রে, সেইসাথে ইলেকট্রনিক রেকর্ড এবং যৌথ বিচারের গ্রহণযোগ্যতা:

1. নথিভূক্ত প্রমাণ

- সংজ্ঞা: ভারতীয় প্রমাণ আইন -এর অধীনে, একটি নথিতে লেখা, মানচিত্র এবং ব্যঙ্গচিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম,(BSA) এই সংজ্ঞাটি ইলেকট্রনিক রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিস্তৃত করে।

- ডকুমেন্টারি প্রমাণের প্রকার
- প্রাথমিক প্রমাণ: মূল নথি এবং এর অংশগুলি , যেমন ইলেকট্রনিক রেকর্ড এবং ভিডিও রেকর্ডিং।

- পরবর্তী পর্যায়ের প্রমাণ (Secondary Evidence) : নথি এবং মৌখিক বিবরণ যা মূলের বিষয়বস্তু প্রমাণ করতে পারে। BSA বিস্তৃত হয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য
  - মৌখিক এবং লিখিত স্বীকারোক্তি।
  - একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য যিনি নথিটি পরীক্ষা করেছেন এবং নথি পরীক্ষায় দক্ষ।

'নথির" এর সংজ্ঞা এখন স্পষ্টভাবে ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে ইমেল, সার্ভার লগ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনের নথি, বার্তা, ওয়েবসাইট, অবস্থানগত প্রমাণ এবং ডিজিটাল ডিভাইসগুলিতে সংরক্ষিত ভয়েস মেইল বার্তাগুলির ইলেকট্রনিক রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

2. মৌখিক প্রমাণ

- ভারতীয় প্রমাণ আইন (IEA) -এর অধীনে, মৌখিক প্রমাণের মধ্যে তদন্তাধীন কোনও তথ্যের সাথে সম্পর্কিত সাক্ষীদের আদালতে দেওয়া বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) ইলেকট্রনিকভাবে মৌখিক প্রমাণ দেওয়ার অনুমতি দেয় , যা সাক্ষী, অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং আক্রান্তের ইলেকট্রনিক উপায়ে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেয়।

3. প্রমাণ হিসাবে ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা

- নথিভিত্তিক প্রমাণের মধ্যে এখন ইলেকট্রনিক রেকর্ডের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে যা কম্পিউটার দ্বারা উৎপাদিত অপটিক্যাল বা চৌম্বকীয় মিডিয়ায় মুদ্রিত বা সংরক্ষণ করা হয়েছে
- এই তথ্য কম্পিউটার বা বিভিন্ন কম্পিউটারের সংমিশ্রণে সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াজাত করা হতে পারে।

প্রাথমিক (ইলেকট্রনিক) প্রমাণের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা

• ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) শর্ত দেয় যে যখন একটি ভিডিও রেকর্ডিং একই সাথে ইলেকট্রনিক আকারে সংরক্ষণ করা হয় এবং অন্য স্থানে প্রেরণ, সম্প্রচার বা স্থানান্তর করা হয়, তখন প্রতিটি সংরক্ষিত রেকর্ডিংকে প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

- এই পরিবর্তন তদন্তকারী সংস্থাগুলির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি নিশ্চিত করে যদিও একজন সাইবার-অপরাধী মূল ইলেকট্রনিক রেকর্ড ধ্বংস করে , তবুও প্রমাণগুলি তার মূল্য না হারিয়ে অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000 এর সাথে সিঙ্ক্রোনাইজেশন বা একত্রীকরণ

- ধারা 63, যা ইলেকট্রনিক রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কাজ করে,আরও স্পষ্টতার জন্য 'সেমিকন্ডাক্টর মেমরি' এবং 'যেকোনো যোগাযোগ ডিভাইস' এর মতো শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপডেট করা হয়েছে।
- এই সংযোজন সত্ত্বেও, বিধানের প্রভাব অপরিবর্তিত রয়ে গেছে কারণ তথ্য প্রযুক্তি আইন , 2000-এ 'ইলেকট্রনিক ফর্ম'-এর সংজ্ঞা ইতিমধ্যেই 'কম্পিউটার মেমরি'-তে তৈরি, প্রেরিত, প্রাপ্ত বা সংরক্ষিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।

4. যৌথ বিচার

- যৌথ বিচার বলতে একই অপরাধের জন্য একাধিক ব্যক্তির বিচারকে বোঝায়। IEA-এর অধীনে, যদি অভিযুক্তদের একজনের স্বীকারোক্তি যৌথ বিচারে অন্য অভিযুক্তদের প্রভাবিত করে , তাহলে এটিকে উভয়ের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) একটি ব্যাখ্যা যোগ করে যে একাধিক ব্যক্তির বিচার, যেখানে একজন অভিযুক্ত পলাতক থাকে বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জবাব না দেয়, তাকে যৌথ বিচার হিসেবে গণ্য করা হবে।

এই পরিবর্তনগুলির লক্ষ্য হল ভারতে আইনি কাঠামো আধুনিকীকরণ করা , যাতে এটি সমসাময়িক ডিজিটাল দৃশ্যপটে ডিজিটাল প্রমাণ এবং সাইবার অপরাধের জটিলতাগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

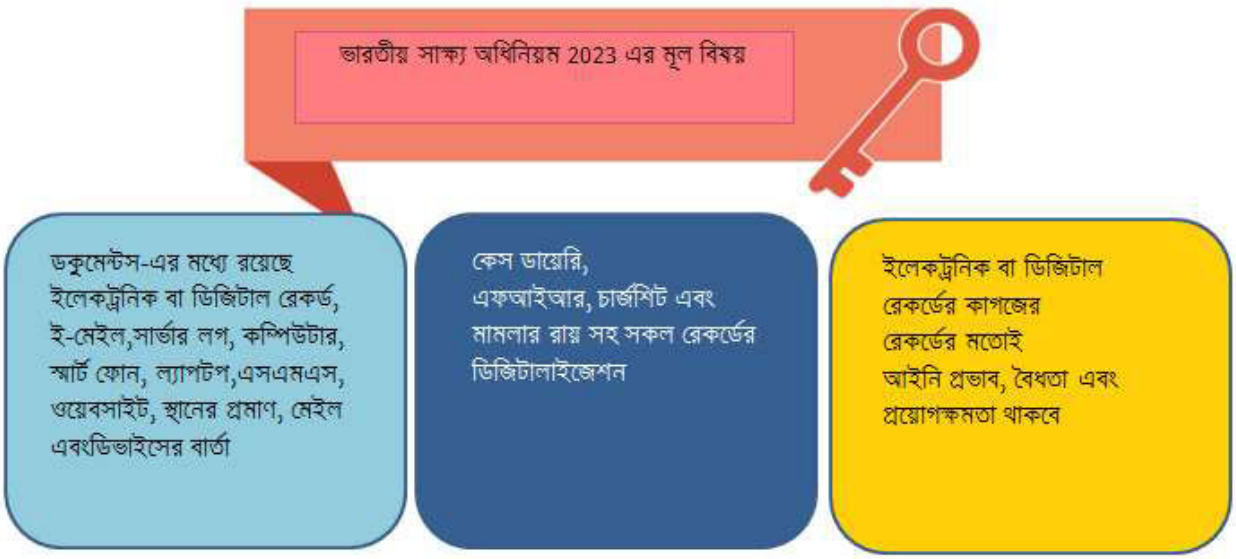

উপসংহার

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ইলেকট্রনিক রেকর্ডের সংজ্ঞা এবং গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে স্পষ্টতা প্রবর্তন করে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য বিশেষজ্ঞ সার্টিফিকেশন এবং হ্যাশ অ্যালগরিদমের গুরুত্বের উপর জোর দেয়। তবে, এই জোর সাইবার ল্যাবরেটরির জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে, কারণ তাদের কাজের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই আইনগুলি কার্যকর হওয়ার আগে সাংকেতিকরণ এনক্রিপশন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিত করা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে , এই পরিবর্তনগুলি ডিজিটাল যুগে উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় ভারতে ফৌজদারি আইন আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

বিবেচনা করার বিষয়	ভারতীয় দণ্ডবিধির খসড়াটি 1834 সালে লর্ড থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলের সভাপতিত্বে প্রথম আইন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছিল। খসড়াটি 1835 সালে ভারতের গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল।
বিবেচনা করার বিষয়গুলি	1872 সালের 12 মার্চ, ভাইসরয়ের আইন পরিষদের 13 জন সদস্য আইন সদস্য, জেমস ফিটজেমস স্টিফেন কর্তৃক প্রণীত ভারতীয় প্রমাণ বিলটি গ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব বিবেচনা করেন।

কেস স্টাডিজ /ঘটনা ভিত্তিক আলোচনা	শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের মামলার সরলীকৃত সংস্করণ প্রদান করুন এবং তাদেরকে উপস্থাপিত প্রমাণের ধরণ এবং কীভাবে তারা মামলার ফলাফলকে প্রভাবিত করেছিল তাদের সনাক্ত করতে বলুন। প্রমাণের প্রাসঙ্গিকতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করুন।
ভূমিকা পালন	নকল আদালতের পরিস্থিতি তৈরি করুন যেখানে শিক্ষার্থীরা বিচারক, আইনজীবী, সাক্ষী এবং আসামীর মতো বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। এটি তাদের আদালতে কীভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় এবং মূল্যায়ন করা হয় তা বুঝতে সাহায্য করবে।
সৃজনশীল লেখা	শিক্ষার্থীদের আইনি পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করে ছোটগল্প বা প্রবন্ধ লিখতে বলুন যেখানে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি তাদের জ্ঞান সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে সহায়তা করে

শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার জন্য কিছু কার্যকলাপ

1 . নকল বিচার প্রক্রিয়া

সক্রিয়তা: শ্রেণিকক্ষে একটি নকল বিচার প্রক্রিয়ার আয়োজন করুন যেখানে শিক্ষার্থীরা বিচারক, আইনজীবী, সাক্ষী এবং জুরির ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দেশ্য: আদালতের মামলায় প্রমাণের প্রয়োগ বুঝতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

পদ্ধতি

- একটি কাল্পনিক মামলা প্রদান করা।
- শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নির্ধারণ করা।
- প্রমাণ কীভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং চ্যালেঞ্জ করা হয় তার উপর দৃষ্টি রেখে বিচার পরিচালনা করা।

2. কেস স্টাডি বা ঘটনা ভিত্তিক আলোচনা

সক্রিয়তা: বাস্তব জীবনের মামলা গুলি নিয়ে আলোচনা করা যেখানে প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উদ্দেশ্যবিভিন্ন ধরণের : প্রমাণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।

পদ্ধতি

- সংবাদ বা ইতিহাস থেকে উল্লেখযোগ্য মামলাগুলি বেছে নেওয়া।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করা এবং প্রতিটি দলকে একটি মামলার দায়িত্ব দেওয়া।
- প্রতিটি দলকে তাদের মামলা উপস্থাপন করতে বলা এবং কীভাবে প্রমাণ ব্যবহার করা হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করা।

3 . নাটকীয় অনুকরণ প্রমাণ সংগ্রহের (Evidence collection simulation)

সক্রিয়তা: একটি নাটকীয় অপরাধ দৃশ্য তৈরি করা এবং শিক্ষার্থীদের প্রমাণ সংগ্রহ করতে বলা।

উদ্দেশ্য: শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের প্রমাণ এবং কীভাবে সংগ্রহ করা হয় সে সম্পর্কে শিক্ষাদান।

পদ্ধতি

- শ্রেণিকক্ষে একটি নকল অপরাধ দৃশ্য স্থাপন করা।
- শিক্ষার্থীদের গ্লাভস, প্রমাণ ব্যাগ এবং ট্যাগ সরবরাহ করা।
- শিক্ষার্থীদের নথিভুক্ত করতে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করতে বলা।
- সংগৃহীত প্রমাণের ধরন এবং তাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা।

ক্যুইজ

1. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 এর অধীনে নিম্নলিখিত কোনটি প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে না?

(a) মৌখিক বিবৃতি

(b) ইলেকট্রনিক রেকর্ড

(c) গুজব

(d) নথি

(উত্তর: c)

2. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 নিম্নলিখিত কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

(a) শুধুমাত্র দেওয়ানি মামলা

(b) শুধুমাত্র ফৌজদারি মামলা

(c) দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় মামলা

(d) উপরের কোনটিই নয়

(উত্তর: c)

3. কোন ধরণের প্রমাণ ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বোঝায়?

(a) মৌখিক প্রমাণ

(b) ডকুমেন্টারি প্রমাণ

(c) ডিজিটাল প্রমাণ

(d) ভৌত প্রমাণ

(উত্তর: c)

4. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 এর অধীনে নথির অনুমান সম্পর্কে নিম্নলিখিত কোন বিবৃতিটি সত্য ?

(a) একটি দলিলকে আসল বলে ধরে নেওয়া হয় যদি না তা প্রমাণিত হয় অন্যভাবে।

(b) অন্যভাবে প্রমাণিত না হয়, তাহলে একটি দলিলকে মিথ্যা বলে ধরে নেওয়া হয়।

(c) একটি দলিল সর্বদা অগ্রহণযোগ্য।

(d) উপরের কোনটিই নয়

(উত্তর: a)

5. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 এর মূল উদ্দেশ্য কী?

(a) গ্রেপ্তার এবং আটকের পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করা

(b)আদালতে প্রমাণ গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নিয়ম নির্ধারণ করা

(c) মামলা দায়েরের প্রক্রিয়ার রূপরেখা তৈরি করা

(d) আইনজীবীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা

(উত্তর: b)

6. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 এর অধীনে নিম্নলিখিত কোনটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে না?

(a) চাপের মুখে দেওয়া স্বীকারোক্তি

(b) সংশ্লিষ্ট পক্ষের স্বাক্ষরিত নথি

(c) সাক্ষীদের সাক্ষ্য

(d) ডিজিটাল প্রমাণ যেমন ইমেল

(উত্তর: a)

7. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 এর অধীনে, নিম্নলিখিত কোনটি প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে?

(a) একটি নথির একটি অনুলিপি

(b) একটি নথির বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য

(c) মূল নথি নিজেই

(d) নথির একটি ডিজিটাল ছবি

(উত্তর: c)

8. কোন শব্দটি এমন প্রমাণকে বোঝায় যা ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 এর অধীনে থাকা বিষয়ের তথ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত?

(a) গুজব প্রমাণ

(b) পরিস্থিতিগত প্রমাণ

(c) প্রত্যক্ষ প্রমাণ

(d) প্রাথমিক পর্যায়ে পরবর্তী প্রমাণ

(উত্তর: c)

9. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 এর অধীনে একটি দেওয়ানি মামলায় প্রমাণের ভার সাধারণত নিম্নলিখিত কোনটির উপর বর্তায়:

(a) আসামী

(b) বাদী

(c) বিচারক

(d) সাক্ষী

(উত্তর: b)

10. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 অনুসারে, একটি জোর বা জোর করে স্বীকারোক্তি দেওয়া হল:

(a প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য

(b) প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়

(c) শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য

(d) সর্বদা অপ্রাসঙ্গিক

(উত্তর: b)

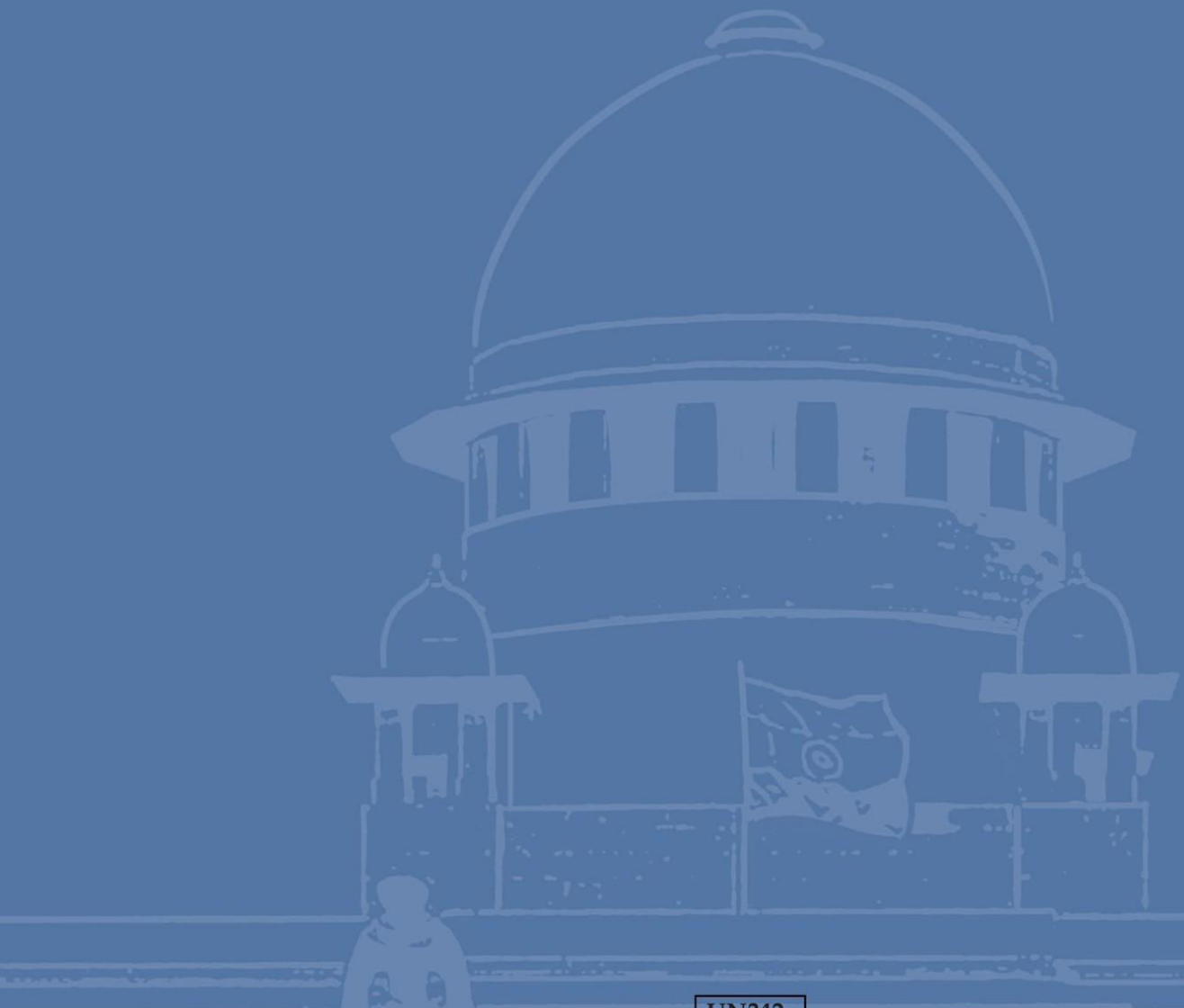

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023

মাধ্যমিক স্তর : পর্যায় 2
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

আগস্ট 2024
শ্রাবণ ১৯৪৬
জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

১১৫.০০

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের সচিব কর্তৃক শ্রী অরবিন্দ মার্গ , নয়াদিল্লী - 110016 তে অবস্থিত প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত এবং পুষ্পক প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, বি -3/1, অখলা ইন্ডাসট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-2, নয়াদিল্লী - 110020 থেকে মুদ্রিত।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023

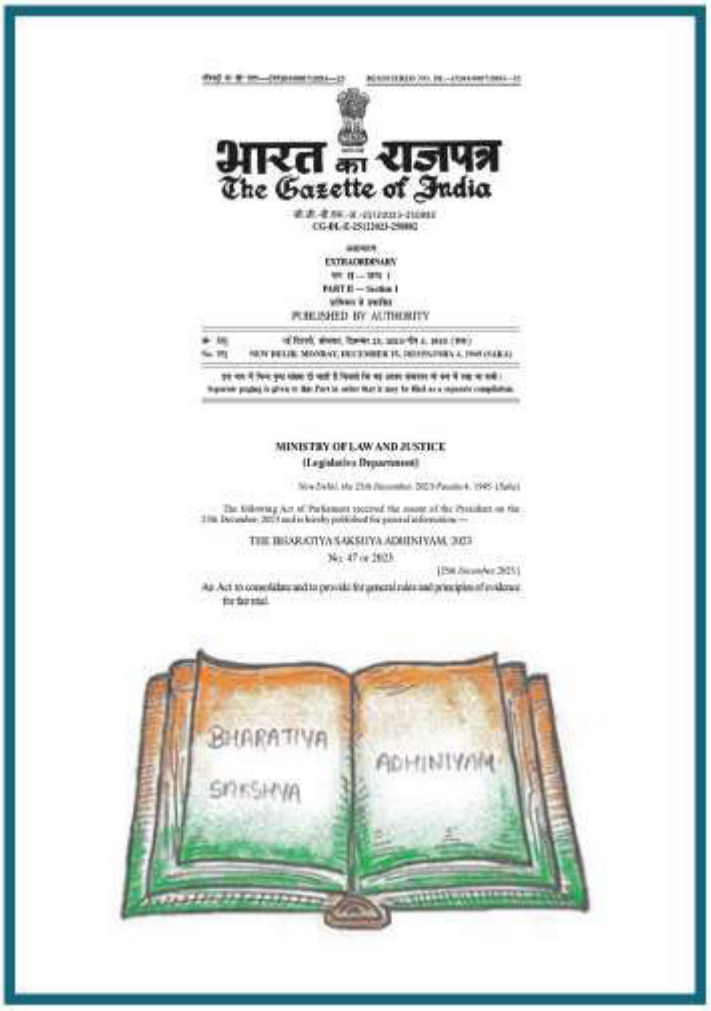

মাধ্যমিক স্তর: পর্যায় 2
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি

)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

মুখবন্ধ

সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা মহাশয়ের 15/05/25 তারিখের 374/Pedagogy/PBSSM/2024-25 নং পত্র অনুসারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী, মাধ্যমিক (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) স্তরে ব্যবহারের জন্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) 2023, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) 2023, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এই তিনটি নতুন আইন সংক্রান্ত শিক্ষা বিষয়ক নয়টি মডিউল বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব পায়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এর মাননীয়া অধিকর্তা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের গবেষক শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস ও শ্রীমতী পারমিতা বালা বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায় মডিউলগুলির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই কাজে যুক্ত সকল ব্যক্তির আন্তরিকতা, অধ্যাবসায় ও পেশাদারিত্ব কাজটি যথাসময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছে। অনুবাদ কার্যের জন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন আইনগুলির জ্ঞান সরল ও বোধগম্য রূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

ড: ছন্দা রায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (প. ব.)

বাংলা তর্জমার বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

1. শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
2. শ্রীমতী অনসূয়া রায়চৌধুরী, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - অনুবাদক
3. শ্রীমতী উমাবতী হেমব্রম, গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ - সহ সহকারী সঞ্চালক
4. শ্রী সৌরভ মণ্ডল, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগণা
5. শ্রী তমাল কৃষ্ণ ভৌঁড়, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ
6. ডঃ প্রদীপ কুমার বসু, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), হিন্দু স্কুল, কলকাতা
7. শ্রী সুমন শুর, অধ্যাপক, জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বর্ধমান
8. এস কে আস্রফ আলী, অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, ঝাড়গ্রাম
9. শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, বরিষ্ঠ অধ্যাপক,জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা, বাঁকুড়া
10. ডঃ চন্দন মিশ্র, প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথপুর নফর একাডেমি (উঃ মাঃ), অভয়নগর, হাওড়া
11. ডঃ কৌস্তভ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়
12. ডঃ সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রধান শিক্ষক, চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির (ফরাসি বিভাগ)
13. শ্রী সন্দীপন ঘোষ, অধ্যাপক, ধর্মদা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা, নদীয়া
14. শ্রী অভিজিৎ দাসগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), উত্তর ২৪ পরগণা

সচ্ছতা শক্তিশালীকরণ (Strengthening Transparency)

"তোমরা হয়তো জালিয়াতি, ডাকাতির ঘটনা এবং আইনি মামলার সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতি সাহায্য করেছে সম্পর্কে শুনেছ। তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে মামলাগুলি সমাধানের জন্য কীভাবে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হয় অথবা চুরি বা ডাকাতির বিভিন্ন দিকের সাথে এই সাক্ষ্যগুলো কী ভাবে যুক্ত? তোমরা ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) এবং এর বিভিন্ন বিধান এবং তথ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। এটি তোমাকে 'সাক্ষ্য (Evidences)' বলতে কী বোঝায় তা বুঝতেও সাহায্য করবে। এসো আমরা শিখি এবং দায়িত্বশীলভাবে কাজ করি, বিশেষ করে বর্তমান ডিজিটাল যুগে।"

শিখন ফলাফল :

- ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) 2023 এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝবে।
- ·প্রত্যক্ষ, পরিস্থিতিগত এবং শোনা কথার মত সাক্ষ্যের ধরন, সাক্ষ্যের আইন (Evidence Law) অনুযায়ী বুঝবে।
- আইনি পরিবেশে প্রযুক্তি কীভাবে সাক্ষ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং উপস্থাপনাকে প্রভাবিত করে তা অন্বেষণ করবে।
- মামলার বিশ্লেষণ এবং সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য সাক্ষ্য আইন সংক্রান্ত (Evidence Law) জ্ঞানের প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারবে।

- যখন পাঠক এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেখানে তারা কোনও অপরাধের সাক্ষী বা শিকার হয় তখন এই মডিউলের জ্ঞান উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে তাদের মামলা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি প্রধান পথপ্রদর্শক হবে।

ভারতে সাক্ষ্য আইনের বিবর্তন (Evolution of Evidence Law in India)

'Evidence' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'evidens' বা 'evidere' থেকে এসেছে, যার অর্থ "স্পষ্ট ভাবে দেখানো; দৃষ্টিশক্তির কাছে স্পষ্ট করে তোলা; আবিষ্কার করা; নিরূপণ করা; প্রমাণ করা"।

1872 সালে ব্রিটিশ রাজত্ব কালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কর্তৃক আদতে পাস করা ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (Indian Evidence Act), সাক্ষ্য সম্পর্কিত আইন প্রদান করে এবং আদালতকে মামলার তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে রায় ঘোষণা করতে সহায়তা করে। এটি 'প্রক্রিয়া আইন' (Adjective Law) শ্রেণিতে পড়ে সেই সওয়াল জবাবের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রক্রিয়াগত আইনকে কার্যকর করে। এই আইনটি ভারতের দেওয়ানি (Civil) এবং ফৌজদারি (Criminal) উভয় ক্ষেত্রেই সমস্ত আদালতের প্রক্রিয়া পরিচালনা করে।

BSA অনুসারে 'সাক্ষ্য' বলতে বোঝায় -

- তদন্তাধীন বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিন (Electronic) ভাবে প্রদত্ত বিবৃতিসহ সকল বিবৃতি যেগুলি আদালতের অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা সাক্ষীরা আদালতে পেশ করে এবং এই বিবৃতিগুলিকে মৌখিক সাক্ষ্য (Oral Evidence) বলা হয় ।

- আদালতের পরিদর্শনের জন্য বৈদ্যুতিন অথবা ডিজিটাল নথি সহ সমস্ত নথিগুলিকেই নথিমূলক সাক্ষ্য (Documentary Evidence) বলে।

বৈদ্যুতিন নথি এবং ডিজিটাল নথি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দলিল এবং সাক্ষ্যর সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা যে কোনও কাজই দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সাক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃত হবে। 'সাক্ষ্যের' সংজ্ঞা বিচারের সময় আদালতকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম,2023[Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) 2023

BSA এর লক্ষ্য হল ন্যায্য বিচারের জন্য সাক্ষ্য হিসাবে সাধারণ নিয়ম ও নীতিমালা একত্রিত করা এবং তা প্রদান করা। এই আইনে বিভিন্ন প্রগতিশীল বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল নথির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রাথমিক সাক্ষ্যের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ, সাক্ষ্য হিসাবে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথির গ্রহণযোগ্যতার বিধান, আদালতের আওতা থেকে মন্ত্রী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির বিশেষ যোগাযোগ বাদ দেওয়া, বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল সাক্ষ্য পরিচালনার জন্য সার্টিফিকেটের বিধান, ইত্যাদি। BSA তে মোট 170 টি ধারা (Sections) রয়েছে যেখানে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনে(IEA) মোট 167 টি ধারা (Sections) ছিল।

যুক্তি (Rationale)

সাক্ষ্য আইন আমাদের আইনি বাবস্থার একটি মৌলিক অংশ যা মূলত এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে ধরা হয়। আদালতে কোন প্রমাণ উপস্হাপন করা যেতে পারে, কীভাবে তা উপস্হাপন করা উচিত এবং কীভাবে তা মূল্যায়ন করা উচিত তা নির্ধারণের জন্য এটি নিয়ম এবং নির্দেশিকা প্রদান করে। সাক্ষ্য আইন কেন অপরিহার্য তার কয়েকটি কারণ এখানে দেওয়া হল:

প্রাসঙ্গিক, প্রকৃত এবং আইনত প্রাপ্ত সাক্ষ্য আইন আদালতে উপস্থাপিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতাকে উৎসাহিত করে। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে বিচার সংক্রান্ত (Judicial) সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বাসযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয় ।

- **আইনি প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা নিশ্চিত করে:** সাক্ষ্য আইন নিশ্চিত করে যে কোনও আইনি বিবাদে উভয় পক্ষেরই তাদের বিষয় উপস্হাপনের ন্যায্য সুযোগ আছে। সাক্ষ্য হিসেবে কী বিবেচনা করা যেতে পারে তার জন্য স্পষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে, এটি পক্ষপাতদুষ্ট বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্যকে মামলার রায়কে প্রভাবিত করা থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে।

- **ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে:** সাক্ষ্য আইন প্রমাণ কীভাবে সংগ্রহ এবং উপস্হাপন করতে হবে তার মান নির্ধারণ করে ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা করে। উদাহরণ স্বরূপ,এটি বলপূর্বক বা অবৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এটি নিশ্চিত করে যে আইনি প্রক্রিয়া যেন জড়িত সকল পক্ষের অধিকারকে সম্মান করে।

- **নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে:** সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক, প্রকৃত এবং আইনত প্রাপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে, সাক্ষ্য আইন আদালতে উপস্থাপিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে বিচারগত সিদ্ধান্তগুলির বিশ্বাসযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি রয়েছে।

- **বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করে:** সাক্ষ্যের স্পষ্ট নিয়মগুলি কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয় তা নির্ধারণ করে বিচার প্রক্রিয়াকে সুগম করে। এটি অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব এড়াতে সাহায্য করে এবং নিশ্চিত করে যে মামলা যেন সুশৃঙ্খল এবং দক্ষভাবে এগিয়ে যায়।

- **প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করে:** আইনি প্রক্রিয়ায়, প্রায়শই প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ কাজ করে। সাক্ষ্য আইন অভিযুক্তদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষকে একটি জোরালো মামলা উপস্হাপনের সুযোগ করে দিয়ে এই ধরণের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। ন্যায় বিচার এবং ন্যায্যতা বজায় রাখার জন্য এই ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ।

- **প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে অভিযোজন করে:** প্রযুক্তির বিবর্তনের সাথে সাথে সাক্ষ্যের প্রকৃতিরও বিবর্তন হয়। বৈদ্যুতিন নথি এবং ডিজিটাল যোগাযোগের মতো নতুন ধরনের প্রমাণের জন্য নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করে এই পরিবর্তনগুলির সাথে অভিযোজন করে নেওয়ার জন্য সাক্ষ্য আইনের পরিকল্পনা করা উচিত। এই অভিযোজন নিশ্চিত করে যে আইনি ব্যবস্থা কার্যকরভাবে আধুনিক ধরনের প্রমাণ পরিচালনা করতে পারে।

বিশেষভাবে BSA এর উল্লেখযোগ্যতা :

- এতে বলা হয়েছে যে সাক্ষ্যের মধ্যে বৈদ্যুতিক ভাবে প্রদত্ত যে কোনও তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সাক্ষী, অভিযুক্ত, বিশেষজ্ঞ এবং ভুক্তভোগীদের বৈদ্যুতিন সাধনের মাধ্যমে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেবে।

- এটি এমন একটি বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথির গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করে যার আইনি প্রভাব, বৈধতা এবং প্রয়োগযোগ্যতা অন্য যে কোনও নথির মতোই।

- এটি পরোক্ষ সাক্ষ্যের পরিধি প্রসারিত করার চেষ্টা করে।

- এটি আদালতে গ্রহণযোগ্য তথ্য এবং তার সার্টিফিকেশনের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করার চেষ্টা করে।

- এর মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর।

- BSA-তে 'যুক্তরাজ্যের সংসদ (Parliament of the United Kingdom)', 'প্রাদেশিক আইন (Provincial Act)', 'লন্ডন গেজেট (London Gazette)', 'কমনওয়েলথ (Commonwealth)', 'প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council)', 'কুইন'স প্রিন্টার (Queen's Printer)', 'হার ম্যাজেস্টি (Her Majesty)'র মতো শব্দগুলি, ঔপনিবেশিক ঘোষণা এবং আদেশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। 'ভাকিল (Vakil)', 'প্লীডার (Pleader)', 'ব্যারিস্টার (Barrister)'-এর মতো প্রাচীন শব্দগুলির পরিবর্তে 'অ্যাডভোকেট (Advocate) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'পাগল (Lunatic)'-এর মতো শব্দগুলিকে আরও সংবেদনশীল শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, যেমন 'অসুস্থ মনের ব্যক্তি'।

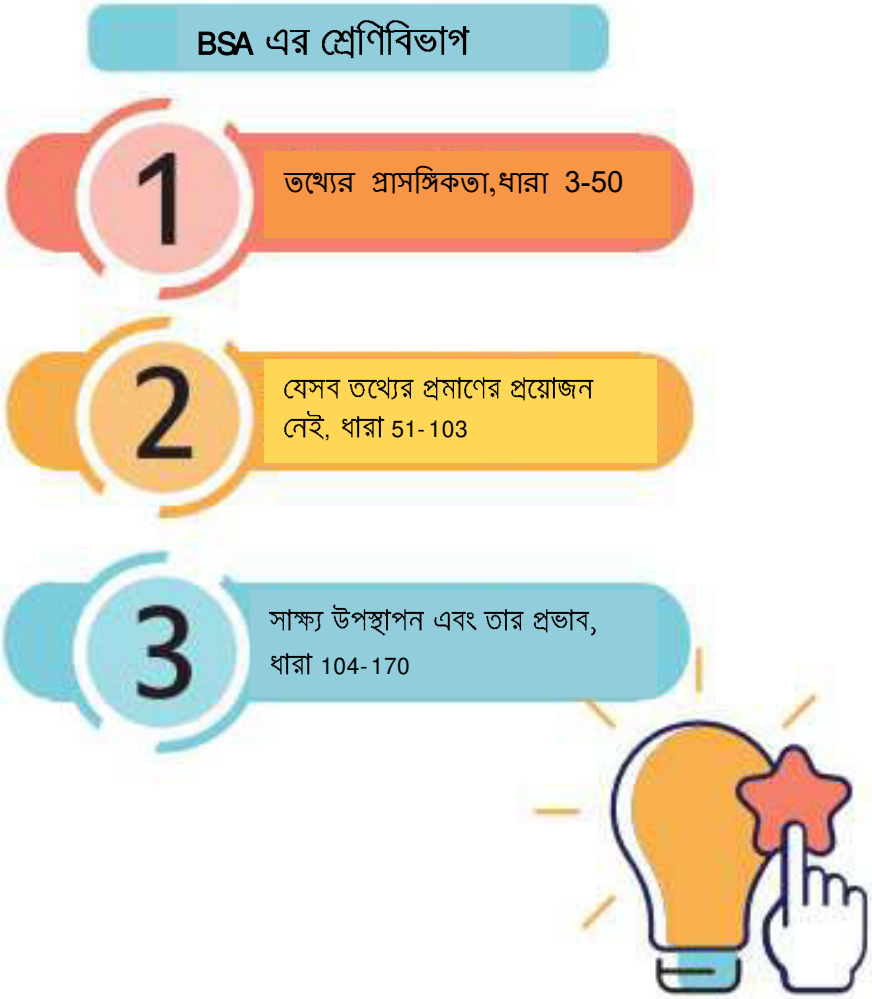

BNSS এর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ কার্যবিধি

- **প্রমাণ প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল উপায়ের ব্যবহার:** 'নথি'-র সংজ্ঞার মধ্যে ইমেলের বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথি, সার্ভার লগ (Server logs), কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনের নথি, বার্তা, ওয়েবসাইট, অবস্থানের প্রমাণ (Location evidence) এবং ডিজিটাল ডিভাইসে সংরক্ষিত ভয়েস মেল বার্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও 'সাক্ষ্য'-এর সংজ্ঞাটি বিস্তৃত করে বৈদ্যুতিনভাবে প্রদত্ত তথ্য যা সাক্ষী, অভিযুক্ত, বিশেষজ্ঞ এবং ভুক্তভোগীদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উপস্থিতি সক্ষম করে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আপনি কি জানেন যে কিছু যোগাযোগকে বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত যোগাযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং আদালতে প্রকাশ করা যায় না? উদাহরণস্বরূপ, একজন আইনজীবী এবং তার মক্কেলের মধ্যে, অথবা স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ সুরক্ষিত থাকে। এটি সংবেদনশীল সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা এবং বিশ্বাস নিশ্চিত করে।

- **প্রাথমিক সাক্ষ্য (Primary evidence):** প্রাথমিক সাক্ষ্যের সংজ্ঞা বিস্তৃত করে তার মধ্যে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথি যা তৈরি বা সংরক্ষণ করা হয়, যথাযথ হেফাজতে থেকে তৈরি বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথি, ভিডিও রেকর্ডিং যা একই সাথে বৈদ্যুতিন আকারে সংরক্ষণ করা হয় এবং অন্য আকারে প্রেরণ বা সম্প্রচার করা হয়; এবং কম্পিউটারে একাধিক স্থানে বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ করার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক প্রমাণ হল সর্বোচ্চ মানের প্রমাণ এবং এটি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এটি আদালতে পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করা মূল নথি বা উপকরণগুলিকে বোঝায়। এই ধরণের প্রমাণ কোনও মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই সরাসরি আদালতে উপস্থাপন করা হয়। উদাহরণ: ব্যবসায়িক চুক্তিতে দুটি পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত মূল চুক্তি হল প্রাথমিক প্রমাণ।

- **গৌণ সাক্ষ্য (Secondary evidence):** গৌণ সাক্ষ্যর পরিধি বিস্তৃত করে তার মধ্যে মূল নথি থেকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৈরি অনুলিপি, মূল নথি থেকে তৈরি বা সমতুল্য অনুলিপি, যে পক্ষগুলিমূল নথি উপস্থাপন করেনি তাদের সম্পর্কিত নথির প্রতিরূপ এবং কোনও ব্যক্তি যিনি নিজে এটি দেখেছেন তার দ্বারা প্রদত্ত নথির বিষয়বস্তুর মৌখিক বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন নথির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন মৌখিক স্বীকারোক্তিও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নাম থেকেই বোঝা যায়, প্রাথমিক সাক্ষ্য উপলব্ধ না থাকলে গৌণ সাক্ষ্য ব্যবহার করা হয়।

এর মধ্যে মূল নথি বা উপকরণের অনুলিপি বা বিকল্প অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রাথমিক সাক্ষ্য পাওয়া না গেলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আদালতে গৌণ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। উদাহরণ: যখন মূল নথি হারিয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন মূল নথির একটি প্রতিলিপি,গৌণ সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

এছাড়াও, মূল লেখার অস্তিত্ব, অবস্থা বা বিষয়বস্তু লিখিতভাবে স্বীকার করা হলে তা গৌণ সাক্ষ্য রূপে ধরা যেতে পারে।

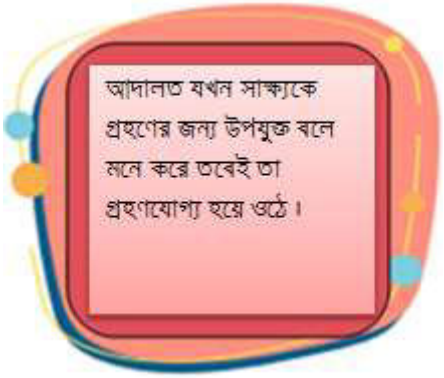

- **বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথির গ্রহণযোগ্যতা:** বৈদ্যুতিন বা ডিজিটাল নথির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

- **বৈদ্যুতিন নথি:** বৈদ্যুতিন নথির বিষয়বস্তু যাচাই এবং প্রমাণীকরণের জন্য একটি সার্টিফিকেট যুক্ত করা হয়েছে, যার শর্ত হল যে কম্পিউটারের উপর আইনত নিয়ন্ত্রণ আছে এমন ব্যক্তি দ্বারা নিয়মিত কার্যকলাপের জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে , এতে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, কম্পিউটার সঠিকভাবে কাজ করছিল ইত্যাদি।

- **মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে বিশেষাধিকারসূত্রে যোগাযোগ:** মন্ত্রী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির মধ্যে যেকোনো বিশেষাধিকারে যোগাযোগের বিষয়ে আদালতকে তদন্ত করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি শর্ত যুক্ত করা হয়েছে।

- **বিশেষজ্ঞ:** BSA 'বিদেশী আইন', 'বিজ্ঞান বা শিল্প' এবং 'অন্য যে কোনও ক্ষেত্র'-এর সংযুক্তি করণের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করে বলেছে যে, তারাই বিশেষজ্ঞ যারা 'বিদেশী আইন', 'বিজ্ঞান বা শিল্প' অথবা 'অন্য যে কোনও ক্ষেত্র' তে মতামত দিতে পারেন ।

তথ্য, বিতর্কাধীন তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য :

BSA অনুসারে, "তথ্য" বলতে বোঝায় :

- ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য যে কোনও কিছু, বস্তুর অবস্থা, বা বস্তুর সম্পর্ক;
- যে কোনও মানসিক অবস্থা যার সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তি সচেতন।

'বিতর্কাধীন তথ্য' বলতে এমন যে কোনও তথ্য বোঝায় যা থেকে নিজে অথবা অন্যান্য তথ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে, অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব, কোনও অধিকারের প্রকৃতি বা ব্যাপ্তি , দায় বা অক্ষমতা যা কোনও মামলা বা কার্যধারায় দাবি করা বা অস্বীকার করা হয়েছে তা আহরিত হয়েছে।

একটি তথ্য অন্য একটি তথ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয় যখন সেগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য সংক্রান্ত আইনের নিয়ম অনুসারে সংযুক্ত থাকে। প্রাসঙ্গিকতার অর্থ হল একটি সংযোগ রয়েছে এবং এই সংযোগ বিচারককে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে আলোচিত মামলায় তথ্যটি সত্য কিনা।

আপনি কি জানেন যে, এস্টোপেল (Estoppel) মতবাদ একজন ব্যক্তিকে তার পূর্বে বলা বা সম্মতির বিষয়ক বিরোধিতা করতে বাধা দেয়, যদি অন্য কেউ সেই বিবৃতির উপর নির্ভর করে থাকে ?

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন বাড়িওয়ালা একজন ব্যক্তিকে ভাড়াটে হিসাবে স্বীকার করেন এবং তারপর আদালতে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন, তাহলে বাড়িওয়ালাকে তা করা থেকে বিরত করা হয় [এটা কি ঠিক আছে?]।

উদাহরণ- কল্পনা করুন এমন একটি আইনি মামলা যেখানে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি দোকান থেকে একটি মূল্যবান জিনিস চুরি করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে:

- "তথ্য" হল অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে চুরি হওয়া জিনিসের উপস্থিতি।
- 'বিতর্কাধীন তথ্য' হবে অভিযুক্ত ব্যক্তি আসলে জিনিসটি চুরি করেছে কিনা।
- অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে জিনিসটি পাওয়া গেছে এই তথ্যের "প্রাসঙ্গিকতা" সামগ্রিক মামলার সাথে সেটি কীভাবে সম্পর্কিত তা দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি এমন প্রমাণ থাকে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুমতি ছাড়াই জিনিস নিতে দেখা গেছে অথবা জিনিসটি তাদের জিনিসপত্রের মধ্যে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে, তাহলে চুরির মামলায় তাদের দোষ বা নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই তথ্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

প্রমাণিত, ভুল প্রমাণিত এবং অপ্রমাণিত তথ্য :

কোনও তথ্যকে "ভুলপ্রমাণিত" বলা হয় যখন, তার সামনে রাখা বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে, আদালত হয় এটি বিশ্বাস করে যে তার অস্তিত্ব আছে, অথবা এর অস্তিত্ব এতটাই সম্ভাব্য বলে মনে করে যে, নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতিতে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত এটির অস্তিত্ব আছে ধরে নিয়ে কাজ করা।

কোনও তথ্যকে "ভুল প্রমাণিত" বলা হয় যখন, তার সামনে রাখা বিষয়গুলি বিবেচনা করার পর, আদালত হয় এটি বিশ্বাস করে যে এটির অস্তিত্ব নেই,

অথবা এর অনস্তিত্বকে এতটাই সম্ভাব্য বলে মনে করে যে, নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতিতে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত এটির অস্তিত্ব আছে ধরে নিয়ে কাজ করা।

একটি সত্যকে "প্রমাণিত নয়" বলা হয় যখন তা প্রমাণিত বা ভুল প্রমাণিত কোনটাই হয় না।" এর অর্থ হল তথ্যটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না আবার তথ্যটির অস্তিত্ব আছে বলেও বিশ্বাস করা হয় না। অন্য ভাবে, কোন সাধারণভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না যে তথ্যটির অস্তিত্ব আছে আবার তথ্যটির তিনি এও বিশ্বাস করেন না যে তথ্যটির অস্তিত্ব নেই ।

প্রমাণের দায়ভার :

BSA অনুসারে, যে কোনও ব্যক্তি যদি চান যে আদালত কোনও আইনি অধিকার বা দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিক, তাহলে তাকে অবশ্যই তার দাবি করা তথ্য প্রমাণ করতে হবে। এই তথ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করার এই বাধ্যবাধকতাকে প্রমাণের দায়ভার বলা হয়।

BSA আরও স্পষ্ট করে যে, প্রমাণের দায়ভার সেই ব্যক্তির উপর বর্তায় যিনি কোনও প্রমাণ উপস্থাপন না করতে পারলে মামলাটি হেরে যাবেন। অন্য কথায়, প্রমাণের দায়িত্ব সেই পক্ষের উপর বর্তায় যারা মামলা বা কোনও আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে।

উদাহরণ: যদি কোনও ব্যক্তি এই দাবি করে মামলা দায়ের করে যে তার প্রতিবেশী তার সম্পত্তি নষ্ট করেছে, তাহলে প্রমাণের দায়িত্ব মামলা দায়েরকারী ব্যক্তির উপর বর্তাবে। তাদের দাবির সমর্থনে তাদের প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে। যদি তারা পর্যাপ্ত প্রমাণ সরবরাহ করতে না পারে, তাহলে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেবে না।

উদ্দেশ্য , প্রস্তুতি এবং আচরণ :

ইচ্ছা শক্তি: উদ্দেশ্য সেই হল চালিকাশক্তি যা কাউকে কাজ করতে বাধ্য করে। এটিই তাদের কিছু করতে উৎসাহিত বা বাধ্য করে। উদ্দেশ্যের সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষ সাধারণত কারণ ছাড়া কাজ করে না। এই সাক্ষ্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন কোনও মামলা পরোক্ষ সূত্র বা পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি চুরির মামলায় যেখানে

আপনি কি জানেন যে কোনও ব্যক্তির চরিত্র সাধারণত তার আচরণ প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়? তবে, কিছু নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম আছে। উদাহরণস্বরূপ, মানহানির ক্ষেত্রে, মানহানির শিকার ব্যক্তির চরিত্র প্রাসঙ্গিক হতে পারে এবং ফৌজদারি মামলায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অংশ হিসাবে ভাল চরিত্রের প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন।

কোনও বাড়ি থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়, অভিযুক্তের উদ্দেশ্য - যেমন আর্থিক অনটন বা প্রতিশোধ - অপরাধটি কেন সংঘটিত হয়েছিল তা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রস্তুতি: যখন কেউ অপরাধ করার পরিকল্পনা করে, তখন তারা প্রায়শই এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়। এই প্রস্তুতির মধ্যে অপরাধ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা পদার্থ সংগ্রহ করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যক্তি (যদি তাদের Y বলি) বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে বিষ কাউকে প্রয়োগ করতে চান, তাহলে তাদের আগে থেকেই সেই বিষ সংগ্রহ করতে হবে।

এখন, আইনি পরিভাষায়, প্রস্তুতির প্রমাণ বলতে প্রকৃত অপরাধ করার আগে ব্যক্তির গৃহীত পদক্ষেপকে বোঝায়। এটি ফৌজদারি তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ পরিকল্পনার পর্যায় এবং অপরাধ সম্পাদনের মধ্যে এটি একটি সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে । আমাদের উদাহরণে, যদি Y-এর কাছে বিষ পাওয়া যায় অথবা তারা এটি সংগ্রহ করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে এটি অপরাধ পরিকল্পনা এবং সম্পাদনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলাকে শক্তিশালী করে।

আচরণ: BSA-এর অধীনে, আইনি প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, অনুমোদিত এজেন্ট-এর আর্থিক জালিয়াতির ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত পক্ষের তাদের আর্থিক উপদেষ্টার অনুমোদিত প্রতিনিধি মত আচরণ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উপদেষ্টার আচরণ, যার মধ্যে তাদের পরামর্শ, লেনদেন এবং অভিযুক্তের সাথে যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত, তথাকথিত জালিয়াতি এবং প্রতিনিধির জড়িত থাকার পরিমাণ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। একইভাবে, ভুক্তভোগীর আচরণ, যেমন জালিয়াতির প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া, অভিযুক্তের সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা, অপরাধের প্রভাব এবং পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে।

সাক্ষ্যর গ্রহণযোগ্যতা

সাক্ষ্যর গ্রহণযোগ্যতা বলতে বোঝায় যে কোনও কিছু আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে বা ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা। প্রমাণের মধ্যে রয়েছে নথি, সাক্ষ্য, বা কোনও মামলায় তথ্য প্রমাণ বা খণ্ডন করার জন্য উপস্থাপিত বস্তু। আদালতে সমস্ত প্রমাণ অনুমোদিত নয়; কেবল নির্ভরযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক প্রমাণই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এর অর্থ

আপনি কি জানেন যে মৃত্যুকালীন ঘোষণা - একজন ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া বিবৃতি যিনি মনে করেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন, ভারতীয় প্রমাণ আইনের অধীনে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়?
যুক্তি হলো, মৃত্যুশয্যায় থাকা ব্যক্তির মিথ্যা বলার সম্ভাবনা কম।

হল প্রমাণ অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য এবংবিচারাধীন মামলার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হতে হবে। আইনি সিদ্ধান্তনেওয়ার জন্য কেবল উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্যআদালত প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি চুরির মামলায়, যদি অভিযোগকারী অপরাধস্থলে অভিযুক্তকে দেখায় এমন নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজ জমা দিতে চায়, তাহলে আদালত মূল্যায়ন করবে যে ফুটেজটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে কিনা। এর মধ্যে রয়েছে ফুটেজের সত্যতা যাচাই করা, এটি মামলার সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা তা নিশ্চিত করা (অর্থাৎ, অভিযুক্তকে চুরি করতে দেখা যাচ্ছে), এবং নিশ্চিত করা যে এটি আইনগতভাবে প্রাপ্ত। যদি আদালত নির্ধারণ করে যে ফুটেজটি এই মানদণ্ড পূরণ করে এবং নির্ভরযোগ্য, তাহলে এটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিচারের সময় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনি কি জানেন যে অপরাধের সাথে একই লেনদেনের অংশ হিসেবে দেওয়া বিবৃতি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য? "রেসগেস্টে (Resgestae)" নামে পরিচিত এই নীতির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত এবং ঘটনার সাথে সমসাময়িক বিবৃতিগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আক্রমণের সময় সাহায্যের জন্য চিৎকার আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বীকারোক্তি এবং দোষস্বীকার:

স্বীকারোক্তি বলতে সাক্ষীদের দ্বারা প্রদত্ত একটি বিবৃতিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা কোনও বিচারাধীন বিষয় বা প্রাসঙ্গিক তথ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপনা করে। স্বীকারোক্তি একটি নথি, মৌখিক বিবৃতি বা বৈদ্যুতিন আকারে হতে পারে। মামলার প্রক্রিয়ার কোনও পক্ষের দ্বারা, অথবা কোনও প্রতিনিধি দ্বারা এই ধরনের কোনও পক্ষের কাছে প্রদত্ত বিবৃতি, যাকে আদালত মামলার পরিস্থিতিতে স্পষ্টভাবে বা পরোক্ষভাবে তার দ্বারা অনুমোদিত বলে মনে করে, স্বীকারোক্তি বলা হয়।

আপনি কি জানেন যে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের অধীনে পুলিশ আধিকারিকদের কাছে করা স্বীকারোক্তি সাধারণত আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়? এটির উদ্দেশ্য বলপ্রয়োগ রোধ করা এবং স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি প্রদান নিশ্চিত করা। তবে, যদি স্বীকারোক্তির ফলে কোনও তথ্য আবিষ্কার হয়, তবে সেই তথ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনও ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক তার অপরাধ স্বীকার করাকে দোষস্বীকার বলা হয়। বিবৃতি থেকে যে অনুমানটি বোঝা উচিত তা হলো সে অপরাধটির জন্য দোষী।

উদাহরণস্বরূপ, একটি চুরির মামলায়, ঝুমার বিরুদ্ধে একটি মূল্যবান জিনিস চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। বিচার চলাকালীন, চুরির সময় সেখানে উপস্থিত একজন ব্যক্তি বিবৃতি দেন, "হ্যাঁ, আমি এই মেয়েটিকে (ঝুমার কথা উল্লেখ করে) দোকান থেকে জিনিসটি নিতে দেখেছি।" এই বিবৃতিটি একটি স্বীকারোক্তি কারণ এটি সরাসরি জড়িত তথ্যের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ ঝুমা চুরি করেছে কিনা।

এখন, যদি ঝুমা নিজেই বলে, "হ্যাঁ, আমি জিনিসটি নিয়েছি," তাহলে সেটা হবে দোষস্বীকার। এটি অপরাধ স্বীকার করা এবং মামলায় তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাক্ষী :

একজন সাক্ষী হলেন এমন একজন যিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনও ঘটনা দেখেছেন বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যেমন অপরাধ, দুর্ঘটনা, বা কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সাক্ষীর প্রকারভেদ :

- **অভিযোগকারীর (Prosecution) সাক্ষী:** এই সাক্ষীকে অভিযোগকারী পক্ষ তাদের মামলার সমর্থনে হাজির করে। উদাহরণস্বরূপ, এমন একজন ব্যক্তি যিনি অপরাধটি ঘটতে দেখেছেন এবং কী ঘটেছিল তা বর্ণনা করতে পারেন।
- **অভিযুক্তপক্ষের সাক্ষী:** অভিযুক্তকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সহায়তা করার জন্য অভিযুক্তপক্ষ এই সাক্ষীকে হাজির করে।
- **প্রত্যক্ষদর্শী:** এমন একজন যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন।
- **বিশেষজ্ঞ সাক্ষী:** মামলার সাথে প্রাসঙ্গিক কোনও নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পেশাগত, শিক্ষাগত বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ। উদাহরণস্বরূপ, একজন ফরেনসিক বিজ্ঞানী যিনি ডিএনএ সংক্রান্ত প্রমাণ ব্যাখ্যা করতে পারেন।
- **প্রতিকূল সাক্ষী:** একজন সাক্ষী যার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তারা সত্যবাদী নন অথবা সত্য প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। উদাহরণস্বরূপ, একজন সাক্ষী যিনি শপথ নিয়ে বারবার তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করেন।
- **শিশু সাক্ষী:** এমন একটি শিশু যে আদালতের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলি বোঝে এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারে।
- **আকস্মিক সাক্ষী**: একজন ব্যক্তি যিনি ঘটনাস্থলে কাকতালীয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, পাশ দিয়ে যাওয়া কেউ যিনি ঘটনাটি ঘটতে দেখেছেন।
- **সহযোগী সাক্ষী:** অপরাধের সাথে জড়িত একজন ব্যক্তি যিনি সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন চোর যিনি পুলিশের সাথে সহযোগিতা করেন এবং অপরাধে তাদের অংশীদারদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন।

চিত্র-2 সাক্ষীর প্রকারভেদ

বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য (Expert Evidence)

একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি এখন কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা রাখেন, যা মামলার সরাসরি অংশ না হলেও আদালতকে জটিল বিষয় বোঝাতে সহায়তা করে। এই বিশেষজ্ঞরা তাদের পেশাগত মতামত প্রদান করেন যাতে আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি আরও ব্যাপক হয় এবং তা আদালতকে ন্যায়বিচার প্রদান করতে সাহায্য করেন।

আপনি কি জানেন যে আদালতে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণযোগ্য? উদাহরণস্বরূপ, হাতের লেখা, আঙুলের ছাপ, এমনকি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মতামত, এমনকি চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে একজন ডাক্তারের মতামতও মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

এটি আদালতকে বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

যখন আদালতকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মতামত গঠন করতে হয়–যেমন, বিদেশি আইন, বিজ্ঞান, শিল্প, হস্তলিপি বা আঙুলের ছাপ–তখন আদালত সেই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর নির্ভর করে। এই বিশেষভাবে দক্ষ ব্যক্তিদের মতামত প্রাসঙ্গিক তথ্য (relevant facts) হিসাবে বিবেচিত হয়। সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার সীমার বাইরে থাকা প্রযুক্তিগত বা বিশেষায়িত তথ্য ব্যাখ্যা করতে এই বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়।

বৈদ্যুতিন নথি (Electronic Records)

দলিলের সংজ্ঞা:ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 অনুযায়ী, "দলিল"-এর সংজ্ঞার মধ্যে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ ইমেইল, সার্ভার লগ, কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনে থাকা নথি, বার্তা, ওয়েবসাইট, অবস্থান সংক্রান্ত প্রমাণ এবং ডিজিটাল যন্ত্রে সংরক্ষিত ভয়েস মেইল বার্তা–এই সবকিছুই দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

BSA অনুযায়ী, "দলিল" বা "দলিল প্রমাণ" হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য তথ্যের অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক নয়। যে কোনও উপাদানের উপর যে কোনও উপায়ে রেকর্ডকৃত তথ্য দলিল হিসাবে গণ্য হবে।

আপনি কি জানেন যে কিছু তথ্য আদালত প্রমাণ ছাড়াই ধরে নেয়?
উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যক্তির কথা সাত বছর ধরে এমন ব্যক্তিদের দ্বারা না শোনা যায় যারা স্বাভাবিকভাবেই তার সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে আইন তাকে মৃত বলে ধরে নেয় যদি না অন্যথা প্রমাণিত হয়।

প্রমাণের সংজ্ঞা:

BSA-তে বৈদ্যুতিন তথ্যকেও প্রমাণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাক্ষীদের দ্বারা বৈদ্যুতিনভাবে প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকেও মৌখিক বিবৃতির মতো প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাথমিক প্রমাণ:

প্রাথমিক প্রমাণের মধ্যে মূল দলিল এবং নির্দিষ্ট কিছু বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল নথি অন্তর্ভুক্ত।

BSA-তে যেসব ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন রেকর্ড প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় তার উদাহরণ:

1. একাধিক ফাইল (Multiple Files): যদি কোনো বৈদ্যুতিন রেকর্ড একাধিক ফাইলে তৈরি বা সংরক্ষিত হয়, তাহলে প্রতিটি ফাইলকেই প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে ধরা হবে।

2. সঠিক হেফাজত(Proper Custody): যদি কোনো বৈদ্যুতিন রেকর্ড সঠিক হেফাজত থেকে উপস্থাপিত হয় এবং সেটি বিতর্কিত না হয়, তবে সেটি প্রাথমিক প্রমাণ।

3. যুগপৎ সংরক্ষণ (Simultaneous Storage):যদি কোনও ভিডিও রেকর্ডিং একযোগে বৈদ্যুতিনভাবে সংরক্ষিত হয় এবং অন্য কোথাও প্রেরিত বা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে প্রতিটি সংরক্ষিত রেকর্ড প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।

4. একাধিক সংরক্ষণ স্থান(Multiple Storage Spaces):
যদি কোনও বৈদ্যুতিন রেকর্ড কম্পিউটারের একাধিক স্থানে সংরক্ষিত হয়, তবে প্রতিটি স্থান, এমনকি অস্থায়ী ফাইলও, প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে ধরা হবে।

বৈদ্যুতিন রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা: BSA-তে নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটে প্রত্যেকবার বৈদ্যুতিন প্রমাণ আদালতে উপস্থাপনের সময় একটি শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। এই শংসাপত্র বৈদ্যুতিন প্রমাণের সত্যতা যাচাই করতে সহায়তা করে।

প্রধান জিজ্ঞাসাবাদ (Examination-in-Chief), পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ (Re-examination) এবং অন্যপক্ষ দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ (Cross Examination)

যে পক্ষের উপর প্রমাণের দায়ভার (burden of proof) বর্তায়, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব তার। আদালতে প্রমাণ উপস্থাপন এবং তা চ্যালেঞ্জ করায় এই আরাম্ভ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত ধাপবস্থান অন্তর্ভুক্ত থাকে:

আপনি কি জানেন যে উত্তরের ইঙ্গিত দেয় প্রশ্ন সাধারণত সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদের সময় অনুমোদিত নয় কিন্তু জেরা করার সময় অনুমোদিত? এই পার্থক্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে সাক্ষীরা কেবল জিজ্ঞাসাবাদকারী আইনজীবীর পরামর্শের সাথে একমত হওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব সাক্ষ্য প্রদান করে।

1. প্রধান জিজ্ঞাসাবাদ (Examination-in-Chief):
এটি হচ্ছে সাক্ষীকে যে পক্ষ আদালতে উপস্থিত করেছে, সেই পক্ষের দ্বারা সাক্ষীর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ। এর উদ্দেশ্য হলো এমন তথ্য উদ্ঘাটন করা, যা সেই পক্ষের মামলাকে সমর্থন করে, যার উপর প্রমাণের দায়ভার রয়েছে।

2. অন্যপক্ষ দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ (Cross-Examination):
প্রধান জিজ্ঞাসাবাদের পরে, প্রতিপক্ষ সাক্ষীকে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করা।

3. পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ (Re-Examination):
পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের পর, যে পক্ষ সাক্ষীকে প্রথমে উপস্থাপন করেছিল তারা পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। এই ধাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রদত্ত কোনও উত্তর স্পষ্ট করা বা তার ব্যাখ্যা প্রদান করা, যা প্রতিপক্ষ দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেওয়া সাক্ষীর সাক্ষ্যকে দুর্বল করতে পারে।

সাক্ষ্যের ধরনসমূহ (Types of Evidence)

1. প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য (Direct Evidence): প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এমন তথ্য যা অন্য কোনও তথ্যের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোনও বিচারাধীন তথ্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে।

2. মৌখিক সাক্ষ্য (Oral Evidence): মৌখিক সাক্ষ্য বলতে সেই প্রমাণ বোঝানো হয় যা মুখে বলা কথা। এটি কোনও দলিল বা নথির সহায়তা ছাড়াই প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যায়, যদি এটি বিশ্বাসযোগ্য হয়।

3. দলিল সাক্ষ্য (Documentary Evidence): দলিল সাক্ষ্য হচ্ছে এমন প্রমাণ যা কোনো বিষয়কে বর্ণনা বা প্রকাশ করে কোনো উপাদানে অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে অথবা একাধিক উপায়ে রেকর্ড করা হয়েছে। এই ধরনের প্রমাণ আদালতে কোনো বিতর্কিত বিষয় প্রমাণ করার জন্য দলিল আকারে উপস্থাপিত হয়।

4. পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য (Circumstantial Evidence): পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য হলো এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য, যিনি প্রাসঙ্গিক অন্য ঘটনার সাক্ষী, যেখান থেকে বিচারাধীন তথ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

5. শ্রুতিকথা সাক্ষ্য (Hearsay Evidence): শ্রুতিকথা প্রমাণকে আহরিত প্রমাণও বলা হয়। এটি এমন সাক্ষীর সাক্ষ্য যারা আদালতের বাইরে করা কোনো বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেন, এবং সেই বক্তব্যকে নিজের সত্য হিসাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়।

6. চূড়ান্ত সাক্ষ্য (Conclusive Evidence): এটি এমন প্রমাণ যা আদালতে উপস্থাপন করা হলে তা চূড়ান্ত ও নির্ধারক প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়।

ক্যুইজ

1. সাক্ষ্য আইনে কাদের বিশেষজ্ঞ (Experts) হিসাবে গণ্য করা হয়?

(a) দুই পক্ষের প্রতিনিধি আইনজীবীরা

(b) মামলার বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি

(c) বিদেশি আইন, বিজ্ঞান, শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তিবর্গ

(d) মামলার বিচারক

উত্তর: (c)

2. এমন কোন প্রমাণ যা সাক্ষীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয় অন্য প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে, যেখান থেকে বিচারাধীন তথ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়?

(a) প্রত্যক্ষ প্রমাণ

(b) পরিস্থিতিগত প্রমাণ

(c) শ্রুতিকথা প্রমাণ

(d) মৌখিক প্রমাণ

উত্তর: (b)

3. কোন আইনটি 1872 সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট-কে প্রতিস্থাপিত করেছে?

(a) ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023

(b) ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023

(c) ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, 2023

(d) ভারতীয় নাগরিক অধিনিয়ম, 2023

উত্তর: (b)

4. সাক্ষ্য আইনে 'গৌণ সাক্ষ্য' বলতে কী বোঝায়?

(a) প্রতিপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ

(b) এমন প্রমাণ যা প্রাথমিক প্রমাণের মতো নির্ভরযোগ্য নয়

(c) এমন প্রমাণ যা প্রাথমিক প্রমাণ অনুপস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়

(d) অবৈধভাবে প্রাপ্ত প্রমাণ

উত্তর: (c)

5. ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 কীভাবে প্রাথমিক প্রমাণের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে?

(a) হাতে লেখা দলিল অন্তর্ভুক্ত করে

(b) শুধুমাত্র বস্তুগত রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করে

(c) বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করে

(d) সব ধরনের গৌণ প্রমাণ বাদ দিয়ে

উত্তর: (c)

সক্রিয়তা (Activities)

1. "সাক্ষ্য আইনের উপর প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রভাব" বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে এমন বিভিন্ন দলে ভাগ করতে হবে (যেমন: আইনজীবী, বিচারক, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি) এবং বৈদ্যুতিন প্রমাণ আদালতে অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক করতে দিতে হবে।

2. সাক্ষ্য আইন সংস্কারের নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর উপর গবেষণার কাজ দিতে হবে, যেমন: ডিজিটাল রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা, বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদের ভূমিকা, অথবা ফরেনসিক প্রমাণের ব্যবহার। শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসন্ধান প্রতিবেদন বা উপস্থাপনার মাধ্যমে উপস্থাপনা করতে পারবে।

3. আইনজীবী, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বা সাক্ষ্য আইন বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন, সাম্প্রতিক মামলার উদাহরণের আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

প্রতিফলন (Reflections)

এই মডিউলটি ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023)-এর উপর আলোকপাত করে, যা ভারতীয় আদালতগুলিতে প্রমাণ উপস্থাপনের নিয়মাবলি নির্ধারণ করে। এটি এমন একটি নির্দেশিকা যা বুঝতে সহায়তা করবে যে বিচার প্রক্রিয়ায় কীভাবে তথ্য উপস্থাপন করা হয়, বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়। আপনি যদি একজন কৌতূহলী শিক্ষার্থী, ভবিষ্যতের আইনজীবী, অথবা কেবলমাত্র দেশের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী একজন সচেতন নাগরিক যাই হন না কেন, তাহলে এই মডিউল আপনাকে সাক্ষ্য আইনের জটিল জগতে পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

অভিভাবকদের জন্য বার্তা (Message for parents)

অভিভাবক হিসেবে, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, 2023 এবং সাক্ষ্য আইনগুলির উপর এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া আপনার জন্য উপকারী।আপনার সন্তানের সঙ্গে আলোচনা করুন। কীভাবে প্রমাণের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে, বিশেষ করে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল রেকর্ডের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে, এবং কীভাবে এটি আমাদের বিচার প্রক্রিয়াকে আধুনিক করে তুলেছে। সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নীতি এবং ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার বিষয়সহ ন্যায্য বিচারনীতির গুরুত্ব আমাদের বিচার ব্যবস্থার অভিন্ন অংশ হিসেবে তুলে ধরুন। এই উপলব্ধি গড়ে তোলার মাধ্যমে, আমরা আমাদের সন্তানদের সাক্ষ্য আইনের সূক্ষ্মতাগভীরভাবে উপলব্ধি করতে এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজগঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত করতে পারি।

তথ্যসূত্র :

- 248th Report - Parliamentary Standing Committee Report- SC_Report_Bharatiya_Sakshya_ Bill_2023.pdf (prsindia.org)
- Batul, L. 2014. The Law of Evidence. Central Law Agency
- Crime in India, 2022, Statistics Volume I, National Crime Records Bureau (Ministry of Home Affairs) Government of India National Highway 48, Mahipalpur, New Delhi – 110037.
- Ratanlal & Dhirajlal, 2022. The Law of Evidence. LexisNexis
- Sarathi, V. P. 2013. Law of Evidence. EBC Explorer
- Srivastava, Gouri, et.al, 2024-25, Legal Literacy Handbook for Curriculum Developers (Draft), NCERT, New Delhi, under Publication.
- The Gazette of India, 2023. The Bharatiya Sakshaya Adhiniyam, 2023

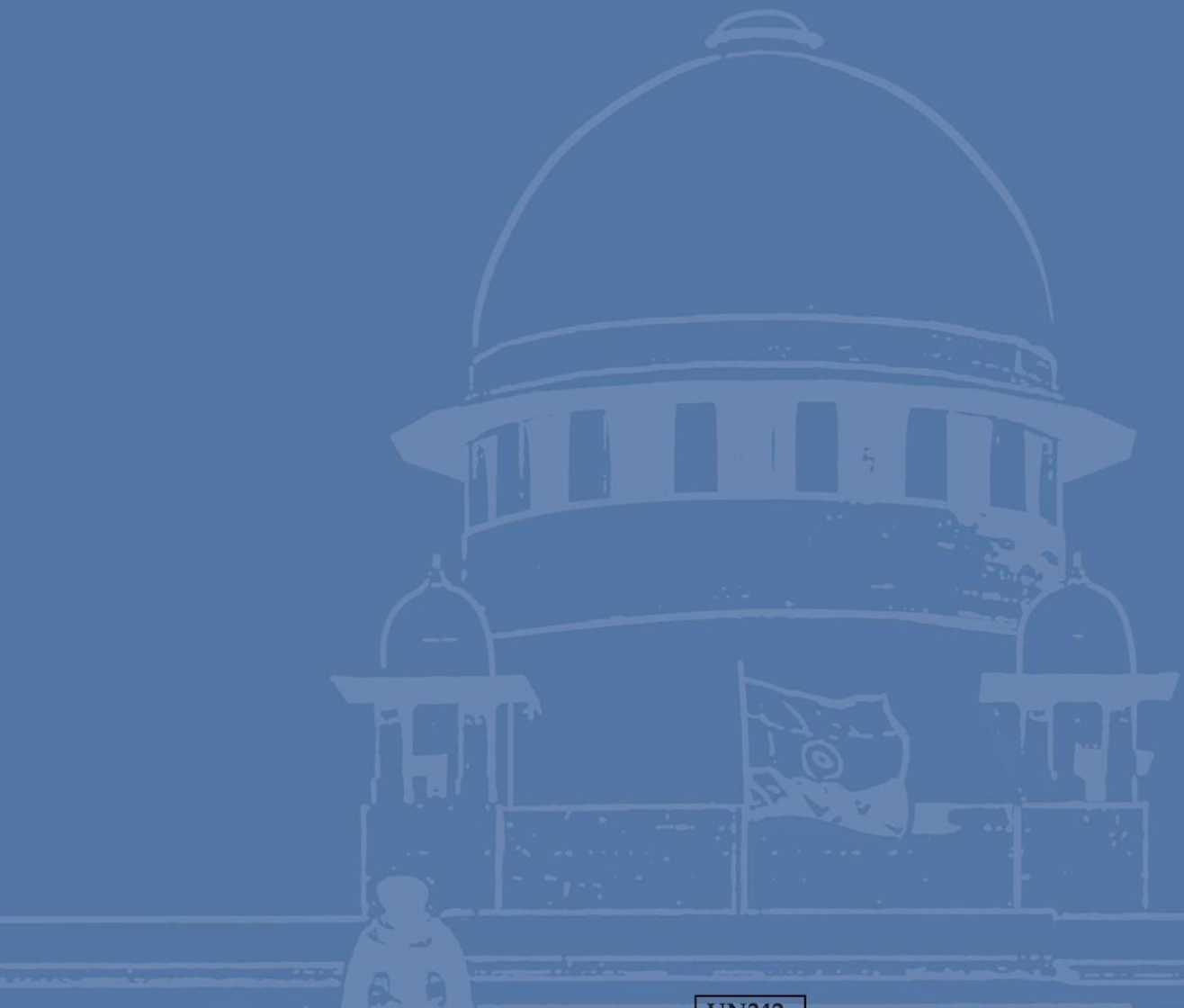

UN342

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING